বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

শিরোনাম - ফররুখ আহমদঃ তাঁর কবিতায় আরবী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়কঃ ড. এটিএম ফখরুদ্দীন
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা -১০০০।

448921

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

GIFT

Dhaka University Library
448921

গবেষকঃ মোঃ মিজানুর রহমান
এম.ফিল. গবেষক,
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষাবর্ষঃ ২০০১-২০০২

রেজিঃনং-৪৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত " ফররুখ আহমদঃ তাঁর কবিতায় আরবী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা" শীর্ষক আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ বা কোন প্রতিষ্ঠানে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম।

M.M.Rahman

(মোঃ মিজানুর রহমান)
এম.ফিল. গবেষক,
আরবী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা - ১০০০, বাংলাদেশ।

৫৫৪৭৭১

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আরবী বিভাগের এম.ফিল. গবেষক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান কর্তৃক এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত "ফররুখ আহমদঃ তাঁর কবিতায় আরবী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রনয়ণ করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

ড. এটিএম ফখরুদ্দীন
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০।

৪৪৪৭৭
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লক্ষ-কোটি শোকর আদায় করছি, যিনি নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের জীবন ও কর্মের উপর কাজ করার তওফিক দান করেছেন। এই গবেষণা কর্মে যাদের অসামান্য অবদানের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি তাঁরা হলেন - আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম ড. মোঃ নূরুল হক, যিনি আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন; আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। ড. মোঃ নূরুল হক স্যারের দীর্ঘ অসুস্থতা ও ইন্তেকালের পর চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে যিনি গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন, তিনি আরবী বিভাগেরই আমার আরেক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. এটিএম ফখরুদ্দীন; তাঁর অসামান্য সহযোগিতার ফলে আজ গবেষণা কর্মের পূর্ণতা প্রাপ্তি। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণা কাজে নানা রকম উপদেশ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। সর্বোপরি, ব্যক্তিগতভাবে আমার নানা প্রতিকূলতার সময়ও গবেষণা কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য স্যার আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। আমার গবেষণা কর্মে যিনি পরামর্শ ও উৎসাহ যুগিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তিনি হলেন আমার আরেক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, আরবী বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এবিএম সিদ্দিকুর রহমান নিজামী। আমি কৃতজ্ঞ আরবী বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান স্যারের কাছে : গবেষণা কর্মে যাদের সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে উলেখযোগ্য তাঁরা হলেন - আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক, কলেজ অব ফাইন্যান্স এন্ড ম্যানেজমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ব্যক্তিত্ব ড. কামরুল আহসান, প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও বিকেএসপির সাবেক মহাপরিচালক লেঃ কর্ণেল এম. এ. লতিফ (অবঃ), পরিচালক একাডেমিক লেঃ কমান্ডার এ কে এম নূরুল হক (অবঃ), পরিচালক ভাষা শিক্ষা জনাব কাজী মোহাম্মদ বায়েজীদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক (সাময়িকী শাখা) জনাব মোঃ মইজ উদ্দিন খান, সহকারী গ্রন্থাগারিক মরহুম সৈয়দ আব্দুর রশীদ, সেকশন অফিসার জনাব মোঃ আমান উল্লাহ। বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন - ফররুখ একাডেমী, ঢাকা - এর সম্মানিত সভাপতি অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, কবিপুত্র ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার কর্মকর্তা জনাব আহমদ আখতার (সৈয়দ মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান), প্রবীণ সাংবাদিক ও গবেষক জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুলাহ, কবি ও ফোকলোর গবেষক এবং বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক ড. আশরাফ সিদ্দিকী, মাসিক মদীনা সম্পাদক ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মহিউদ্দীন খান, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সৈয়দ আবুল মকসুদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য যাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ তাঁরা হলেন - আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বন্ধুবর জনাব মোঃ রুহুল আমিন, অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক বন্ধু জনাব মোহাম্মদ শাহাদত হোসাইন সিদ্দিকী, বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব বিভাগের প্রভাষক বন্ধু জনাব আব্দুলাহ আল মাহমুদ, স্নেহের ছোট ভাই শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের প্রভাষক জনাব মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসাইন সিদ্দিকী, অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক ও ছোট ভাই মীর নাহিদ মাহমুদ ও আমার সহধর্মীনী লায়লা আঞ্জুমান আরা বেগম। গবেষণা কর্মে ব্যস্ত থাকায় আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা ও আম্মার খোঁজ-খবর নেয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া কর্মব্যস্ত থাকায় আমার স্নেহের শিশু কন্যা মারদিয়া রাহমান মানহাকে প্রায়ই পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
ঘোষণাপত্র	২
প্রত্যয়নপত্র	৩
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৪
সূচীপত্র	৫
ভূমিকা	৬
প্রথম অধ্যায় ঃ জীবনী	৭
প্রথম পরিচ্ছেদ - জন্ম ও বংশ পরিচয়।	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - শৈশব, কৈশোর ও শিক্ষা জীবন।	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ - কর্ম জীবন।	
চতুর্থ পরিচ্ছেদ - পারিবারিক জীবন।	
পঞ্চম পরিচ্ছেদ - শেষ বয়স ও মৃত্যু।	
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ কাব্য রচনা ।	১৫
প্রথম পরিচ্ছেদ - প্রাথমিক পর্যায়ে রচিত কবিতা।	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - ইসলামী পরিভাষায় কবিতা রচনা শুরু।	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ - অনুপ্রেরণাদায়ক কবিতা রচনা।	
চতুর্থ পরিচ্ছেদ - অনুবাদ ধর্মী কবিতা।	
তৃতীয় অধ্যায় ঃ ফররুখ কাব্যে ইসলামী পরিভাষা।	২৪
প্রথম পরিচ্ছেদ - পরিভাষা বলতে যা বুঝায়।	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - সাতসাগরের মাঝির আলোকে।	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ - কাফেলার আলোকে।	
চতুর্থ পরিচ্ছেদ - সিরাজাম মুনিরার আলোকে।	
পঞ্চম পরিচ্ছেদ - সার্বিক সাহিত্যের আলোকে।	
চতুর্থ অধ্যায় ঃ ফররুখ কাব্যে আরবী শব্দের প্রয়োগ।	৩৩
পঞ্চম অধ্যায় ঃ উপসংহার।	১৯২
গ্রন্থপঞ্জি	১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকাঃ বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবনে অমানিশার অন্ধকার নেমে আসে। তখন তাদের দিশারী বলতে কেউই ছিল না। পরাধীনতার গানি তাদেরকে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল। আর উপমহাদেশের গোটা মুসলিম জনগোষ্ঠী হয়ে পড়ে দিশেহারা। জাতির এ চরম ক্রান্তিকালে উপমহাদেশের ভাগ্যাকাশে যে ক'জন দিশারীর উদয় হয়েছিল ফররুখ আহমদ তাদের মধ্যে অন্যতম। সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে তিনি মুসলিম পুণঃজাগরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাই তাকে মুসলিম রেঁনেসাঁর কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ইসলামের অর্ন্তনিহিত ভাব ও সৌন্দর্যকে তিনি তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর কবিতায় রূপায়িত করে মুসলিম জাতিকে মুগ্ধ করেছেন। ইসলামী স্বর্ণালী যুগে যারা দৃঢ়তা , ন্যায়নিষ্ঠা এবং সততার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি অনুপ্রেরণাদায়ক কবিতা রচনা করেছেন।ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহ মুসলিম জাহানের বিভিন্ন সময়কালের মনীষীদের জীবনাচরণ, তাঁদের কর্ম তৎপরতা এবং ব্যক্তিত্বের বিশালত্ব তাঁর লেখনীর অন্যতম উপজীব্য। তিনি ইসলামী পরিভাষাকে তাঁর কাব্য রচনার অন্যতম উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া আরবী ভাষার বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে তাঁর কবিতাকে বৈচিত্র্যমন্ডিত করেছেন।

নিচের কবিতার চরণগুলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণঃ

হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো প্রিয় আবহায়াত,
জানি সিরাজামমুনীরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত।
তব বিদ্যুৎ কণা-স্ফুলিঙ্গে লুকানো রয়েছে লক্ষ দিন;
তোমার আলোয় জাগে সিদ্দিক, জিন্নুরাইন, আলী নবীন।

তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূপক শব্দ ব্যবহার করেছেন। অপরাপর কবিতার ন্যায় তাঁর "পাঞ্জেরী" শীর্ষক কবিতায় ইসলামী পরিভাষার রূপকার্থের ব্যবহার বহুল পরিমানে লক্ষ্য করা যায়।

নিচের কবিতাংশটুকুতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ

পথহারা এই দরিয়া-সোঁতায় ঘুরে
চলেছি কোথায় ? কোন সীমাহীন দূরে?
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
একাকী রাতের শূন জুলমাত হেরি।
রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরী?

বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবোধ তাঁর কবিতায় সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ইসলামের হৃত গৌরব পুনঃউদ্ধারের প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁর কবিতার মাধ্যমে। এই কবিতায় ইসলামের জয়গান এবং মুসলিম জাতিকে ভালভাবে বেঁচে থাকার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। তাই প্রকৃত মুসলিমদের কাছে তিনি চিরস্মরণীয় এবং বরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ইসলামী সাহিত্য রচনার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যকে করেছেন সমৃদ্ধ। তাঁর জীবন ও কর্মের উপর ব্যাপক গবেষণার অবকাশ রয়েছে। তাছাড়া তিনি যেহেতু মুসলিম রেঁনেসাঁর কবি তাই তাঁর কবিতায় ইসলামী পরিভাষার প্রতিফলন ঘটেছে প্রবলভাবে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই সাহিত্যিকের কীর্তি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি একজন প্রথিতযশা কবি হিসেবে সর্বমহলে স্বীকৃত। তাঁর ধর্মীয় চেতনা সমৃদ্ধ সাহিত্য কর্ম বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তাছাড়া তিনি প্রায় প্রতিটি কবিতায়ই আরবী শব্দের যথাযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের মৌলিক উন্নয়নের স্বার্থেই তাঁর রচিত কবিতার উপর গবেষণা করার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর সামগ্রিক সাহিত্য কর্মে ইসলামী পরিভাষাকে কতটুকু ব্যবহার করা হয়েছে তা আমাদের জানা একান্ত প্রয়োজন। এ ধরণের গবেষণার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য উপকৃত হবে এবং এ সাহিত্য নতুন গতি লাভ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া আরবী সাহিত্যের সাথে সংশিষ্ট পাঠক-পাঠিকাবৃন্দও এ গবেষণা কর্ম থেকে উপকৃত হবে এবং কবি ফররুখ আহমদের প্রকৃত কবিরূপ তাঁদের কাছে পরিস্ফুট হবে। কবি ফররুখ আহমদ তাঁর কবিতায় ইসলামী পরিভাষার ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে ইসলামী পরিভাষা ব্যবহারের যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাতে বাংলা সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হয়েছে। কোন ভাষার সাহিত্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাভাষী যে ধর্ম ও দর্শনের সাথে সংশিষ্ট সেই ধর্ম ও দর্শনের আলোকেই উক্ত ভাষার সাহিত্য রচিত হওয়া সমীচীন। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সাধারণ প্রতিভূ। তাঁর সৃজনশৈলী আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন গতি সঞ্চার করেছে।

প্রথম অধ্যায় ঃ জীবনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ - জন্ম ও বংশ পরিচয়।

কবির কাব্য বুঝতে হলে তাঁর জীবন, পরিবেশ এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত ফররুখ আহমদের জীবন সম্পর্কে তেমন তথ্যপূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না। এ ব্যাপারে কবি নিজে ছিলেন সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। নিজের সম্পর্কে অন্য কারো কৌতুহলকেও তিনি সামান্যতম প্রশ্রয় দিতেন না। কবির ধারণা ছিল যে কবিতাই কবির জীবন। কবির চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও জীবন-পরিমন্ডলই নানাভাবে পরিস্ফুট হয় কবিতায়। তাই আলাদাভাবে নিজের জীবন সম্পর্কে কিছু বলতে তাঁর মোটেই আগ্রহ ছিল না। কবির মৃত্যুর পর কবি-পরিবারের সদস্য এবং কবির ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধব তাঁদের স্মৃতি- রোমন্থন করে যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন কবির ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধব তাঁদের স্মৃতি-রোমন্থন করে যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন কবির ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে জানার জন্য সেগুলোর উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

যশোর জেলার (বর্তমান মাগুরা জেলার সদর উপজেলার) মাঝআইল গ্রামে ১৯১৮ সনের ১০ জুন কবি ফররুখ আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী, মায়ের নাম রওশন আখতার জাহান। কবির পিতৃ প্রদত্ত নাম 'সৈয়দ ফররুখ আহমদ'। কিন্তু পরবর্তীতে কবি নিজেই 'সৈয়দ' শব্দটি পরিত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - শৈশব, কৈশোর ও শিক্ষা জীবন।

শৈশবে ফররুখ আহমদ আনুমানিক দুই বৎসর গ্রামের দাদা সম্পর্কিত মোল্লাজী আব্দুস সামাদ নামের এক শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করেন। ১৯২৪ সনে কবির মা ইন্তেকাল করেন এবং তিনি দাদীর তত্ত্বাবধানে থাকেন। ১৯২৭ সনে কিশোর ফররুখ আহমদ তাঁর বড় ভাই এর সঙ্গে কলকাতা গমন করেন। সেখানে প্রথমে তালতলা মডেল স্কুল এবং পরবর্তীতে বালিগঞ্জ হাইস্কুলে পড়াশোনা করেন। কিন্তু জলবসন্তে আক্রান্ত হওয়ায় প্রথম বারের মত মেট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে ১৯৩৭ সনে খুলনা জেলা স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৯ সনে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন। অতঃপর প্রথমে স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন ও পরে সেন্ট পল কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স পড়ার জন্য ভর্তি হন; কিন্তু এ সময় বামপন্থি আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে পড়ায় কবির পড়াশোনায় ভাটা পড়ে যায় এবং অনার্স পরীক্ষাও দেয়া হয়নি।

ফররুখ আহমদের পিতা খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন। সৎ মানুষ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। সৈয়দ হাতেম আলীর প্রথম স্ত্রী অর্থাৎ ফররুখ আহমদের মায়ের ইন্তেকালের পর তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। ফররুখ আহমদ প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁরা তিন ভাই, দুই বোন ছিলেন। বড় বোন সৈয়দা শরফুন আরা, ছোট বোন সৈয়দা মোকাদ্দেসা খাতুন, বড় ভাই সৈয়দ সিদ্দিক আহমদ, ছোট ভাই সৈয়দ মুশির আহমদ। পরপর তিন কন্যা সন্তানের জন্মের পর ফররুখ আহমদের জন্ম। ফলে তিনি ছিলেন বাবা-মায়ের একান্ত আদরের সন্তান। পূর্বেই উলেখ করা হয়েছে যে, মায়ের মৃত্যুর পর কবির শৈশব কেটেছে প্রধানত তাঁর দাদির কাছে। দাদি ছিলেন জমিদার কন্যা, জ্ঞানী, শিক্ষিতা ও দীর্ঘজীবি মহিলা। এ প্রসঙ্গে কবি-কন্যা সাইয়্যেদা ইয়াসমিন বানু তাঁর স্মৃতিচারণে উলেখ করেছেন ঃ " কবি শৈশব ও কৈশোরে তাঁর দাদির কাছ থেকে শুনতেন 'তাজক্বেরাতুল আউলিয়া' এবং 'কাসাসুল আম্বিয়া' পুঁথির কাহিনী। এভাবে শৈশবে দাদির কোল থেকেই পুঁথির সাথে ফররুখ আহমদের পরিচয় এবং শিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছিল।"

গৃহে আরবি, ফারসি ও কিছুটা ধর্মীয় শিক্ষা লাভের পর ফররুখ আহমদ কলকাতার মডেল এম.ই. স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলটি সম্পর্কে কবির ছোট ভাই এর সহপাঠী এবং কবির স্নেহধন্য পটুয়া কামরুল হাসান তাঁর স্মৃতিচারণে উলেখ করেন-" স্কুলটির নামও ছিল 'মডেল এম.ই. স্কুল; কলকাতায় মডেল স্কুল নামেই স্কুলটি পরিচিত ছিল। কলকাতায় তালতলা এলাকায় ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন-এ এক বিরাট জমিদার বাড়িতে এ স্কুলটি ছির। আমাদের মডেল স্কুলের সাথেই ছিল নর্মাল ট্রেনিং স্কুল। রবীন্দ্রনাথ এই স্কুলের গ্যালারীতে বসে পা দুলিয়ে লিখেছিলেনঃ ' কাল যাবো খুলনায়, তাতে কোন ভুল নাই', জানি না এর ঐতিহাসিক সত্যতা কতখানি। তবে রবীন্দ্রনাথ যে এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন এবং তিনি যে এই গ্যালারীতে বসতেন তাতে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই।"

ফররুখ আহমদ ঠিক কখন থেকে কাব্য-চর্চা শুরু করেন বা কখন থেকে তাঁর প্রতিভার উন্মেষ ঘটে সে সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য জানা যায় না। এ সম্পর্কে কবি-সমালোচক ও ফররুখ-গবেষক-মোহাম্মদ মাহফুজউলাহ্ যেটুকু উলেখ করেছেন প্রসঙ্গত তার উদৃত করা হলো :

"ফররুখ আহমদ কলকাতার তালতলা মডেল স্কুলে ও বালিগঞ্জ হাইস্কুলে একসময় পড়াশোনা করলেও তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন খুলনা জেলা স্কুল থেকে, ১৯৩৭ সালে। তাঁর শিক্ষক ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা, প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল ফজল এবং 'কথিকা', 'মাস্টার সাহেব' প্রভৃতি গ্রন্থ- প্রণেতা 'বিদায় হজ্জ' কবিতার লেখক আবুল হাশেম। কবি আবুল হাশেমের কাছ থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় ফররুখ আহমদের প্রথম কবিতা ছাপা হয় সম্ভবত খুলনা জেলা স্কুল ম্যাগাজিনে। অশীতিপর বৃদ্ধ কবি আবুল হাশেম তাঁর এককালের মেধাবী ছাত্র কবি ফররুখ আহমদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এই কথা জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, তাঁর 'কথিকা' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত 'হাতেম তাঈ' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতা পাঠ করে সেই স্কুল জীবনেই ফররুখ আহমদ সপ্রশংস হন এবং এ বিষয়ে ভবিষ্যতে কাহিনী কাব্য লেখার সংকল্প প্রকাশ করেন। হয়তো সেই সংকল্পেরই সৃষ্টি ফররুখ আহমদের ' হাতেম তা'য়ী'।"

কবি-সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজউলাহ আরো উলেখ করেছেন ঃ "বুদ্ধদেব বসু , প্রমথনাথ বিশী, বিষ্ণু দে, এঁরা ছিলেন ফররুখ আহমদের কলেজ জীবনের শিক্ষক। মেধাবী ছাত্র ও প্রাতভাবান কবি হিসেবে তিনি ছিলেন এঁদের প্রিয়পাত্র। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী বলে ফররুখ আহমদকেও নাকি সেসময়ে 'দ্বিতীয় আশুতোষ' বলে আখ্যায়িত করতো। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন সত্যজিৎ রায়, ফতেহ লোহানী।"

Dhaka University Institutional Repository

যে ঘটনার মাধ্যমে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ও বুদ্ধদেব বসু তাঁদের প্রিয় ছাত্র ফররুখ আহমদের কবি-প্রতিভা আবিষ্কার করেন তা অনেকটা কৌতুকপ্রদ। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর বিবরণীতে এখানে সে ঘটনাটির উল্লেখ করছিঃ

"ফররুখ আহমদ তখন আর্দির দামী পাঞ্জাবী ও ধুতিও পরতেন। একদিন বৃষ্টিতে ভিজে, ধুতি-পাঞ্জাবীতে রাস্তার কাদা মাখিয়ে তিনি কলেজের ক্লাশে এসে হাজির হন। পরণের কাপড় ভেজা ও কর্দমাক্ত ছিল বলে তিনি গিয়ে বসেন একেবারে পেছনের বেঞ্চিতে। সেখানেই বসে সবার অলক্ষ্যে তিনি একটি খাতায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। ক্লাশ নিচ্ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী। আচমকা তাঁর দৃষ্টি যায় ফররুখ আহমদের দিকে। তিনি চেয়ার ছেড়ে বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে নেমে ধীর পায়ে এগিয়ে যান ফররুখ আহমদের কাছে। অধ্যাপককে দেখে ফররুখ আহমদ খাতাটি লুকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রমথনাথ বিশীর সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে একজন নবীন কবির কাব্য-প্রয়াস। ঐ খাতায় লেখা ফররুখ আহমদের কয়েকটি সনেট পড়ে তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ হন এবং টিচার্স কমনরুমে গিয়ে অন্যান্য অধ্যাপকদের কবিতাগুলো নাকি আবৃতি করে শোনান। অভিভূত কণ্ঠে অধ্যাপক বিশী বলেন যে, তিনি একজন তরুণ শেক্সপীয়রকে আবিষ্কার করেছেন। বুদ্ধদেব বসু অধ্যাপক বিশীর কাছ থেকে ফররুখ আহমদের কবিতার খাতাটি চেয়ে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে কয়েকটি কবিতা তাঁর বিখ্যাত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশ করেন।"

এ সময়কার কথা বলতে গিয়ে কবির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী লিখেছেন: "ফররুখের প্রবণতা গেল কবিতার দিকে। তার কলেজ বয়সে কবিতা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসল যে, একজন মেধাবী ছাত্র হারিয়ে গেল কবিতার তোড়ে। বালিগঞ্জ সরকারী স্কুলে ক্লাশের ফার্স্টবয় ফররুখের এই পরিণতির কথা বলতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখেছি আব্বাকে ও সে স্কুলের হেড মাস্টার কবি গোলাম মোস্তফাকে।"

কলেজেও আঝেন, কবিতাও লিখছেন, রাজনীতির গোপন গলিতেও চলাফেরা হচ্ছে, হাতে সেতার, পরণে শৌখিন ধুতি-পাঞ্জবী উনিশ বিশ বছরের এই ফররুখ আহমদকে একবার দেখেছিলাম তাদের যাদবপুরের বাড়িতে।"

কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় ফররুখ আহমদের কবি-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং কবি হিসেবে তিনি মোটামুটি স্বীকৃতিও লাভ করেন। সে সময়কার পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপা হতে থাকে। এ সময়কার কথা বলতে গিয়ে বিশিষ্ট কবি ও লোকবিজ্ঞানী ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেনঃ "আমার সঙ্গে যখন তাঁর (ফররুখ আহমদ) দেখা হয়েছে তখন তিনি যাদবপুর তাদের নিজের তৈরী বাড়িতে থাকেন; বাড়ীর নাম দিয়েছিলেন 'অলোকপুরী'। সে যুগের আধা গ্রাম্য ধূলি-ধূসরিত ছায়া-ঢাকা পাখি-ডাকা এই যাদবপুরে নাকি তাঁর পড়া আর কাব্য-সাধনা চলতো গভীর রাত পর্যন্ত। আরও শোনলাম তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তেন। বিষ্ণু দে, প্রমথনাথ বিশী, বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রও নাকি তাঁর কবিতা পছন্দ করেন। তাঁর কবিতা ছাপা হয় শুধু 'মোহাম্মদী' আর 'সওগাতে' নয় 'দেশ' 'চতুরঙ্গ' 'অরণী' 'কবিতা' 'পরিচয়' ইত্যাদি প্রায় সবগুলি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায়।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ - কর্ম জীবন।

Dhaka University Institutional Repository

ফররুখ আহমদের কর্ম জীবন সম্পর্কে আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে 'জীবনপঞ্জী'তে সংক্ষেপে যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

" কর্ম: আই,জি প্রিজন অফিস (১৯৪৩); সিভিল সাপাই (১৯৪৪); 'মোহাম্মদী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত জলপাইগুড়িতে একটি ফার্মে; দেশ-বিভাগের অব্যবহিত পরে প্রথমে অনিয়মিত ও পরে নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে যোগদান করেন, স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশ বেতারে যোগদেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই চাকুরীতেই বহাল ছিলেন।"

ফররুখ আহমদের কর্ম-জীবন তেমন সুখে কাটেনি। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি প্রায়শই ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। কিন্তু কখনো কোন প্রতিকুল অবস্থার কাছে তিনি মাথা নত করেননি। কলকাতা-জীবনে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের চাকরি করেছেন। কিন্তু কোনটিই স্থায়ী হয়নি। ১৯৪৩ সনে আই,জি, প্রিজন অফিসে, ১৯৪৪ সনে সিভিল সাপ্লাইতে, ১৯৪৫ সনে মাসিক মোহাম্মদীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে এবং ১৯৪৬ সনে জলপাইগুড়িতে একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করেন। মোহাম্মদীর চাকরি ছেড়ে দেবার পর কবিকে বেশ কিছুকাল বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করতে হয়েছে। এমনকি কলকাতা ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হয়েছে গ্রামের বাড়িতে।

১৯৪৮ সনের শেষের দিকে ফররুখ আহমদ কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় এসে তিনি প্রথমে ঢাকা বেতারে অনিয়মিত এবং পরে ১৯৫২ সনের এপ্রিল থেকে নিয়মিত স্টাফ আর্টিস্ট বা নিজস্ব শিল্পী হিসেবে মৃত্যু কাজ করেন। ঢাকা বেতারে তিনি দীর্ঘকাল ছোটদের আসর 'কিশোর মজলিশ' পরিচালনা করেন। বেতারের প্রয়োজনে গান, কথিকা, নাটিকা, শিশুতোষ রচনা, গীতিনাট্য, গীতি-বিচিত্রা ইত্যাদি লিখেছেন। নিজের ও অন্যদের কবিতা আবৃত্তি করেছেন, পুঁথি পাঠ করেছেন, বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ প্রযোজনা ইত্যাদি নানা কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। বেতারে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন কবি শাহাদৎ হোসেন, কবি আজিজুর রহমান, কবি সৈয়দ আলী আহসান, কবি আবুল হোসেন, শামছুল হুদা চৌধুরী, কবি সিকান্দার আবু জাফর, কবি শামছুর রাহমান, কবি হেনায়েত হোসেন, গীতিকার ধীর আলী, উস্তাদ বেদার উদ্দিন আহমেদ, সুরকার আব্দুল আহাদ, গীতিকার নাজির আহমদ, কথাশিল্পী নাজমূল আলম, মোবারক হোসেন প্রমুখ।

সম্পাদক হিসেবে ফররুখ আহমদ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। সম্পাদক হিসেবে ফররুখ আহমদ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কেবল সম্পাদনা কর্মেই নয় প্রতিভাধর কবি-সাহিত্যিকদেরকে আন্তরিকভাবে উৎসাহ প্রদান এবং তাদেরকে সৃজনশীলতায় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর তৎপরতা ছিল ঐকান্তিক। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার। এ সম্পর্কে ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীর পূর্বোক্ত স্মৃতি কথায় উল্লেখ করেন: "সম্পাদক হিসেবে যদ্দুর শুনেছি, ফররুখ আহমদ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। নতুন শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম দরদ। তিনি নিজেই বার বার বলেছেন, যারা নতুন এসেছেন তাদেরকে প্রতিষ্ঠা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমার যদ্দুর মনে পড়ে কবি সিকান্দার আবু জাফর প্রভৃতি অনেককে তিনি তাড়া দিয়ে লেখা এবং জয়নুল, আবেদীন, সফীউদ্দিন ও কামরুল হাসানের কাছ থেকে ছবি আদায় করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মোহাম্মদীর সম্পাদকীয় বিভাগে তাঁর চাকুরী বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। মোহাম্মদীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক থাকাকালে তাঁর রচিত একটি কবিতা 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' কিছুটা রদবদল করে অন্যের নামে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে ছাপানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফররুখ আহমদ প্রতিবাদ স্বরূপ মাসিক মোহাম্মদীর চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ - পারিবারিক জীবন।

Dhaka University Institutional Repository

কবির নানা মোহাম্মদ হুরমাতুল্লাহর আগ্রহে ১৯৪২ সনের নভেম্বর মাসে আপন খালাতো বোন সৈয়দা তৈয়বা খাতুন লিলির সঙ্গে ফররুখ আহমদের শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হয়। তৈয়বা খাতুন লিলির পিতার নাম সৈয়দ নূরুল হুদা। নানা হুরমাতুল্লাহ নাতি ফররুখ আহমদ ও নাতনি লিলি উভয়কে গভীর স্নেহ করতেন। নাতি যেমন ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন, নাতনিও ছিলেন অনেকটা তেমনি। বিয়ের ব্যাপারে নিজে মনস্থির করে নানা হুরমাতুল্লাহ ফররুখ আহমদের ভাই সৈয়দ সিদ্দীক আহমদকে পত্র মারফত জানানঃ "তোমার ২৮শে তারিখের পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম। ফররোখ (নানা এভাবেই সম্বোধন করতেন) বর্তমানে কি করিতেছে। তাহারতো লেকচার Culture আছে। আর একবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়। একটা Degry (Degree) থাকা ভাল। সে একবার এখানে আসিলে খুব সন্তুষ্ট হইতাম। তাহার যাতায়াত খরচ আমি দিতে প্রস্তুত। লিখিলেই ইনশাল্লাহ পাঠাইয়া দিব। লিলিকে খুবই ভালবাসি। তাকে একটা সুপাত্রের কাছে দিয়া যাইতে পারিলে মনের শান্তি হইত। সে এমন সুন্দর লেখাপড়া শিখিয়াছে যে একটি মুর্খের সহিত বিবাহ হইলে সে জীবনে মড়া (মরা) হইয়া থাকিবে। তাহর জন্য একটু চেষ্টা কর। গাফিলী করিও না।"

কবির সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে তাঁর স্ত্রীর অনুভূতি কেমন ছিল তা তাঁর নিজের বক্তব্য থেকেই উপলব্ধি করা যায়। তিনি কবির ইন্তেকালের পর লিখেছেন - "আমাদের যখন বিয়ে হয়, তখন আমার বয়স মাত্র ষোল। আমরা গ্রামেই থাকতাম। সম্পর্কে কবি ছিলেন আমার খালাতো ভাই। সে কারণেই তাঁকে চিনতাম ছোটবেলা থেকেই। তিনি কবিতা লিখতেন, তাও জানতাম। আমাদের বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে আলোচনা হতো। অবশ্য বিয়ের আগে তাঁর কবিতা পড়বার সৌভাগ্য আমার আমার হয়নি। গ্রামে থাকতাম, তাই সাহিত্যের সঙ্গে খুব পরিচয়ও ছিলো না আমার...। তাঁর জীবনের সঙ্গে আমার জীবন বাঁধা পড়ে যাবে, এমন কথা শৈশবে কখনও ভেবেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু, আল্লাহর কি অসীম কৃপা, তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হলো! আমাদের বিয়ের ব্যাপারে আমার নানা মৌলভি মোহাম্মদ হুরমাতুল্লাহর উৎসাহই ছিল সবচেয়ে বেশী। কবি আমার চাইতে বছর আটেকের বড় হবেন। আমাদের যখন বিয়ে হয়, তখন তিনি লেখাপড়া শেষ করে ফেলেছেন, কিন্তু চাকুরী হয়নি তখনও। একজন বেকারের সংগে আমার বিয়েতে মুরব্বিরা কেউই কোন আপত্তি করেন নি। তাঁদের হয়তো বিশ্বাস ছিলো যে, অচিরেই ফররুখ চাকুরী পেয়ে যাবে। তাঁদের বিশ্বাস মিথ্যা হয়নি। তিনি অচিরেই কলকাতায় সিভিল সাপাই অফিসে একটা চাকুরী পেয়ে যান। চাকুরী পাবার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আমাকেও কলকাতায় নিয়ে যান।"

আপন খালাতো বোন এবং নানার পছন্দ করা মেয়ের সাথে বিয়েতে ফররুখ আহমদও যে বেশ খুশি ছিলেন তা বিয়ে উপলক্ষে লেখা তাঁর 'উপহার' শীর্ষক কবিতা থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। কবিতাটি 'সওগাত' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১৯৩৯ সংখ্যায় ছাপা হয়। এখানে সেটির প্রথম আট লাইন উদ্ধৃত হলোঃ

উপহার

আমরা দু'জনে ধরার ধুলায় বাঁধব বাসর-ঘর,
রবে চিরদিন এ স্বয়ম্বরে সত্যের স্বাক্ষর,
রবে চিরদিন বিবাহ-লগ্ন
রইব প্রেমের মধুতে মগ্ন
হাতে হাত রেখে চলব আমরা অন্তরে অন্তর;
আমরা দু'জনে ধরার ধুলায় বাঁধব বাসর-ঘর।
যেথা তুমি আছো যেথা আমি আছি, যেখানে এ পরিচয়
যেখানে রবে না কোনদিন আর কোন ভয়, সংশয়।

Dhaka University Institutional Repository

কবির স্ত্রীর ডাক নাম লিলি, তা আগেই উলিখিত হয়েছে। 'লিলি' নামে একটি কবিতা 'মৃত্তিকা' পত্রিকার বসন্ত ১৩৩৯ সংখ্যায় ছাপা হয়। এ কবিতায় নব-পরিণীতা স্ত্রীর প্রতি কবির গভীর অনুরাগের কথা অন্তরঙ্গ কবি-ভাষায় পরিব্যক্ত হয়েছে। 'লিলি' কবিতাটির প্রথম আট চরণ এখানে উদ্ধৃত হলোঃ

লিলি
পদ্মাবনে প্রভাত সমীরণে যে মেলেছে দল,
দেখেছে সে লীলাকমল রক্তিম উজ্জ্বল,
ভোর না হতে পথ চেয়ে যে পাপড়ি মেলে আছে
উদয়নের শুভ্র বিভা ফিরছে তাহার কাছে।
তোমার সৌভাগ্য লিলি! চিরদিন নবসূর্য সাথে-
পার হয়ে কাল মৃত্যু উদিত যে নবীন আশাতে
তাকায় তোমার পানে, তুমি ফিরে যাও তার মুখে,
সূর্যের কৌতুক লিলি, চিরদিন তোমারি কৌতুকে।

ফররুখ আহমদ তিন কন্যা ও আট পুত্র সন্তানের জনক ছিলেন। এরা হলো : সৈয়দা শামারুখ বানু (মরহুমা), সৈয়দা লালারুখ বানু, সৈয়দ আবদুল্লাহেল মাহমুদ (মরহুম), সৈয়দ আব্দুল্লাহেল মাসুদ (মরহুম), সৈয়দ মনজুরে এলাহী, সৈয়দা ইয়াসমিন বানু, সৈয়দ মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান (আহমদ আখতার), সৈয়দ মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান (বাচ্চু), সৈয়দ মুখলিসুর রহমান, সৈয়দ খলিলুর রহমান ও সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ।
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছর পর ১৯৪৮ সনে কবি কলকাতা ছেড়ে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় এসে প্রথমে ওঠেন কবি বেনজীর আহমদের আগামসিহ লেনের বাসায়। এরপর সপরিবারে থাকতে শুরু করেন কমলাপুরে। সেখানে একটানা বারো বছর ভাড়া করা টিনশেড বাসায় কবি সপরিবারে বসবাস করেন। তখনকার ঠিকানা ছিল: ১ নং হোসনে আলম ভিলা, পো: ওয়ারী, ঢাকা। তারপর শান্তিনগরে বছর খানেক এবং পাঁচ বছর ২২০, মালীবাগে বসবাস করেন। পরবর্তীতে ৭/৫ ইস্কাটন গার্ডেন কলোনীর সরকারী বাসভবনে আমৃত্যু বসবাস করেন। কবির সাংসারিক ও পারিবারিক জীবন কেমন ছিল সে সম্পর্কে কবীর সহধর্মীনী সৈয়দা তৈয়বা খাতুন লিখেছেন - "তাঁর রোজগার খুব বেশী ছিলো না, তাই আমাদের সংসারে প্রাচুর্য ছিলো না কখনই। কিন্তু সুখ ছিলো, অভাব-অনটনের মধ্যেও সংসারে প্রশান্তি ছিলো। ইচ্ছে করলে তিনি হয়তো আরও বেশী রোজগার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা চান নি। আভিজাত্যের মোহ তাঁর ছিলো না। তাঁর সংসারের জন্য সম্ভবত আমাদের সংসারের কারো মধ্যেই সেই মোহ দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। তাঁর মতো আমরাও অল্পতেই সন্তুষ্ট হতে পারতাম। সেই কারণেই আমাদের ঘরে সুখ ছিলো অন্তরের। হাতে টাকা এলে কবি কিছুটা বেহিসাবী হয়ে উঠতেন। বড় রুই, চিতল, বড় কৈ, গলদা চিংড়ি আর পনির, হালুয়া, খেজুর, ফজলী আম, আনারস ও কাবাব তাঁর পছন্দের খাবার ছিলো। সুযোগ পেলেই এসব কিনে আনতেন।"
কবি পত্নী লিখেছেন - "অন্যদিকে অনাড়ম্বর জীবন যাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। আগেই বলেছি আভিজাত্য বা বিলাসিতার প্রতি তাঁর সামান্য মোহও ছিলো না। আমাদের ঘরে আসবাবপত্র তেমন এখনও নেই, আগেও ছিলো না। সত্যিকথা বলতে কি, আমার মাঝেমাঝে সাধ জাগতো আসবাবপত্র করবার। কিন্তু তা প্রকাশ করা হতো না বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। সংসার চালাতেই আমাদের বেশ কষ্ট হতো। এ অবস্থায় আসবাবপত্রের কথা তুলবার অবকাশ কোথায়? অবশ্য ঘরে যথেষ্ট আসবাবপত্র ছিলো না বলে তিনি কখনো দুঃখবোধ করেছেন , এমন মনে হয়নি।"
কবির সহধর্মীনী আরও উলেখ করেন -" কবি হিসাব-নিকাশের কোন ধার না ধারলেও সংসার বিমুখ ছিলেন না। পিতা হিসেবে তিনি ছিলেন দায়িত্বশীল। ছেলেমেয়েদের প্রতি কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র অমনোযোগী ছিলেননা।

Dhaka University Institutional Repository

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন খুবই যত্নশীল। সংসারী তিনি যতটা ছিলেন তার চেয়ে বেশী ছিলেন ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে মনোযোগী। ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ভাল ফল করলে তিনি ভীষণ খুশি হতেন। আনন্দে তার চোখ জ্বলজ্বল করতো। আর তিনি আনন্দিত হতেন যখন একটি কবিতা লেখা শেষ করতেন। কবিতা ও কবিতার বই প্রকাশিত হলে তিনি আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠতেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ - শেষ বয়স ও মৃত্যু।

ফররুখ আহমদ কখনো কোন রাজনৈতিক প্রভাবে তাড়িত হননি। ব্যক্তি-স্বার্থে তিনি কোন কাজ করেছেন বলেও জানা যায় না। তবে ইসলামের প্রতি অবিচল আস্থা এবং ব্যক্তি জীবন থেকে সামাজিক আচার-আচরণ, সাহিত্য-চিন্তা ও সাংস্কৃতিক জীবনধারায় ইসলামী আদর্শের প্রতিফলনে তিনি ছিলেন অকপটভাবে আগ্রহী। ফলে অনেকেই তাঁকে ভুল বুঝেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এই ভুল বুঝাবুঝি আরও চরমে গিয়ে পৌছে। কবিকে এসময় 'ইসলামী তমদ্দুনের কবি', 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ - বিরোধী রাজাকার কবি' ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষিত করে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়। এমনকি জনৈক বিশিষ্ট সাহিত্যিক তাঁকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেন। মূলত এসব কারণেই তখন তাঁর জীবন-ধারণের একমাত্র অবলম্বন বেতারের চাকুরী থেকে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। পৃথিবীতে মাথা গুঁজবার এতটুকু স্থান পর্যন্ত যাঁর ছিল না-সেই প্রবীণ কবিকে সরকারী বাসা ছেড়ে দেবার জন্য বারবার নোটিশ আসতে থাকে। সরকারী নোটিশের প্রেক্ষিতে কবি অল্প ভাড়ার বাসা খুঁজতে শুরু করেছিলেন। সে সময়টা কবির জন্য ছিল চরম বিব্রতকর, ক্লান্তিপূর্ণ, অসহায় এবং বিষন্নতায় পূর্ণ। কবির অসংখ্য ভক্ত ও অনুরক্ত থাকা সত্ত্বেও কবিকে সমবেদনা জানাবার জন্য অথবা সত্য কথা বলার জন্য সাহস সঞ্চয় করে তেমন কেউই এগিয়ে আসেনি। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবি আহমদ ছফা। তিনি 'দৈনিক গণকণ্ঠ' পত্রিকায় 'কবি ফররুখ আহমদের কি অপরাধ' শীর্ষক নিবন্ধে জোরালোভাবে ফররুখ আহমদের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগসমূহ খন্ডন করেন। আহমদ ছফা তাঁর নিবন্ধে বেকার ও নিগৃহীত কবি-জীবনের যে মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন তার অংশ বিশেষ নিম্নরূপঃ "খবর পেয়েছি বিনা চিকিৎসায় কবি ফররুখ আহমদের মেয়ে মারা গেছে। এ প্রতিভাধর কবি যাঁর অবদানে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে পয়সার অভাবে তাঁর মেয়েকে ডাক্তার দেখাতে পারেননি। তার মৃত মেয়ের জামাই যিনি এখন কবির সঙ্গে থাকছেন বলে খবর পেয়েছি তারও চাকুরী নেই। মেয়ে তো মারাই গেছে। যারা বেঁচে আছেন তারা কিভাবে কোন অবর্ণনীয় দু:খ-দুর্দশার মধ্যে দিনগুলো অতিবাহিত করছেন সে খবর আমরা কেউ রাখিনি। হয়তো একদিন সংবাদ পাবো না খেতে পেয়ে বৃদ্ধ কবি মারা গেছেন অথবা আত্মহত্যা করেছেন।" (গণকণ্ঠ ১লা আষাঢ়, ১৩৮০)

এ সময়কার কবি-জীবনের দু:সহ অবস্থার বিবরণ দিয়ে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন লিখেছেন: 'বিগত ২২শে জুন (১৯৭৪) নজরুল জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে সওগাত সাহিত্য মজলিশের অনুষ্ঠানে বহু কবি সাহিত্যিকের সমাগম হয়েছিল কিন্তু অনুষ্ঠানে ফররুখ আহমদকে পাইনি। একজন প্রখ্যাত কবিকে জিজ্ঞাসা করলাম-' আচ্ছা ফররুখ আহমদ এলেন না কেন?' তিনি বললেন; ' কবি আজকাল ঘর ছেড়ে বড় বেশী বের হন না। তিনি নাকি ইসলামী তমদ্দুনের কবি তাই অপরাধী। জানিনা কবে পর্যন্ত তাঁর অপরাধের সমাপ্তি হবে এবং তিনি আমাদের সাথে আবার মিলিত হবেন।' অকস্মাৎ খবরের কাগজে ফররুখ আহমদের মৃত্যুর খবর বেরুল। অনাহারে-অর্দ্ধাহারে থেকে বিনা চিকিৎসায় শোচনীয় মৃত্যু। তিনি মৃত্যুবরণ করলেন নীরবে কিন্তু আদর্শচ্যুত হয়ে অন্যায়-অসত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন না। নিজের ও পরিবারের লোকদের জীবন রক্ষার তাগিদেও না।' [কবি ফররুখ আহমদ। সওগাতঃ আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৮১]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে সামাজিক নিগ্রহের শিকার হয়ে এ যুগের একজন বলিষ্ঠ ও শক্তিমান কবি অকালে আমাদের নিকট থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। স্বপ্ন-বিমুগ্ধ চিত্তে যে কবি একদিন শব্দময় পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে নতুন আশা ও আশ্বাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন; হেরার স্নিগ্ধতম জ্যোতির্ময় আলোজধারায় পুরাতন পৃথিবীর পাপ, গ্লানি, দারিদ্র্য, অনাচার, ক্লেদ, আবিলতা মুছে ফেলে নতুন মহত্তর মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাঁর মন ছিল নিয়ত ব্যগ্র-ব্যাকুল সেই রোমান্টিক, স্বাপ্নিক কবি জীবনধারণের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট ও নিষ্করুণ দুর্গতির মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলেন।

এমনই হাজারও বঞ্চনার স্বীকার হয়ে কবির শরীর ও মন ভেঙ্গেযায় এবং দীর্ঘ অসুস্থতার পর অনেকটা বিনা চিকিৎসায় ১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর ইস্কাটন গার্ডেনের সরকারী বাসভবনে ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু কবি ফররুখ আহমদেও মৃত্যু নেই। বাংলা সাহিত্যেও বিরল প্রতিভাবান মৌলিক কবি হিসেবে তিনি চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন। যে মূল্যবোধ তিনি জীবনে লালন করেছেন তা রক্ষার জন্য তিনি আমরণ সংগ্রাম করেছেন। স্বীয় আদর্শ ও বোধ-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আজীবন আপোষহীন। শত বাধা, দারিদ্র্য এমনকি মৃত্যু ভয়ও কখনও তাঁকে নতজানু করতে পারেনি। অকোতভয় সিন্দবাদ নাবিকের মত সব বাঁধার উত্তুঙ্গ পাহাড়কে উপেক্ষা করে তিনি সর্বদা সাহসী যোদ্ধার ন্যায় শির উঁচু করে রেখেছেন। এই পৌরুষদীপ্ত ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান ফররুখ আহমদের নশ্বর দেহ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে সত্যি কিন্তু তাঁর প্রদীপ্ত সত্তা তাঁর সমগ্র কাব্য-পরিমন্ডলে উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়িয়ে রেখেছে। ফররুখ আহমদের কাব্যালোচনায় তাই ব্যক্তি ফররুখ আহমদকে অতি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ কাব্য রচনা ।

প্রথম পরিচ্ছেদ - প্রাথমিক পর্যায়ে রচিত কবিতা ।

ফররুখ আহমদের কাব্য-সাধনার পটভূমি নির্ণয়ে বিশেষভাবে দু'টি দিকের উল্লেখ করা চলে । একটি সাহিত্যিক ও অন্যটি সামাজিক-রাজনৈতিক । এ দু'টি দিক দু'টি স্বতন্ত্র পরিমণ্ডলের ইঙ্গিত দান করলেও মূলত দু'টির মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ।

প্রথমত, সাহিত্য-সৃষ্টির একটি ধারাবাহিকতা থাকে । সব কবি-সাহিত্যিকই তাঁদের পূর্বসূরিদের দ্বারা কম-বেশী প্রভাবিত হয়ে থাকেন । অবশ্য প্রকৃত মৌলিক ও সৃষ্টিশীল প্রতিভা সর্বদা তাঁদের পূর্বসূরিদের প্রভাব অতিক্রম করে নিজস্ব স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে থাকেন । স্বভাবতই এ ধরনের মৌলিক ও সৃষ্টিশীল প্রতিভার সংখ্যা সব দেশে, সব কালেই অতিশয় বিরল ।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতিও সর্বদাই সাহিত্যেও ধারা বা সৃষ্টি-প্রবাহকে কম-বেশী প্রভাবিত করে থাকে । বিশেষত সচেতন, জীবনধর্মী কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী কখনো সমকালীন জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেন না । তবে প্রকৃত মৌলিক প্রতিভা সমকাল-নির্ভর হয়েও সমকালের উর্ধ্বে উঠে তাঁরা চিরকালীন আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হন । এখানেই তাঁদের যথার্থ কৃতিত্ব ও মৌলিকত্ব এবং এজন্যই তাঁরা চির অমরত্ব লাভ করে থাকেন ।

সাহিত্যিক পটভূমি সম্পর্কে বলা যায়, ফররুখ আহমদ যখন সাহিত্য-চর্চা শুরু করেন, তার প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে বাংলা সাহিত্য আধুনিকতার সকল স্বভাব-বৈশিষ্ট্য নিয়ে পূর্ণমাত্রায় ধরা দিতে থাকে । এ যাত্রার প্রথম সার্থক উদ্গাতা হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত । বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম সার্থক মহাকাব্য ও সনেটের রচয়িতা । বাংলা কাব্যের প্রচলিত ছন্দ-রীতি ভঙ্গ করে তিনিই প্রথম ইংরেজি ব্লাংক ভার্সের অনুকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন । গ্রিক ট্র্যাজেডির অনুকরণে তিনি বাংলায় সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক ও ব্যঙ্গ নাটকও রচনা করেন । মধুসূদনের ধ্রুপদ বৈশিষ্ট্য ফররুখ আহমদকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে । মূলত এ বৈশিষ্ট্য মধুসূদনের পরবর্তী অনেক কবিকেই প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে, কিন্তু তাঁরা কেউই কাব্য ক্ষেত্রে অতটা সফলতা অর্জন করতে পারেননি । ফররুখের স্বভাব ও প্রতিভার সাথে মধুসূদনের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের অনেকটা মিল থাকায় ফররুখ তাঁর নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গিতে মধুসূদনের ধ্রুপদ বৈশিষ্ট্যকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন ।

ফররুখ আহমদ কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন, মূলতঃ স্কুল জীবন থেকেই । তাঁর লেখনীতে যেমন ছিল ধার, তেমনি তিনি কাল সচেতন কবি হিসেবে সকলের সমাদর লাভ করেছিলেন । তাঁর কবি জীবনের সূচনালগ্নের স্মৃতিচারণে তাঁরই স্কুল শিক্ষক সাহিত্যিক আবুল হাশেম লিখেন- ' ১৯৩৬ সালে বদলি হলাম খুলনা জেলা স্কুলে । সেখানে অজানা মুখের মধ্যে দেখতে পেলাম একমাত্র চেনা মুখ বন্ধু আবুল ফজলের । ইতিপূর্বেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল । খুলনা জেলা স্কুলের ম্যাগাজিনখানার ভার তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল । আমি সে স্কুলে যোগ দিতেই সে ভারটা তিনি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এম.এ. পরীক্ষা দেবার জন্য তোড়জোড় শুরু করলেন ।

ভারটা নিয়ে দেখি কাজটা তত সোজা নয় । একে তো পাঠ্য ছাড়া আর কিছু খোকাদের কলমের মুখে আসতেই চায় না, তার উপর আবার টোকাই বাছার বিপদ । ভারি ঝামেলায় পড়েছিলাম । এর মধ্যে একটা ছেলে এসে একটা লেখা হাতে দিল । ছেলেটাকে দেখতাম ক্লাসের অন্য ছেলেরা যখন মাস্টার সাহেবদের জব্দ করবার জন্য ফন্দি আঁটতে থাকতো, তখন সে বসে থাকতো নির্বাক মুখে, বই মেলে, তার ডাগর চোখ দুটি ঢেকে । লেখাটা পড়ে দেখলাম । চমৎকার লাগল । একটু ঘষামাজা করে সেটা প্রেসে পাঠিয়ে দিলাম ।

Dhaka University Institutional Repository

এই ছেলেটিই হল ফররুখ আহমদ। সে সেই বছরেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে খুলনা ছেড়ে চলে গেল। এর বন্ধুরা বলতো, কলকাতার বড় পরিবেশে গিয়ে সে নাকি কবিতায় তীর ছুঁড়বার স্থান পেয়েছিল।' [আমার ছাত্র ফররুখ, ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি]

কবি ফররুখ আহমদের প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতা লেখার বিষয়ে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবির বোনের ছেলে সুলতান আহমদের লেখা থেকে। তিনি লিখেছেন- '১৯৩৮ বা ৩৯ সালের কথা। কলকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে বড়মামা একটা বাড়ি তৈরী করেছিলেন। সেখানেই মেজমামাকে দেখলাম। মেজমামা অনেক বড় হয়েছেন। রাজপুত্রের মত চেহারা। পরনে শান্তিপুরী ধুতি, গায়ে লক্ষ্ণৌই আদ্ধির পাঞ্জাবী, চুল ব্যাকব্রাস করা, পায়ে স্যান্ডেল। মেজমামা তখন ইংরেজীতে অনার্স পড়েন।

আমরা আগেই জেনেছিলাম মেজমামা কবিতা লেখেন। কিন্তু মেজমামার কবিতা আমরা কখনই পড়িনি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "মামা আপনি কবিতা লেখেন, আমাদের বইয়ে ছাপা হয় না কেন?" মেজমামা হেসেছিলেন, "ছাপা হয় বৈ কি।" মেজমামা মাসিক "মোহাম্মদী"র একটা সংখ্যা আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, "এই কবিতাটা পড়।" তাঁর লেখা কবিতাটা আমি পড়তে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কোন কবিতা এখন কিছুই মনে নেই।

১৯৪২ সালে আব্বা কলকাতায় বদলী হয়ে গেলেন। আমরা মামাবাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। যখন মেজমামানী বাপের বাড়ী যেতেন তখন আমি মেজমামার ঘরেই থাকতাম। এই সুযোগে মেজমামাকে কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। মাঝে মাঝে তিনি গভীর রাতে আমাকে ডেকে তুলতেন, বলতেন, "কত ঘুমাবি, সকাল হয়ে এল।" একদিন মেজমামা আবৃত্তি করলেন,

কৃষ্ণা দ্বাদশীর পাণ্ডুর ক্ষীয়মাণ চাঁদ,
আরক্ত উষার প্রান্তে এল শেষ হয়ে,
দিগন্তে স্বর্ণাভা ঃ দূরে আলোর ইংগিত
থামাও মৃত্যুর সুর.....।

আমি ঘুমজড়িত চোখে মেজমামার কবিতা শুনলাম। কষ্ট হলেও ভারী উৎসাহ বোধ করতাম। তিনি তখন মাসিক "মোহাম্মদী"র সাথে জড়িত ছিলেন, কলকাতা বেতারে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতেন, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। কয়েক বছর পিছিয়ে যাব। শান্তিপুরী ধুতি আর লক্ষ্ণৌই আদ্ধির পাঞ্জাবী পরা, চুল ব্যাকব্রাস করা মেজমামা বামপন্থী প্রগতিবাদী গ্রুপের সাথে জড়িত ছিলেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সহপাঠী ছিলেন। জ্যোতিবসু প্রমুখের সাথে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা।'[মেজমামা, ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি]

কবি ফররুখ আহমদ কাব্য রচনার প্রাথমিক পর্যায়ে মূলতঃ মানবতাবাদী বিপ্লবী এম.এন. রায়ের কমিউনিস্ট ধ্যান-ধারণায় পরিচালিত হচ্ছিলেন। এ প্রসঙ্গে কবির স্নেহধন্য ও বিশিষ্ট শিল্পী পটুয়া কামরুল হাসান লিখেছেন-" কিন্তু এক সময় ফররুখ ভাই ছিলেন মার্কসপন্থী। অনেকে বিশ্বাস করেন না। সে বোধ হয় ১৯৩৫ সালের কথা। তখন স্বদেশী আন্দোলনের রেশ। আমরা কেবল এটা-ওটা শুনি আর থ্রিল অনুভব করি। এমনি একদিন মুশীর (কবি ফররুখ আহমদের ছোট ভাই এবং কামরুল হাসানের সহপাঠী ও বন্ধু) সন্ধ্যাবেলা আমাদের বেনে পুকুরের বাড়ীতে এসে, যেন সাংঘাতিক একটা ঘটনা এমনি ভাব নিয়ে, অতি গোপনে আমাকে ডেকে বলল-'জানিস ফররুখ ভাই কম্যুনিস্ট হয়ে গেছে।' কোন মতেই আমাদের উপলব্ধি করার বয়স সেটা নয়, তবে ব্যাপার বেশ ঘোরতর সেটা বুঝলাম। পুলিশের বাড়ীর ছেলে বলছে। নিশ্চয়ই কিছু শুনে বা কোন ঘটনা দেখে এসেই মুশীর আমাকে বলছিল। সেই ফররুখ ভাই অন্য মানুষ হয়ে গেলেন।"[ফররুখ ভাইঃ ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি]

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কবি ফররুখ আহমদ একটি বিশেষ সময়ের পরিক্রমায় বেড়ে উঠেছেন, তথা কাব্য রচনা করেছেন। তিনি দেখেছেন ১৩৫০ সালের মন্বন্তর; যাতে শতশত মানুষের করুণ মৃত্যু ঘটেছে। আর এই মৃত্যু কবিকে আর্তমানবতার অতি নিকটবর্তী করেছে। কবির কাব্য রচনার পরিণত সময়েই উপমহাদেশের আকাশে স্বাধীনতার দামামা বজ্র নিনাদে বেজে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রের। এসব ফররুখ আহমদের কাব্য রচনার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে নতুন নতুন আঙ্গিক ও চেতনার। সর্বোপরি ফররুখ আহমদ একজন প্রতিভাধর কবি, হিসেবে সময়ের প্রয়োজনে কাব্য রচনা করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - ইসলামী পরিভাষায় কবিতা রচনা শুরু।

কবি ফররুখ আহমদ প্রাথমিক জীবনে বামপন্থী ঘরানার ছিলেন, সঙ্গত কারণেই তাঁর কবিতার ভাব ও ভাষা সমাজতান্ত্রিক মতবাদের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী সময়ে কবি ইসলামী আদর্শের দীক্ষা লাভ করে আমৃত্যু সে আদর্শের আলোকে কাব্য রচনা করেগেছেন। আদ্ধির ফিনফিনে পাঞ্জাবী, আর ধুতি ছেড়ে দিয়ে ইসলামী পোশাক পরিধান করা শুরু করলেন।

ফররুখ আহমদের আদর্শগত পরিবর্তন প্রসঙ্গে কবি, অনুবাদক, প্রবন্ধকার ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং কবির মামাতো ভাই জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী লিখেছেন-" পঁয়তাল্লিশের মাঝামাঝি। কলকাতায় পড়তে এসেছি। ফররুখ ভাই এ সময়ে মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের সঙ্গে এক মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'- এর সেই সুবিদিত কাহিনী এখানে না বললেও চলবে। কলকাতায় ফররুখ ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার কোন ইচ্ছা থাকলেও তা পূরণ হল না, মূলত তাঁর দুস্প্রাপ্যতার কারণেই। তাছাড়া আমার – ওই কলেজ বয়সে কলকাতায় এত কিছু গ্রহণের ও অর্জনের ছিল যে, আমিও এই আশাভঙ্গ অনুভব করি নি। অনুভব করি নি, তার আর একটা কারণ ছিল। এ সময়ে ফররুখ ভাই দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছিলেন। তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তাই তখন ভেঙেচুরে এক নতুন রূপ নিতে চলেছে। এক কথায় তখন তাঁর 'কনভার্শন'-এর শেষ পর্যায়। 'কনভার্শন' একটা আত্মিক প্রক্রিয়া, এর কোন বাংলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই। আমি এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে শুনেছি ও পড়েছি; তবে অভিজ্ঞতা হিসেবে এটা এতোই দূরবর্তী যে, এ বিষয়ে আমি কথা বলতে সংকোচ বোধ করি। যিনি ফররুখ ভাইয়ের এই 'কনভার্শনের' মূখ্য পুরুষ, সেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটি মওলানা আব্দুল খালেক– ঘটনাচক্রে – আমাদের টেইলর হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। তাঁর পরিচয় হিসেবে এটা একবারেই তুচ্ছ। তিনি অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তখন কোন একটা গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। এবং তাঁকে ভাষার পরিমার্জনায় সাহায্য করছিলেন ফররুখ ভাই। এ উপলক্ষে তাঁকে মাঝে মধ্যে টেইলর হোস্টেলে আসতে দেখেছি, এবং সব সময় তাঁর মধ্যে একটা অস্থিরতা লক্ষ্য করেছি। কলকাতায় দু'বছর আমি কাছে থেকেও ফররুখ ভাই থেকে বেশ দূরেই ছিলাম।" [ফররুখ ভাইয়ের কথা, ফররুখ আহমদ: ব্যক্তি ও কবি]

কবি ফররুখ আহমদের কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব অনিবার্য ছিল কারণ, ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম ঐতিহ্য বিষয়ক কবিতায় নজরুলও ইসলামী পরিভাষা তথা পুঁথিসাহিত্যের উত্তরাধিকারকে আশ্রয় করেছিলেন; উপজীব্য বিষয় সংগ্রহ এবং প্রকাশ ও প্রকরণের অনুসরণ– এই উভয় ক্ষেত্রেই একথা সত্য। রেঁনেসাঁ-আন্দোলনের সময় ফররুখ আহমদ এবং অন্যান্য সহযাত্রী মুসলিম কবিরা কাব্যক্ষেত্রে পুঁথিসাহিত্যের উত্তরাধিকারের দিকেই ফিরে তাকিয়েছিলেন। সে কারণে এক্ষেত্রে নজরুলের প্রভাব হয়ে পড়েছিল অনিবার্য। কবিতায় রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের আগ্রহ এবং সচেতনতা অনেকটা ইকবালের অনুসরণেই দেখা দিয়েছিল। সৈয়দ আলী আহসানের ভাষায়ঃ

"ইকবাল মুসলমানের নিশ্চেষ্টতা ও হতোদ্যমের যথাযথ চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং পতন ও সর্বনাশের জন্যে তাঁর ক্ষোভ নিদারুণ। 'জওয়াব-ই-শেকোয়া'য় যে পথনির্দেশ আছে, তাতে ইসলামের চিরশক্তিমত্তায় বিশ্বাসী ইকবালের নিবিড় উপলব্ধির পরিচয় মেলে। তিনি প্রত্যেক মুসলমানকে অবলম্বন করতে বলেছেন, ইসলামের প্রবহমান সত্য এবং কোরানের অমোঘ সঞ্জীবনী বাণীকে। .....অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের অর্থ ইকবালের কাছে স্তিমিত-প্রাণ ব্যক্তির আত্মসমর্পণ নয়, ইসলামের অর্থ শক্তিমত্তা, ন্যায়ানুসরণ ও সাধনা একই সঙ্গে।

Dhaka University Institutional Repository

ইকবালের এই বলিষ্ঠ আবেগ তরুণ মুসলমানের মনকে নাড়া দিয়েছিল প্রচণ্ডভাবে। সাহিত্যক্ষেত্রে এ আলোড়নের সংবাদ পাই ১৯৪১-৪৩ সাল থেকে। ... কাব্যক্ষেত্রে নেমে এলাম ফররুখ আহমদ ও আমি। ইকবালের আদর্শের অনুবর্তী হতে চেষ্টা করেন ফররুখ আহমদ। তাঁর কাছে পরম মূল্যবান হলো উন্মেষ যুগের ইসলাম। আজ হয়ত বিপর্যয় এবং পরিবেশের সঙ্গে অসদ্ভাব আছে, কিন্তু বিশ্বাস ও উপলব্ধির পথে প্রথম যাত্রায় উৎসাহ ছিল অদম্য এবং স্বস্তিও ছিল প্রগাঢ়। তাই হেরার রাজতোরণই তাঁর লক্ষ্য, যে লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হলে বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যবোধ, ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা এবং সর্বোপরি খেলাফতের প্রয়োজন।" [সৈয়দ আলী আহসান,' ইকবালের কবিতা'র ভূমিকা]

কবি ফররুখ আহমদ অধ্যাপক আব্দুল খালেক সাহেবের দীক্ষা লাভের পর থেকেই ইসলামী পরিভাষায় কাব্য রচনা শুরু করেন। ইসলামের আদর্শের আলোকে এবং ইসলামী পরিভাষাকে ভিত্তি করে তিনি রচনা করলেন - সিরাজাম মুনীরা, নৌফেল ও হাতেম, হাতেম তা'য়ী, নয়া জামাত ইত্যাদি কাব্য গ্রন্থ। এসব কাব্যে ইসলামী পরিভাষার অপরূপ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কবি ফররুখ আহমদ জড় ও মৃত সভ্যতার ধ্বংসস্তুপের ওপর যে পৃথিবী গড়ে তুলতে চেয়েছেন তা নতুন কোন পৃথিবী নয়, নতুন কোন সভ্যতা নয়। এ পৃথিবীতে তিনি গৌরবময় এক প্রাচীন সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কামনা করেন, সে কারণেই হেরার রাজ-তোরণের উদ্দেশ্যে সাত সাগরের কিশতী ভাসাতে হয়। হেরার গুহা থেকেই তো সেই সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল:

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানি না তা'।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
হে মাঝি! এবার তুমিও পেয়ো না ভয়,
তুমিও কুড়াও হেরার পথিক তারকার বিস্ময়,
ঝরুক এ ঝড়ে নারঙ্গী পাতা, তবু পাতা অগণন
ভিড় করে – যেথা জাগছে আকাশে হেরার রাজ-তোরণ।

[সাত সাগরের মাঝি]

'সিরাজাম মুনীরা'য় ফররুখ আহমদের অভিজ্ঞতা ইসলামের উন্মেষ যুগের গৌরবময় ইতিহাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। 'সিরাজাম মুনীরা'র জ্যোতির্লেখা মুক্ত ঝরোকায় তৌহিদী মশাল বহন করে যে যাত্রীদল চলে গেছেন, তাদের পথেই কবির বিচরণ। ইসলামের গৌরবময় যুগ সিরাজাম মুনীরা মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) আর ইসলামের চার খলিফা আবুবকর, উসমান, উমর, আলী হায়দারের জন্যে স্মরণীয়। কবি তাদের গৌরবকে ছন্দোবদ্ধ করেছেন। সিরাজাম মুনীরা মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) কবির দৃষ্টিতেঃ

পূর্বাচলের দিগন্ত নীলে সে জাগে শাহানশাহের মত
তার স্বাক্ষর বাতাসের আগে ওড়ে নীলাভ্রে অনবরত।
ঘুম ভাঙলো কি, হে আলোর পাখী? মহানীলিমায় ভ্রাম্যমাণ
রাত্রি-রুদ্ধ কণ্ঠ হ'তে কি ঝ'রবে এবার দিনের গান?

[সিরাজাম মুনীরা মুহাম্মদ মুস্তফা]

ফররুখ আহমদের দৃষ্টিতে খলীফা 'হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)':
কেঁপে ওঠে যেথা উমরের মত বিশাল হৃদয় অগ্নিগিরি,
বিরাট সত্তা দাঁড়াও সেখানে অটল সত্যে আকাশ চিরি।

Dhaka University Institutional Repository

আর 'হযরত উমর ফারুক(রাঃ)' – ফররুখ আহমদের চোখে:

দেখি সে চলেছে ..... মরু মুসাফির..... কোথায় কে জানে
পিঠে বোঝা নিয়ে মৃত বিয়াবান ছাড়ায়ে কী টানে!
চ'লেছে নিয়ে সে মানবতা – যেথা মরু নিষ্প্রাণ,

কবির দৃষ্টিতে 'হযরত ওসমান গণি (রাঃ):

নবীজীর হাতে তার হাত রেখে পেল যে নির্ভয়;
যার ছায়াতলে বসি পথিক খুঁজিয়া পেল
জীবনের প্রশান্ত আশ্রয়;

'হযরত আলী (রাঃ)' স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী শৌর্যের প্রতীক, তাই কবির দৃষ্টিতে:

মরু-আফতাব উড়ে চলে তার ঘোড়ার খুরে,
তলওয়ার খাপে সূর্যের থা'ব প'ড়ছে ঝুরে,
চমকালো ঐ দিগন্তে ও কি বজ্র-নার,
অথবা আলীর শাণিত দু'ধারী জুলফিকার।

ফররুখ আহমদের কবিতায় ইসলাম একটি প্রধান উপাদান; কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিক সাহিত্য রচনা করেন নি, ফররুখ আহমদ মরমী কবি ছিলেন না। ইসলামী চেতনা তিনি ব্যবহার করেছেন ব্যক্তির চিত্তমুক্তি বা মোক্ষলাভের জন্যে নয়, বরং ইসলামী আদর্শে সমষ্টির রাজনৈতিক জীবন পুনর্গঠনের জন্যে। সেটা হলেই কবির কাম্য আদর্শ-মানুষ বা মুমিন সৃষ্টি হবে। যে মানুষ তৌহিদের আদর্শে গঠিত সে পরিপূর্ণ মানবতার প্রতীক। সে মুমিনদের নিয়েই হেরার আলোকে আলোকিত হয়ে আদর্শ মানবসমাজ গঠিত হবে। ফররুখ আহমদের সমস্ত সৃষ্টিকর্ম, বিশেষ করে ইসলামের দীক্ষা লাভের পর সৃষ্ট সবই ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই নিয়োজিত ও নিবেদিত।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ - অনুপ্রেরণাদায়ক কবিতা রচনা।

কবি ফররুখ আহমদ কবি জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই নানা রকম অনুপ্রেরণাদায়ক কবিতা রচনা করেছেন। যেমন ১৩৫৪ সালে মন্বন্তরের অব্যবহিত পরই তিনি লিখলেন-

ওঠো, –দুনিয়ার গরীব ভুখারে জাগিয়ে দাও,
ধনিকের দ্বারে ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও।
তিনি লিখলেন হেরার রাজ-তোরণ থেকে উৎসারিত যে জীবনচেতনা, জীবনপথ– সে পথে চলতে নানা বাধা। অনেক মরু-সাগর, পাহাড়-পর্বত পাড়ি দিয়ে সেই সত্যিকারের শান্তির পথে শান্তির পথে উত্তরণ করা সম্ভব। তাঁর ভাষায়:

হে মাঝি! এবার তুমিও পেও না ভয়,
তুমিও কুড়াও হেরার পথিক-তারকার বিস্ময়,
ঝরুক এ ঝড়ে নারকী পাতা, তবু পাতা অগণন
ভিড় করে – যেথা জাগছে আকাশে হেরার রাজ তোরণ।
সে পথে যদিও পার হতে হবে মরু,
সে পথে যদিও দরিয়ার নোনা পানি
তবুও সে পথে আছে মঞ্জিল, জানি আছে ছায়াতরু
পথে আছে মিঠা পানি।
[সাত সাগরের মাঝি]

আরব্য উপন্যাসের দুঃসাহসিক চরিত্র নাবিক সিন্দবাদকে কবি তারুণ্যের প্রতীক হিসাবে দাঁড় করিয়ে আমাদের তরুণ সমাজকে আহ্বান জানালেন:
কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;
নতুন পানিতে সফর এবার হে মাঝি সিন্দাবাদ।
[সিন্দাবাদ]
তিনি আরো লিখলেন:
ভেঙ্গে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঁঠেছে চাঁদ,
দরিয়ার বুকে নামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ,
ছিঁড়ে ফেলো আজ আয়েশী রাতের মখমল-অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দাবাদ!
[সিন্দাবাদ]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'উমর- দারাজ দিল' কবিতায় তিনি আরও লিখেছেন:

আজকে উমর-পন্থী পথীর দিকে দিকে প্রয়োজন
পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ি দেবে যারা প্রান্তর প্রাণ-পণ,
উষর রাতের অনাবাদী মাঠে ফলাবে ফসল যারা,
দিক-দিগন্তে তাদেরে খুঁজিয়া ফিরিছে সর্বহারা।
যাদের হাতের দোররা অশনি পড়ে জালিমের ঘাড়ে
যাদের লাথির ধমক পৌঁছে অত্যাচারীর হাড়ে,
সে ভয়ঙ্কর, সেই মধ্যদিনের রবি,
এই মজলুম দুনিয়ার খা'ব – নিত্যদিনের ছবি।

[উমর-দারাজ দিল]

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ উচ্চারণ কবি ফররুখ আহমদের 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যের নিম্নোল্লিখিত পংক্তিগুলো:

একবার ভেবো না তুমি, অত্যাচারী জালিমের ভয়ে
থেমে যাবে মানুষের মনুষ্যত্ব। জুলুম শাহীর
ত্রাসে হয় নি শেষ কোনোদিন ধর্ম, নীতি; শুধু
মিশে গেছে জালিমের নাম ও নিশানা।

[নৌফেল ও হাতেম]

'আজাদ করো পাকিস্তান' কাব্যের প্রথম কবিতার নাম 'ফৌজের গান'। প্রথম কবিতা হিসেবে গ্রন্থের শুরুতে এ কবিতাটি সন্নিবেশিত হওয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ গানটি লেখা হয়েছে পাকিস্তান আন্দোলনের গতিধারাকে বেগবান করার উদ্দেশ্যে। তখন সমগ্র বাঙালি মুসলমান যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেটাকে গতি দান করার জন্যই এ গানটি রচিত হয়। গানের ভাষা, ছন্দ, তাল-লয় ও প্রবাহমানতা একটি অভিযাত্রী দলকে তার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্দীপনা, আশা ও উৎসাহ সৃষ্টিতে সহায়ক। গানটি মুসলিম জাতির নবজাগরণের ভাব-চেতনা ও উদ্দীপনাকে সংহত রূপ দান করেছে। গানটি নিচে উদ্ধৃত হলো:

"সাম্‌নে চল্ : সাম্‌নে চল্
তৌহিদেরি শাস্ত্রীদল
সাম্‌নে চল্ : সাম্‌নে চল্
আসুক ভর, আসুক ভয়
আসুক হিম দুঃসময়-
আসুক দুখ্ পাষাণ বুক
মৃত্যুব্যাথা : ঝড়বাদল
সাম্‌নে চল্ : সাম্‌নে চল্
লক্ষ ভয় করবো জয়
তুলবো ঝড় বিশ্বময়
গ'ড়বো বাঁধ অমঙ্গল
সাম্‌নে চল্ : সাম্‌নে চল্
শুনবো-না আর ছিন টান

Dhaka University Institutional Repository

মান্‌বো-না আর বান তুফান
ডাকছে খুন রক্তারুণ
পাকিস্তানের পথ উজল
সাম্‌নে চল্ : সাম্‌নে চল্ ।"

গানটি যদিও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত, তবু এতে সাধারণভাবে ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম নবজাগরণের কথা উচ্চারিত হয়েছে। মূলত এ দুটি বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতেই পাকিস্তান আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

কবি তাঁর অপেক্ষাকৃত অনুল্লিখিত ও গদ্যছন্দে লিখিত 'ব্যক্তিগত' শীর্ষক কবিতায় লিখলেন:

পার্ক সার্কাসের সাথে মেলাতে বাধ না
হাভিয়ার কোনো পল্লী,
পুঁজিবাদী পুঁজ
যেহেতু জমানো দেখি উক্ত ডাস্টবিনে
(যদিও সজ্জিত আহা বিচিত্র ভূষায়)!
দুর্মর তাকিদ আসে
পার্শ্ববর্তী বস্তি থেকে তবু;
'ইতরে'র মধ্যে আমি
খুঁজে ফিরি সত্তা মানুষের
ক্ষুধিত প্রাণীর শ্বাসে
মেশায়ে নিজের দীর্ঘশ্বাস
আদর্শের পন্থা কতো দূরোহ বুঝি প্রতি পা'য় ।
দিনরাত্রি চেয়ে দেখি বিপক্ষে আমার
অগণন ফেরাউন-কারুণের ব্যূহ
দেখি চেয়ে সড়কের
প্রতি প্রান্তে অসহায় বনি-ইস্রাইল,
তেমনি সন্ধান করে মূসা-কালীমের,
সারা পথ কেঁপে উঠে বন্দী বেদনায়.....
মজলুমের লোহুধারে ভেসে যায়.....

[ব্যক্তিগত; সওগাত, আষাঢ়, ১৩৫০]

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ - অনুবাদ ধর্মী কবিতা।

কবি ফররুখ আহমদ অনেক অনুবাদ ধর্মী কবিতা রচনা করেছেন; কিন্তু তাঁর এসব কবিতার মধ্যে যেগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর অস্তিত্ব আছে। আর যেগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে কিছু কিছু অনুবাদ ধর্মী কবিতার পান্ডুলিপি অপ্রকাশিত আছে; যা কবিপুত্র আহমদ আখতারের তত্ত্বাবধানে আছে। তাঁর অনুবাদ মূলক কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ইকবালের নির্বাচিত কবিতা, কাব্যে আমপারা ও কোরআন মঞ্জুষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ইকবালের নির্বাচিত কবিতা' ছাড়া ফররুখ আহমদের আর কোন অনুবাদ কাব্য প্রকাশিত হয়নি। তবে বিচ্ছিন্নভাবে পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'কাব্যে আমপারা'য় পবিত্র কুরআন শরীফের ২৯টি সূরার অনুবাদকৃত কবিতা স্থান পেয়েছে। কাব্যে আমপারা'র অনুবাদ কবিতা সমূহ তৎকালীন মোহাম্মদী ও সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'কোরআন মঞ্জুষা' কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়নি।

এ প্রসঙ্গে কবি, সাংবাদিক ও সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ উল্লেখ করেন-"ফররুখ আহমদের কাছে শুনেছি, তিনি ইসলামের মানবিক মূল্যবোধের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলেন আল-কুরআন-এর মওলানা মুহাম্মদ আলী কৃত ইংরাজী তর্জমা পড়ে। তিনি কুরআন-এর মহান চিরন্তনী বাণী ও অনুপম কাব্যসৌন্দর্য্যে এমন মুগ্ধ হন যে, ঐ ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে বাংলায় কুরআন-এর কিছু কিছু আয়াতের তর্জমা করেন। তাঁর এই কাব্যানুবাদ সে সময় 'সওগাত' ও 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শুনেছি, মৃত্যুর পূর্বে তিনি পবিত্র কুরআনের তর্জমায় ব্যাপৃত ছিলেন। একালে মাসিক 'মদীনা' পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু কিছু তর্জমা পড়ে আমার মনে হয়েছে, মূলানুসারিতার দিকে অধিক দৃষ্টি দিতে গিয়ে তিনি কাব্যগুণকে গৌণ করে দেখেছেন। অথচ কাব্যানুবাদে দক্ষতা যে তাঁর কতখানি তা তাঁর অনুদিত ইকবালের কবিতা এবং বিভাগ পূর্বকালে আল কুরআন এর কিছু কিছু আয়াতের অনুবাদ যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই উপলব্ধি করবেন ঃ ইংরেজী থেকে কুরআনের অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁর মনে শংকা জেগেছিল হয়তো বা তিনি মূল থেকে সরে যাচ্ছেন।

এখানে একটি আয়াতের মর্মানুবাদের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি ঃ

তিনি আল্লাহ চির-জীবন্ত, শাশ্বত প্রাণবান,
তিনি অতন্দ্র চির-উপাস্য একক অধীশ্বর।
পৃথিবী-নীলের মধ্যবর্তী সম্পদ, সুমহান
সবই শুধু তাঁর, সবই করে তাঁর করুণায় নির্ভর
তাঁর অনুমতি বিনা কে করিতে পারে বলো আবেদন?
তিনি যে প্রাজ্ঞ–যাহা সম্মুখে, যা পিছে সংগোপন
তাঁহার অসীম করুণা ব্যতীত পারে না মানব মন
বুঝিতে তাহার বিপুল জ্ঞানের বিন্দু নিদর্শন।

[আয়াতুল কুরসি]

এই অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'মাসিক মোহাম্মদী'তে। ফররুখ আহমদের অনুবাদেও তাঁর নিজের কবিতার মতোই উচ্চারণের বলিষ্ঠতা এবং উদগত কণ্ঠ।"

Dhaka University Institutional Repository

ফররুখ আহমদ আরবী ছাড়াও বিশ্ববিখ্যাত কয়েকজন উর্দু ও ফারসী কবির কবিতাও অনুবাদ করেছেন। এর মধ্যে পাকিস্তানের দার্শনিক কবি ইসলামী পূনর্জাগরণের অন্যতম দিশারী মহাকবি আল্লামা ইকবাল ছাড়াও পাকিস্তানের নবনি কবি শাহ আব্দুল লতিফ ভিটাই, প্রখ্যাত উর্দু কবি আলতাফ হোসেন হালীর কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইরানের বিশ্ববরেণ্য সুফী কবি হাফিজ ও দার্শনিক কবি শেখ সাদী (রাহঃ) এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কবিতা ফররুখ আহমদ বাংলায় কাব্যানুবাদ করেছেন। কবির এ-সকল অনুবাদ কবিতার সবগুলোই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, অন্যান্য কবির অনূদিত বিভিন্ন কবিতার সংকলনেও স্থান পেয়েছে। তবে সবগুলো কবিতা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা তা সঠিকভাবে বলা যায় না। অনুবাদ কবিতার মধ্যে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। এগুলোর মধ্যেও তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ফররুখ কাব্যে ইসলামী পরিভাষা।

কবি ফররুখ আহমদ বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সৃষ্টি করেছেন। তিনি যদিও প্রাথমিক জীবনে কবি ফররুখ আহমদ বিখ্যাত মানবতাবাদী এম. এন. রায়ের অনুসারী ছিলেন; কিন্তু পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে তথা ইসলামী ভাবধারার অনুসারী হয়ে যান এবং ইসলামী পরিভাষায় কাব্য রচনা শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও 'মাসিক মদীনা' সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দীন খান লিখেছেন - " কবি ফররুখ আহমদের চিন্তার জগতে বিপ্লব এসেছিল প্রাজ্ঞ সাধকপুরুষ অধ্যাপক আব্দুল খালেকের সান্নিধ্যে এসে। কবি অনেকবার অনেকভাবে সে কাহিনী আমাদের বলেছেন। 'সিরাজুস সালেকীন' ও 'সাইয়েদুল মুরসালীন' নামক দুটি কালজয়ী গ্রন্থপ্রণেতা অধ্যাপক আব্দুল খালেক নরহুন ছিলেন বাংলার মুজাদ্দেদ ফুরফুরার পীর মওলানা আবু বকর সিদ্দিকীর একজন বিশিষ্ট খলিফা। আধুনিক শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের সমন্বয়ে এক অনুপম ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি – অনুসন্ধিৎসু মন মাত্রই যাঁদের প্রতি এক অদৃশ্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

কবির নিজের মুখে শোনা। তাঁর কবিখ্যাতি তখন বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। মানবতাবাদী এম.এন. রায়ের চিন্তাধারার প্রতি তিনি দারুণভাবে আকৃষ্ট। ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবী ছিল তাঁর সাধারণ পোশাক। সুপুরুষ তরুণ কবিকে এ পোশাকে দেখে বুঝবার উপায় ছিল না যে, তিনি মুসলিম ঘরের সন্তান। খান্দানী ধার্মিক পরিবারের পরিবেশে তাঁর এ বেশ-ভূষা এবং চালচলন ছির মুরুব্বীদের জন্য ক্ষোভের বিষয়। এ সময়ই নাকি কবি একদিন কি এক কাজে দেখা করতে গিয়েছিলেন অধ্যাপক আব্দুল খালেক সাহেবের কলকাতার বাসায়। প্রথম সাক্ষাৎ এবং প্রাথমিক কিছু আলাপ-আলোচনার পর থেকেই তাঁর মনোরাজ্যে শুরু হলো এক নতুন বিপ্লব।

অধ্যাপক আব্দুল খালেকের কাছে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মুরীদ হয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে অধ্যাপক সাহেব, তাঁর পীর ফুরফুরার মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী এবং সিলসিলার উর্ধ্বতন পুরুষ হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের প্রসঙ্গ উঠলে কবি যেন অনেকটা আবেগতাড়িত হয়ে পড়তেন। বিশেষত সমঝদার কোন শ্রোতা পেলে তিনি কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আধ্যাত্মিকতার আবে-কাউসারে ডুবে যেতেন। কবির এ প্রসঙ্গের অনেক আবেগময় আলোচনার আমি ছিলাম একজন উৎসাহী শ্রোতা। সৈয়দ আহমদ শহীদ ও তাঁর মুজাহিদ আন্দোলনের প্রতি আমার আবেগময় শ্রদ্ধা এবং কুরআন-হাদীসের একজন ছাত্র বলেই বোধ হয়, তিনি তাঁর অন্তরের মরমী অনুভূতি উজাড় করে দিতেন আমার মতো শ্রোতার সামনে।" [স্বপ্নরাজ্যে দুঃসাহসী সিন্দাবাদ, ফররুখ আহমদ: ব্যক্তি ও কবি]।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ - ইসলামী পরিভাষা বলতে যা বুঝায়।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে সর্বজন বিদিত। ইসলামের যেমন রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা তেমনি রয়েছে নিজস্ব পরিভাষা। ইসলামী পরিভাষা মূলত ইসলাম কেন্দ্রিক তথা ইসলামের নিজস্ব আইন-কানুন বা আদেশ-নিষেধ সংক্রান্ত বিষয়ের সুনির্দিষ্ট শাব্দিক প্রকাশ। এসব শব্দ মূলত ইসলামী শরিয়তের চারটি ভিত্তি তথা ১. কোরআন ২. সুন্নাহ ৩. ইজমা ও ৪.কিয়াস থেকে সংকলিত হয়ে থাকে। যেমন - যাকাত, হাজ্জ, ঈমান, ওজু, গোসল, তাকবীর, ইহরাম, ফরজ, ওয়াজিব ইত্যাদি। তাছাড়া, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় অনুশাসন সংক্রান্ত ভিন্ন ভাষার শব্দও ইসলামী পরিভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। যেমন- নামাজ, রোজা, গুরুস্থান, পাঞ্জেগানা ইত্যাদি। মূলত ইসলামের বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মুসলীম জনগোষ্ঠীর ধর্মানুভূতির সাথে সঙ্গতি আছে এমন প্রতিটি শব্দই ইসলামী পরিভাষা হিসেবে পরিগণিত। তবে ইসলামের পাদপীঠ যেহেতু আরব, তাই স্বাভাবিকভাবেই অধিকাংশ বা প্রায় প্রতিটি আরবী শব্দই ইসলামী পরিভাষা হিসেবে গণ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - সাতসাগরের মাঝির আলোকে।

ফররুখ আহমদের সর্বপ্রথম প্রকাশিত ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি'। এটি তাঁর সর্বাধিক আলোচিত ও সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থও বটে। ১৯৪৪ সনে এটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যামোদী মহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাও নিশ্চিত হয়। 'সাত সাগরের মাঝি' কবি হিসাবে ফররুখ আহমদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে সুস্পষ্ট করে তোলে। এটি ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে যেমন পরিচিত তেমনি বাংলা সাহিত্যেরও অন্যতম উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রথম সংস্করণের প্রকাশক কবি বেনজীর আহমদ তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন:

" সারা পৃথিবী যখন ধ্বংস ও মৃত্যুর পথে আগাইয়া চলিয়াছে, বিশেষ করিয়া এই সোনার আমরা সোনার চাঁদের, সোনার ধানের অতি প্রাচুর্যে যখন নিত্য স্বর্গ যাত্রার ভীড় লাগাইয়া রাখিয়াছি এবং সর্বোপরি এই কোটিপৌতিক দুলভতার দিনে হঠাৎ পুস্তক প্রকাশ- বিশেষ করিয়া কাব্যপুস্তক প্রকাশের এই উৎকট বিলাসিতা কেন- সে প্রশ্ন স্বতঃই জাগা স্বাভাবিক। ইহার উত্তরে সবিনয়ে আমরা শুধু এই কথাই বলিব রাতের অন্ধকারতম অংশই অদূরাগত ভুবে-ছাদিকের নকিব এবং এই সময়েই মোয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বরে উষার আযানের তকবির ধ্বনি জাগার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। মহাকবি ইকবালের ভাষায় বলিতে গেলে আমাদের অধিকাংশ কাব্যই মৃত্যুর বন্দনাগীতি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তাঁহারই ভাষায় বলিতে চাই ঃ ওগো বন্ধু! ঐদি তোমার তহবিলে কাব্যের তন্‌খা থাকিয়া থাকে মৃত্যুহীন জীবনের পরমা পারে তাহাকে ছোঁয়াইয়া নাও। পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিচিন্তাধারাই কর্মপথের সন্ধানী দূত যেমন বজ্রবর্ষণের পূর্বে আসে বিজুলি চমক। ফররুখ আহমদের কাব্যে সেই উষার আযানের সুর, জীবনদায়িনী পরশ আর বজ্রগর্ভ বিজলীর জ্যোতির্জ্বালা আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সেই জন্যই তাঁহার এই কাব্য প্রকাশে আমাদের এই দুরূহ প্রয়াস। এই পুস্তকের সংশোধন ব্যাপারে আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। সেজন্য তাঁহার নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যাপক বিখ্যাত রেখাশিল্পী মিঃ জয়নুল আবেদীন এই পুস্তকের প্রচ্ছদটি আঁকিয়া দিয়াছেন। তাঁহার খেদমতে আমাদের অসংখ্য শুকরিয়া।"

কবির দেয়া সময়পঞ্জী অনুযায়ী 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্য রচিত হয়েছিল ১৯৪৩-৪৪ সনে। ১৯৪৪ সনে প্রকাশিত হবার পর এটি তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে আসন করে দিল। উৎসর্গ-পত্রের সনেটটি বাদে চারটি সনেটসহ মোট উনিশটি কবিতা এ কাব্যে অর্ন্তভূক্ত হয়। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট কবি, সাংবাদিক ও সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ উল্লেখ করেন :

Dhaka University Institutional Repository

"দেশবিভাগের আগে পাকিস্তান-আন্দোলনের সময়ে রেনেসাঁ আন্দোলনের পটভূমিতেই এই কবিতাগুলোর জন্ম। তাঁর লেখায়– বিশেষ করে সনেট কবিতায় উপজীব্য ও রীতিভঙ্গী এবং ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে ছিল অনেকটা ভিন্ন রীতির অনুসরণ। 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় ও ঐ সময়ে অন্যান্য রচনায় আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৩৫০ সালের বৈশাখ সংখ্যা মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায়। কবিতাটি পত্রিকার শুরুতেই মুদ্রিত হয়েছিল। ফররুখ আহমদের ঐসব কবিতা সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে একজন শক্তিমান ও স্বতন্ত্র কবি হিসেবে চিনিয়ে দেয়।" [অন্তরঙ্গ আলাপন, ফররুখ আহমদ ঃ ব্যক্তি ও কবি]

ভূমিকা পাঠে জানা যায়, 'সাত সাগরের মাঝি'র প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী তথা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। এ কাব্যের অন্তর্ভূক্ত কবিতাগুলোর প্রথম প্রকাশকাল ও কোন পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয় সে সম্পর্কে নিচে একটি তালিকা প্রদত্ত হলো। তালিকাটি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'ফররুখ রচনাবলী'(১৯৭৯) থেকে সংগৃহীত ঃ

"সিন্দবাদ ঃ সওগাত, পৌষ, ১৩৫০
বা'র দরিয়ায় ঃ সওগাত, মাঘ, ১৩৫০
দরিয়ায় শেষ রাত্রি ঃ মাসিক মোহাম্মদী, মাঘ, ১৩৫০
কাহরিয়ার ঃ মাসিক মোহাম্মদী, ফাল্গুন, ১৩৫০
আকাশ-নাবিক ঃ সওগাত, আশ্বিন, ১৩৫১ [মূল নাম ঃ ঈদের স্বপ্ন]
বন্দরে-সন্ধ্যা ঃ মাসিক মোহাম্মদী [প্রকাশকাল উল্লেখ নেই]
ঝরোকায় ঃ মাসিক মোহাম্মদী, জৈষ্ঠ্য, ১৩৫১
ডাহুক ঃ সওগাত, কার্তিক, ১৩৫১
এইসব রাত্রি ঃ মাসিক মোহাম্মদী [প্রকাশকাল উল্লেখ নেই]
পুরনো মাজারে ঃ মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ়, ১৩৫১
পাঞ্জেরী ঃ মাসিক মোহাম্মদী [প্রকাশকাল উল্লেখ নেই]
স্বর্ণ-ঈগল ঃ মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ়, ১৩৫১
লাশ ঃ মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৫০
তুফান ঃ মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ়, ১৩৫১
হে নিশানবাহী ঃ মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র, ১৩৪৯
নিশান ঃ মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন, ১৩৫১
নিশান বরদার ঃ মাসিক মোহাম্মদী [প্রকাশকাল উল্লেখ নেই]
আউলাদ ঃ মাসিক মোহাম্মদী, ভাদ্র, ১৩৫০
সাত সাগরের মাঝি ঃ মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ, ১৩৫০

উপরোক্ত তালিকা থেকে জানা যায়, 'সাত সাগরের মাঝি'র অন্তর্ভূক্ত সবগুলো কবিতাই ' মাসিক মোহাম্মদী' ও 'সওগাত' এ দুটি পত্রিকায় বাংলা ১৩৫০-১৩৫১ সনের (১৯৪৩-১৯৪৪) মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ সময় উপরোক্ত কবিতাগুলো পত্রিকায় প্রকাশের সাথে সাথে বাঙালি পাঠক সমাজে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিশেষত মুসলীম কবি-সাহিত্যিক ও সুধি-সমাজ বিশেষভাবে উল্লসিত হয়ে উঠেন। ঐ সময় প্রকাশিত ফররুখ আহমদের কবিতায় যে স্বাতন্ত্র, নতুনত্ব ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় ফুটে উঠে তা সচেতন পাঠক সমাজকে অত্যন্ত আনন্দিত করে। সম-সাময়িকালের বিশিষ্ট সমালোচক ও সাংবাদিক মুজীবুর রহমান খাঁ তাঁর এক প্রবন্ধে বলেন ঃ " ফররুখ আহমদের সাম্প্রতিক কবিতার মধ্যে 'সাত সাগরের মাঝি' নামক কবিতাটি সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা যায়। এ কবিতায় আদ্যন্ত আমাদের জাতীয় তনুদ্দুনের ছাপে মর্যাদাবান হয়ে উঠেছে। এটাই তাঁর সম্বন্ধে একমাত্র কথা নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর রচনার চাতুর্য ও সূক্ষ্মতা অভিনব, 'সাত সাগরের মাঝি' পড়তে পড়তে কীটস ও প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের কথা মনে পড়ে। কীটস-এর ছিল রঙের ঐশ্বর্য। মরিস সুইনবার্নে যে সুরভি-ঐশ্বর্যের কল্পচিত্র পাই, তারই কতকটা পাই এই 'সাত সাগরের মাঝি'তে।" [মুসলিম বাংলার সাহিত্য, মোহাম্মদী, ১৩৫০]

পরবর্তীকালে মুজীবুর রহমান খাঁ তাঁর অন্য আরেকটি প্রবন্ধে বলেন ঃ " সাত সাগরের মাঝি'র কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৪৩-৪৪ সাল। একদিন যেমন আরব জীবনে এসেছিল জাগরণের যৌবন-জোয়ার, তেমনি ১৯৪৩-৪৪ সালে উপমহাদেশের নবজাগ্রত মুসলিম জাতির মন ও মানস আশা-আকাংখার বিচিত্র প্লাবনে হয়ে উঠেছিল ও উদ্বেলিত। সে সময় পাকিস্তান আন্দোলন চলছিল। পাকিস্তানের লক্ষ্য-ভূমিতে মুসলিম জনতাকে পৌঁছাতে হবে- তাই জাতির অন্তরে আশা-আকাংখার অন্ত ছিল না। সেই স্বপ্ন ও সাধের, আশা ও আন্দোলনের ইঙ্গিতময় প্রতীক হিসাবে ফররুখ আহমদকে আমরা তখন মুগ্ধ বিস্ময়ে বেছে নিতে পেরেছিলাম। ফররুখ আহমদের কবিতার সুন্দর ক'টি লাইন। যদিও 'সাত সাগরের মাঝি'তে প্রত্যক্ষভাবে সেই আন্দোলনের কোনো ছাপ নেই ঃ

'কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হলো জানি না তা।'
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।'

নারঙ্গী বনের কম্পমান সবুজ পাতারা যেন আমাদের আশা-ভরসার রূপ-প্রতীক হয়ে বাতাসে দুলছে, এ কথাই বারবার এ কবিতাটি পড়তে পড়তে মনে হয়।" [নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা ঃ মুজীবুর রহমান]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ - কাফেলার আলোকে।

কবি ফররুখ আহমদ মূলত ইসলামী রেঁনেসাঁ বা ইসলামী পূণর্জাগরণের কবি হিসাবে সমধিক পরিচিত। তিনি তাঁর কবি জীবনের প্রায় পুরোটা সময়ই ইসলামকে কেন্দ্র করে বা ইসলামের আদর্শের কথা মনে রেখেই কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত কবিতায় অসংখ্য ইসলামী পরিভাষা নিহিত রয়েছে। এসব কবিতার মধ্যে কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে; আবার কিছু কিছু প্রকাশিত হয়নি। কবি ফররুখ আহমদ এর জীবনকালে তাঁর মাত্র ছয়টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কবি পরিকল্পিত আরো আটটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা মুদ্রিত হয়নি। এ আটটি কাব্যগ্রন্থ নিম্নরূপঃ ' হে বন্য স্বপ্নেরা', 'ইকবালের নির্বাচিত কবিতা', 'কাফেলা', 'হাবেদা মরুর কাহিনী', 'তসবির নামা', ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য', 'সিলরুবা', ও 'অনুস্বার',। এ ছাড়াও কবির লেখা অনেক কবিতা কোনটি পা-লিপি আকারে এবং বেশীর ভাগ অগ্রন্থিতভাবে (মুদ্রিত ও অমুদ্রিত) পাওয়া যায়। যাহোক, 'কাফেলা' নামক একটি কাব্য প্রকাশের পরিকল্পনা ফররুখ আহমদ কবি-জীবনের শুরু থেকে লালিত হওয়া সত্ত্বেও কবির জীবন-কালে এটা প্রকাশিত হয়নি। কবির ইন্তেকালের ছয় বছর পর ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান) ১৯৮০ সালে এ বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফররুখ-বিশেষজ্ঞ সুসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও কবি মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্‌র লেখা ভূমিকা সংবলিত এবং তাঁরই পরিকল্পনানুযায়ী কাব্যটি প্রকাশিত হয়। ফলে কবির পরিকল্পনার সাথে এর সর্বাংশে মিল থাকার কথা নয়। তাছাড়া দীর্ঘ ব্যবধানে প্রকাশিত হওয়ার ফলে কবির মূল পরিকল্পনা সঠিকভাবে জানার এবং তাঁর অবর্তমানে তা হুবহু অনুসরণ করাও সম্ভব নয়। তবে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্‌র মত অভিজ্ঞ এবং কবির অন্যতম ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির সযত্ন তত্ত্বাবধানের ফলে প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থটি যে যথাসম্ভব সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে এবং কবির মূল পরিকল্পনা অনুসরণের ক্ষেত্রে সম্পাদক যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্‌ তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেনঃ

"ফররুখ আহমদ 'কাফেলা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের বাসনা তাঁর মনে আ-মৃত্যু লালন করে গেছেন। এই বাসনার জন্ম হয়েছিল বিভাগ-পূর্বকালে, ফররুখ আহমদের কাব্য-সাধনার প্রায় প্রাথমিক পর্বেই। এক অর্থে 'কাফেলা' কবির প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি'র সমসাময়িক ও সহযাত্রী; প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ, বিভাগ পূর্বকালে ১৯৪২-৪৩ সালের দিকেই 'কাফেলা' ও 'সাত সাগরের মাঝি'র পা-লিপি কবি তৈরী করেন। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে, হয়তো দ্বিতীয় চিন্তার ফলে, ফররুখ আহমদ 'কাফেলা'র পা-লিপির অন্তর্গত কিছু কবিতা নিয়ে তৈরি করেন তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা'র পা-লিপি।...

"...ফররুখ আহমদের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। এই কাব্যগন্থের অন্তর্ভূক্ত কবিতাবলীও রচিত হয় বিভাগ-পূর্বকালে ১৯৪৩-৪৪ সালে। কবির 'পা-লিপি'তে দেখা গেছে, তিনি 'কাফেলা' নামে যে গ্রন্থের সূচীপত্র তৈরী করেছিলেন তাতে 'সিরাজাম মুনীরা'র অনেক কবিতা অর্ন্তভূক্ত ছিল। যেমন : ১. কমলিওয়ালা, ২. সিরাজাম মুনীরা, ৩. ১ম খলিফা, ৪. ২য় খলিফা, ৫. ৩য় খলিফা, ৬. ৪র্থ খলিফা, ৭. হযরত বেলাল, ৮. আওলাদ, ৯. কাফেলা, ১০. আখরোট বনে, ১১. ইশারা, ১২. সনেট।

উপরোক্ত তালিকার অন্তর্গত 'আওলাদ', 'আখরোট বনে' ইত্যাদি কবিতা 'সাত সাগরের মাঝি'র অন্তর্ভূক্ত হয়। 'সাত সাগরের মাঝি' ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ -প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে ১৯৪৪ সালে, বাংলা ১৩৫১ সালে। এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুচ্ছের রচনাকাল ১৯৪৩-৪৪। কলকতার নওরোজ পাবলিশিং হাউজ থেকে ফররুখ আহমদের 'কাফেলা', 'ঘুঘু-সংবাদ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবে বলে বিজ্ঞাপিতও হয়েছিল।...

"ফররুখ আহমদের 'কাফেলা'র রচনা ও প্রকাশনা সম্পর্কে উপরোক্ত পটভূমি জানা দরকার, কেননা বর্তমান গ্রন্থে যে সব কবিতা স্থান পেয়েছে, সেগুলো বিভাগ-পূর্ব এবং বিভাগ-পরবর্তীকালের রচনা। উল্লেখ্য, ফররুখ আহমদ তাঁর জীবদ্দশায়ই বর্তমান কাব্যগ্রন্থের পা-লিপি তৈরি করেন এবং এতে ১৯৪৩-৫৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত কবিতাবলী স্থান লেন।... কবি-নির্মিত 'কাফেলা'র পা-লিপিই এই গ্রন্থে অনুসৃত হয়েছে, তবে বোধগম্য কারণেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই পা-লিপি থেকে ৪টি কবিতা বাদ দেয়া হয়েছে।" [কাফেলা প্রসঙ্গে (কাফেলা কাব্যের ভূমিকা/মোহম্মদ মাহফুজউল্লাহ্)]

'কাফেলা' সম্পর্কে যেটুকু সংবাদ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ পরিবেশন করেছেন তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ রচিত ভূমিকা-সংবলিত এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১৯৮০ সনে প্রকাশিত 'কাফেলা' কাব্যে সর্বমোট ৩৩টি কবিতা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। কবিতাগুলো হলো : কাফেলা, কাফেলা ও মনজিল, তারেকের পথে, মদীনার মুসাফির, খলিফাতুল মুসলেমিন, এজিদের ছুরি, বেলাল, আলমগীর, কোন বিয়াবানে?, নতুন সফর, নতুন মিনার, চতুর্দশপদী, দুই মৃত্যু, হে আত্মবিস্মৃত সূর্য, জাগো সূর্য প্রদীপ্ত গৌরবে, বৈশাখ, ঝড়, বর্ষায় পদ্মা, আরিচা পারঘাটে, দ্বীপ নির্মাণ, সৃষ্টির গান, স্বর্ণ ঈগল, ইনকিলাব, কিসসাখানির বাজার, পুঁথির কাহিনী অবলম্বনে, ঈদের স্বপ্ন, ঈদের কবিতা, নয়া সড়ক, শেরেবাংলার মাজারে, শিকল, বিরান সড়কের গান, ইবলিশ ও বনি আদম।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ বিষয়বস্তুর বিবেচনায় 'কাফেলা' কাব্যের অন্তর্গত কবিতাবলীকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তা হলো :

(১) মুসলিম ইতিহাস-পুরান, ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যভিত্তিক কবিতা এবং

(২) স্বদেশের প্রকৃতিক পরিবেশ, নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমা, মাটি ও মানুষকেন্দ্রিক কবিতা।

এ সম্পর্কে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ তাঁর ভূমিকায় বলেন ঃ "....ফররুখ আহমদের কবিতার যে স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য, আদর্শ-আশ্রিত প্রতিভাসে বক্তব্য বিষয় ফুটিয়ে তোলা, রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার; তা 'কাফেলা'র অন্তর্গত কবিতাবলীতেও দৃষ্টিগ্রাহ্য, অনুভবযোগ্য। মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব জাহানের পটভূমিতে রচিত কবিতাবলীতে যেমন, তেমনি বাংলাদেশের পটভূমিতে রচিত কবিতাবলীতেও এ ব্যাপারটি লক্ষ্য ও অনুভবকরা যাবে। এ -গ্রন্থের অন্তর্গত নদী-নিসর্গ, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতীক-রূপেই ফররুখ আহমদের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে এবং তিনি আদর্শ-আশ্রিত প্রতিভাসেই তা রূপায়িত করেছেন।" [কাফেলা প্রসঙ্গে (কাফেলা কাব্যের ভূমিকা/মোহম্মদ মাহফুজউল্লাহ্)]

Dhaka University Institutional Repository

'কাফেলা'য় কবির কাব্য-কুশলতার পরিচয় যেমন বিধৃত তেমনি এতে কবি-মানসের বিবর্তন সুস্পষ্ট। কবির জীবন-দৃষ্টি, ভাব ও অনুভূতির ক্ষেত্রে যে উত্তরণ ঘটেছে তা এক সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে তা 'কাফেলা' কাব্য পাঠে উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় না। অবশ্য তার আকস্মিক সুপরিণতি আমাদের প্রত্যাশাকে চমৎকৃত করে। কাব্যের অন্তর্ভুক্ত প্রথম কবিতাটির নামানুসারেই কাব্যটির নামকরণ করার পরিকল্পনা কবির ছিল। এ নামটির মধ্যে একটি প্রতীকী কল্পনার দ্যোতনা বিদ্যমান। প্রকৃতি, মানবিক স্বপ্ন-কল্পনা ও আদর্শ-ঐতিহ্যের প্রত্যয়-দৃঢ় দ্যোতনার এক অপূর্ব সমন্বয় এবং রূপক প্রতীকের ব্যবহার, শব্দের অনায়াস কারুকাজ এ কাব্যের শরীরে এক দীপ্তিময় লাবণ্য ছড়িয়ে দিয়েছে। আবেগের সাথে কবির অভিজ্ঞতা ও চৈতন্য মিলিত হয়ে এ কাব্যের সম্ভাবনাকে অবারিত করেছে। একদিকে স্বকীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের সুগভীর চেতনা, অন্যদিকে স্বদেশের মাটি, মানুষ ও প্রকৃতির সাথে কবির গভীর আবেগময় সম্পর্কের দ্যোতনা এ কাব্যে সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে ইতিহাস-ঐতিহ্য তথা ইসলামের ইতিহাস নির্ভর বেশ কিছু কবিতা এ কাব্যে স্থান পাওয়ায় কাব্যটিতে ইসলামী পরিভাষার ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

ফররুখ আহমদ ঐতিহ্য-চেতনাসম্পন্ন ইসলামী পুনর্জাগরণের কবি হিসাবে সমধিক পরিচিত। এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই সে পরিচয় সুস্পষ্ট। কবিতার ভাব ও বক্তব্য বিষয়কে সম্যক ফুটিয়ে তোলার জন্য কবি বাংলার পলিমাটি ছাড়িয়ে গেছেন দূর মরুভূমির উষর প্রান্তরে-জাজিরাতুল আরবে। ভৌগোলিক দিক থেকে এটা যেমন পৃথিবীর কেন্দ্রভূমি, মানব-সভ্যতা তথা আদি মানবের বাসস্থান হিসাবেও এ স্থানকেই চিহ্নিত করা হয়। মানব-সৃষ্টির সেই সূচনা-লগ্ন থেকে সৃষ্টির অবিশ্রান্ত প্রবাহ চলে আসছে অনাদী-কাল থেকে অনন্তের পথে। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে আমরা প্রত্যেকেই ক্ষণিকের পথিক তথা যাযাবর। সৃষ্টির এ ক্ষান্তিহীন কাফেলায় আমরাও শরীক হয়েছি। কাফেলার এ প্রতীকী কল্পনার সাথে মরুচারী বেদুঈনের যে নিকট সাদৃশ্য রয়েছে; মুখ্যত সে কারণেই কবি নিজেও কল্পনার তাজী ঘোড়ায় চড়ে মরু-বিহার করেছেন, মরুভূমির দিগন্তপ্রসারী আবহের মাঝে কবি-কল্পনার সীমাহীন বিস্তার ঘটিয়েছেন।

'কাফেলা' শব্দটি এখানে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ এক অন্তহীন যাত্রা। সৃষ্টির আদিম প্রহর থেকে এ যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীর বুকে যে পদচিহ্ন অংকন করে গেছেন, যুগ-যুগান্তর ধরে অসংখ্য বনি আদম সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে পৃথিবীর বলয়-রেখা অতিক্রম করে চলেছে। এক দল মানুষ এসে কিছু জনপদ, শহর-নগর ও সভ্যতার প্রকার নির্মাণ করেছে, কিছুদিন পর তারা বিদায় নিয়ে যবনিকার অন্তরালে চলে গেছে - নতুন আরেক দল মানুষ এসে তাদের স্থান দখল করেছে। এ অনন্ত যাত্রা-প্রবাহ চলেছে ক্ষান্তিহীনভাবে। আমরাও এ কাফেলার কোন এক পর্যায়ে অবস্থান করছি। এ কাফেলার গতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে, এর যাত্রাকে অবারিত রাখতে আমরা যেমন সহায়ক আবার তেমনি এ কাফেলার সাথে চলতে চলতে আমরা নিজ- নিজ পদচিহ্ন ও কীর্তিরাজিতে পৃথিবীর সভ্যতার ভা-ারকে পূর্ণ করে চলেছি।

মূলত সৃষ্টির সূচনা-লগ্নে মধ্যপ্রাচ্য তথা মধ্যপ্রাচ্যের একটি বিশেষ এলাকাই ছিল মানুষের প্রথম লালন-ক্ষেত্র। প্রথম মানুষ হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) এখানেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন বা মিলিত হয়েছিলেন। তারপর অসংখ্য নবী-রাসুলের অধিকাংশই এ জনপদের অধিবাসী ছিলেন। পৃথিবীর প্রাচীন ও সমৃদ্ধ সভ্যতার বিকাশও এ এলাকাতেই হয়েছিল। ইতিহাসের সে নস্টালজিক অনুভূতি কবির মনকে একান্তভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

কবি-মনের এ নস্টালজিক অনুভূতি এ কাব্যের দ্বিতীয় কবিতা 'কাফেলা ও মনযিল'-এ এসে এক স্পষ্ট জীবনদৃষ্টি ফুটিয়ে তোলে। তাছড়া এ কবিতায় ইসলামী পরিভাষার এক অপূর্ব ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

কবি বলেন-

" কাফেলার পদধ্বনি মুছে যায়, নামে অন্ধকার,
মুসাফির দল তবু চলে সেই দীর্ঘ পথ চিনে;
দিগন্তে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে দৃষ্টি সেতারার।"

Dhaka University Institutional Repository

'কাফেলা'র চতুর্থ কবিতা 'মদীনার মুসাফির'। এ কবিতাটির বিষয়বস্তু হলো মদীনা মনওয়ারা। মহানবী (সাঃ) এর হিজরতের আগে এর নাম ছিল 'ইয়াসরিব'। মহানবী (সাঃ) যখন এখানে হিজরত করলেন, তখন মদীনাবাসী সবাই মিলে এর নাম দিলেন 'মদীনাতুর রসুল' অর্থাৎ রসুলের শহর। এখানেই তিনি বিখ্যাত 'মসজিদে নববী' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ পবিত্র শহরকে কেন্দ্র করেই দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। ইসলামের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তি এখানেই মহানবী (সাঃ) এর হাতে সংস্থাপিত হয়। তাঁর সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট মহৎ ব্যক্তিত্বের আলোক-রশ্মিতে স্নাত হয়ে যেসব ব্যক্তি উন্নত জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনের নাম সর্বপ্রথম উচ্চারণ করতে হয়। ঘটনাচক্রে খোলাফায়ে রাশেদীনের - অর্থাৎ ইসলামের প্রথম চার খলিফা- সকলেই ছিলেন মহানবী (সাঃ) এর মতোই মক্কা থেকে আগত মোহাজির। ইসলামের এ চার মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় ও গুণাবলি তথা মহানবী (সাঃ) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থায় তাঁদের তুলনা-বিরল। আর এসব বিষয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে কবি ফররুখ আহমদ তাঁর সুনিপূণ হাতে ইসলামী পরিভাষার প্রচুর সমাহার ঘটিয়েছেন। যেমন - কবি লিখেছেন-

"তোমাকে পৌঁছাতে হবে সুবহে-সাদেকের আগে মরু-মদীনায় মুক্ত দ্বারে
যেখানে স্বপ্নের মত খোর্মা - বীথিকা শুধু দুলিয়াছে রাত্রির জোয়ারে
যেখানে বহিয়া বোঝা একমনে চলিয়াছে খলিফা ওমর
যেখানে সত্যের সঙ্গী সিদ্দিক বেঁধেছে তার ঘর
যেখানে সিংহের মত ফিরছে নির্ভীক আলী হায়দর"।

এর পরবর্তী কবিতা 'খলিফাতুল মুসলেমিন' যার বিষয়গত সাদৃশ্য রয়েছে পূর্ববর্তী কবিতার সাথে। এটি এককভাবে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর সম্পর্কে রচিত। কবি ফররুখ আহমদ এ কবিতায়ও ইসলামী পরিভাষার প্রচুর ব্যবহার করেছেন। যেমন কবি লিখেছেন-

"রাত্রি গাঢ়তর হলো মদীনার শামদানে
বাতি নিভে গেছে।
কে তুমি?
মানেনা রাত্রির নির্ভয় মানা , চলিয়াছ একান্ত নির্ভয়,
কত চাঁদ জ্বলে জ্বলে খেজুর শাখা হলো ক্ষয়।"

এ কাব্যের অন্তর্গত আরেকটি কবিতার নাম 'বেলাল'। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল (রাঃ) এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একবিতা রচিত। ফররুখ আহমদ এ কবিতায়ও ইসলামী পরিভাষার প্রচুর ব্যবহার করেছেন। কবিতার প্রথম কয়েকটি লাইনঃ

"তোমার পায়ের আওয়াজ শুনেছি দূর জান্নাতে সব্জা বাগে,
তোমার পায়ের আওয়াজ শুনেছি সকলের আগে, সবার আগে,
কালো চামড়ায় ঢাকা অতুলন এমন দিলতো দেখিনি আর
কাফ্রি বেলাল ! হাবসী বেলাল ! মুক্তাকী খাঁটী ঈমানদার!

মুসলীম ইতিহাস-পুরান, ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যভিত্তিক কবিতার মধ্যে এ কাব্যের অন্তর্ভূক্ত আরো যেসব কবিতার নামোল্লেখ করা যায় তা হলো : 'আলমগীর', 'কোন বিয়াবানে?' 'নতুন সফর', 'নতুন মিনার', 'চতুর্দশপদী', 'দুই মৃত্যু', 'হে আত্মবিস্মৃত সূর্য', 'জাগো সূর্য প্রদীপ্ত গৌরবে', 'স্বর্ণ ঈগল', 'ইনকিলাব' ইত্যাদি। এ সকল কবিতায় মুসলীম চরিত্র, ইসলামী আদর্শ-ঐতিহ্য ও নবজাগরণের উদ্দীপ্ত চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। এসব কবিতায় ইসলামী পরিভাষার ব্যাপক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। কেননা, ইসলামের আদর্শ ও ঐতিহ্য ভিত্তিক এসব কবিতার মাধ্যমে কবি ফররুখ আহমদ মুসলীম জাতিকে পুনঃউজ্জীবিত করার প্রয়াশ পেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ - 'সিরাজাম মুনিরা'র আলোকে।

'সিরাজাম মুনীরা' কবি ফররুখ আহমদের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। এটি প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর, ১৯৫২ সালে। তবে গ্রন্থে রচনাকাল ১৯৪৩-১৯৪৬ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' ১৯৪৪ এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আজাদ করো পাকিস্তান' ১৯৪৬ সনে প্রকাশিত হয়। ফলে এ তিনটি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কবিতা প্রায় একই সময়কালের লেখা বলে ধরে নেয়া যায়। তবে ১৯৪৩-৪৬ সময়কালে লেখা বিভিন্ন কবিতা নিয়ে কবি ১৯৫২ সালে যখন 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্য প্রকাশ করেন তখন স্বভাবতই কবি সে সব কবিতায় বিস্তর সংশোধন -পরিমার্জনা করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। তৎকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি কবিতা ও তাঁর স্বহস্ত লিখিত পা-লিপি দৃষ্টে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার পূর্বে কবি এতে কী রূপ সংশোধন-পরিমার্জন করেছিলেন।

কবি 'কাফেলা' নাম দিয়ে এক সময় যে সব কবিতার শিরোনাম নিয়ে একটি সূচিপত্র তৈরি করেছিলেন তাতে 'সিরাজাম মুনীরা'র বেশ কয়েকটি কবিতা স্থান পায় (অবশ্য অধিকাংশই ভিন্ন নামে)। যেমন ঃ

১. কমলিওয়ালা ২. সিরাজাম মুনীরা ৩. ১ম খলিফা ৪. ২য় খলিফা ৫. ৩য় খলিফা ৬. ৪র্থ খলিফা ৭. হযরত বেলাল ৮. আওলাদ ৯. কাফেলা ১০. আখরোট ১১. ইশারা ১২. সনেট

কলকাতার 'নওরোজ পাবলিশিং হাউজ' থেকে ফররুখ আহমদের 'কাফেলা' , 'ঘুঘু-সংবাদ' প্রকাশিত হবে বলে বিজ্ঞাপিতও হয়েছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, কবির সে প্রত্যাশিত 'কাফেলা' প্রকাশিত হয়নি। বহু পরে, কবির ইন্তিকালের ছয় বছর পর ১৯৮০ সালে 'কাফেলা' কাব্য প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে কবি 'সিরাজাম মুনীরা' প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সংগতভাবেই পরিকল্পিত 'কাফেলা' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত প্রাসঙ্গিক কবিতাগুলো এতে স্থান লাভ করে। সম্ভবত এ কারণেই 'কাফেলা' কাব্য বিজ্ঞাপিত সময়ে প্রকাশিত হয়নি। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার পর স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি, নির্বাচন, রায়ট, দেশ-বিভাগ, কবির কলকাতা কর্মস্থল থেকে ঢাকায় আগমন ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও এক্ষেত্রে সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। কবির পরীক্ষা-নিরীক্ষাধর্মী মনও এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে বলে ধারণা করা চলে।

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে মোট ১৯টি কবিতা নিয়ে 'সিরাজাম মুনীরা' তমদ্দুন প্রেস, ৫০ লালবাগ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এতে অন্তর্ভুক্ত যেসব কবিতা পূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয় তার একটি বিবরণ নিম্নরূপঃ ১. 'সিরাজাম মুনীরা, ২. আবু বকর সিদ্দিক, ৩. উমর -দরাজ দিল, ৪. ওসমান গণি, ৫. শহীদে কারবালা, ৬. মন, ৭. এই সংগ্রাম, ৮. প্রেম-পন্থি, ৯. অশ্রুবিন্দু, ১০. গাওসুল আজম, ১১. খাজা নক্শবন্দ, ১২. সুলতানুল হিন্দ,' ১৩. মৃত্যু -সংকট, ১৪. অভিযাত্রিকের প্রার্থনা, ১৫. মুক্তধারা, ১৬. ইশারা।

কবি ফররুখ আহমদ তাঁর 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যটি উৎসর্গ করেন 'পরম শ্রদ্ধাভাজন আলহাজ্ব মৌলানা আব্দুল খালেক সাহেবের দস্তমুবারকে'। কবি এ মহান আধ্যাত্মিক সাধকের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েই বামপন্থি ও ইসলাম-বিরোধী চিন্তা-চেতনা থেকে বিমুক্ত হয়ে ইসলামের চির শাশ্বত কল্যাণময় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ফররুখের জীবনে এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। এর আগে ফররুখ ছিলেন এক অস্থিরচিত্ত ও তথাকথিত প্রগতিশীল যুবক। বামপন্থি চিন্তা-চেতনা ও বাম কবিদের সাথে তখন তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল গভীর। তাঁর সে সময়কার কোন লেখায় ইসলামী ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনার কোন প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না। মাওলানা আব্দুল খালেকের উদার ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে ফররুখের জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে।

'সিরাজাম মুনীরা' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এর রচনাকাল (১৯৪৩-৪৬) মনে রাখা আবশ্যক। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল (১৯৩৯-৪৫)। যুদ্ধকালীন আতঙ্ক ও বিপর্যয় সমাজে অস্থিরতার সৃষ্টি করে। পঞ্চাশের মন্বন্তর এ আতঙ্ক ও বিপর্যয়ে নতুন মাত্রা যোগ করে। বাংলার ইতিহাসে এটা ছিল এক চরম বিপর্যয়কাল। এ সময় স্বাধীনতার আন্দোলনও তীব্রতর হয়। যুদ্ধাবস্থায় উপমহাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের আশায় ব্রিটিশ রাজশক্তি যুদ্ধের পরই উপমহাদেশের স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। এটা জননেতা বিশেষত

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের মধ্যে আশা ও আশঙ্কার দোদুল্যমান অবস্থার সৃষ্টি করে। ইতোমধ্যে ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত 'মুসলিম লীগ' এর লাহোর অধিবেশনে গৃহীত ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাবে' সুস্পষ্টভাবে উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য ইসলামের ভিত্তিতে এক স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি জানানো হয়। কংগ্রেস তথা সমগ্র ভারতীয় হিন্দু জনগোষ্ঠী এ দাবির চরম বিরোধিতা শুরু করে। তাই মুসলমানদের জন্য তখন শুধু ভারতের স্বাধীনতাই যথেষ্ট ছিল না। ব্রিটিশ আধিপত্যের বদলে হিন্দু আধিপত্য বরদাশত করতে তারা সম্মত ছিল না। তাদের নিজেদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ছিল তাদের কাছে সর্বাধিক। এ নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম ও এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মুসলমানদের জাতীয় আদর্শ ও আশা-আকাঙ্খার প্রতিভূ রূপে তা পরিগঠনই ছিল তখনকার মুসলমানদের লক্ষ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাগরণের চেতনা উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বপ্ন-কল্পনাকে আরো দুর্মর করে তোলে।

কবি ফররুখ আহমদ তাঁর কবিতার দ্বারা মুসলিম জাতিকে আরো উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াশ পেয়েছেন। তিনি তাঁর 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যের মাধ্যমে মুসলমানদের ঐতিহ্যের কথা যেমন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন; তেমনি ইসলামী পরিভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রার সূচনা করেছেন।

কবির আবেগময়ী ও ইসলামী পরিভাষা সমৃদ্ধ কবিতার কিছুটা নমুনা নিম্নরূপঃ

"আমাকে মাতাল করো উচ্ছল তোমার শিরাজীতে,
মরু মদীনার বক্ষে যে সুরার সুতীব্র দাহিকা
আরব-আজম ব্যাপি ছড়ায়েছ জীবনের শিখা,"

[অভিযাত্রিকের প্রার্থনা]

কবি 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যে ইসলামী পরিভাষা ও ইতিহাস- ঐতিহ্যের মাধ্যমে মুসলমানদের পুনঃজাগরণের প্রয়াশ পেয়েছেণ।

যেমনঃ

"মূসার পূর্ণতা তার পথপ্রান্তে,-ঈসার নিঃসীম
ধ্যানমূর্তি! দেখেছে সে জিজ্ঞাসার বেলা
খিজিরের দৃষ্টি দিয়ে; পথে যার নবী ইব্রাহিম
জ্বেলেছে তৌহিদ শিখা! যে নিঃসঙ্গ সম্পূর্ণ একেলা"

[মুক্তধারা]

এমনিভাবে কবি ফররুখ আহমদ 'সিরাজাম মুনীরা'র প্রতিটি কবিতায় ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোচনার ক্ষেত্রে ইসলামী পরিভাষার ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। তিনি 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্য রচনার মাধ্যমে মুসলমান সমাজে এক নব যুগের সূচনা করেন; যাতে মুসলিম জনগোষ্ঠী নতুন করে নিজেদের ইতিহাস মনে করার অবকাশ পায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ সার্বিক সাহিত্যের আলোকে

ফররুখ আহমদের প্রায় প্রতিটি কবিতায়ই ইসলামী পরিভাষার ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বিশেষকরে তিনি যখন থেকে ইসলামী পুনঃজাগরণমূলক কবিতা রচনা শুরু করেছেন তখন থেকে তাঁর কবিতায় ইসলামী পরিভাষার ব্যবহার বেড়ে যায়। তিনি বেশ কিছু অনুবাদমূলক কবিতা রচনা করেছেন, যার মধ্যে পবিত্র কুরআনের কিছু সূরাও রয়েছে। তিনি আমপাড়া এর প্রায় প্রতিটি সূরারই কাব্যানুবাদ করেছেন, যদিও এর অধিকাংশই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। তবে বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় তাঁর এসব অনুবাদধর্মী কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আরবী ছাড়াও ফার্সী ও উর্দু কবিতারও অনুবাদ করছেন। আর এসব অনুবাদধর্মী কবিতার সবগুলোতেই ইসলামী পরিভাষার ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কেননা, পবিত্র কুরআনের তো বটেই মুসলিম কবিদের অধিকাংশের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ইসলামিক চেতনা সমৃদ্ধ। আর ফররুখ আহমদ ইসলামী রেঁনেসাঁর কবি হিসেবে ইসলামী চেতনা সমৃদ্ধ কবিতাই অনুবাদের প্রয়াশ পেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ফররুখ কাব্যে আরবী শব্দের প্রয়োগ।

কবি ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। কেননা, ফররুখ আহমদই ইসলামের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আরবী শব্দের ব্যাপক সমাহার ঘটিয়ে তাঁর কবিতাকে তথা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। আমরা জানি বাংলা ভাষা বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করে নিজের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। আর এই সমৃদ্ধ করণ মূলত দুটি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছে; প্রথমতঃ মানুষের মুখে বলার দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ লিখনীর মাধ্যমে ব্যবহারের দ্বারা। ফররুখ আহমদ বিদেশী শব্দ বিশেষকরে আরবী শব্দের ব্যাপক ব্যবহারের দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি তাঁর বিস্ময়কর কাব্য শক্তির দ্বারা আরবী শব্দকে বাংলা কবিতায় ব্যবহার করেছেন। কবি ফররুখ আহমদের কাব্যে ফররুখ আহমদের কবিতায় আরবী শব্দের প্রয়োগ ছিল অনেক বেশী। তাঁর কবিতায় আরবী শব্দের প্রয়োগের বিষয়টি নিম্নের বিবরণ থেকে স্পষ্ট বুঝা যাবে।

হে বন্য স্বপ্নেরা

মধুমতীর তীরে

১) ইশারা - ১৭শ চরণ।
২) সাকী - ১৮শ চরণ।

পথিক

১) মিনার - ১১শ চরণ।

পটভূমি

১) হাওয়া - ৫২ তম চরণ।
২) হাওয়া -৫৪ তম চরণ।
৩) হাওয়া -৫৪ তম চরণ।

পরিপ্রেক্ষিত

১) কবর - ১৮ শ চরণ।
২) কবর - ২০ শ চরণ।

জোয়ার

১) হাওয়া - ১১শ চরণ।
২) তুফান - ১২শ চরণ।
৩) সফর - ১৪শ চরণ।

নাবিক

১) ইশারা - ৭ম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

নৈশ কুকুরের ডাক

১) হাওয়া - ৮ম চরণ ।
২) হাওয়া - ১০ম চরণ ।

সংগতি

১) হাওয়া - ১২শ চরণ ।
২) কবর - ১২শ চরণ ।

ঘুন

১)হাওয়া - ১৪শ চরণ ।

প্রতীক

১)হাওয়া - তৃতীয় চরণ ।

বৈশাখ

১) সোয়ার - প্রথম চরণ ।
২) তুফান - ১০ম চরণ ।

জ্যৈষ্ঠ

১) নিশান - ১৪শ চরণ ।

ব্যক্তিগত

১) তাকিদ - ১৭শ চরণ ।
২) কালীন - ২৮তম চরণ ।
৩) মজলুম - ৩০তম চরণ ।
৪) জেহাদ - ৩৩তম চরণ ।
৫) কালীম - ৩৪তম চরণ ।

প্রেসম্যান

১) সাইমুম - ১২শ চরণ ।

সসাগরা

১) জমা - ৩৮তম চরণ ।
২) কবর - ৪৮তম চরণ ।

হে বন্য স্বপ্নেরা

১) খবর - ২৪তম চরণ ।
২) শয়তান - ৩৮তম চরণ ।
৩) হাওয়া - ৪২ তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

কাফেলা

কাফেলা

১) তুফান - প্রথম চরণ ।
২) হাওয়া - প্রথম চরণ ।
৩) কাফেলা - অষ্টম চরণ ।
৪) সাইমুম - ১৩শ চরণ ।
৫) কাফেলা - ১৪শ চরণ ।
৬) মঞ্জিল -১৬শ চরণ ।
৭) কাফেলা - ১৯শ চরণ ।
৮) হেরেন - ২৩ তম চরণ ।
৯) জামশিদ - ৩৩ তম চরণ ।
১০)নেকাব -৩৪ তম চরণ ।
১১) আল - বুরজ - ৩৭ তম চরণ ।
১২)জোহরা - ৩৮ তম চরণ ।
১৩)হাওয়া - ৩৯তম চরণ ।
১৪)কাফেলা - ৪০তম চরণ ।
১৫)মুসাফির - ৪১তম চরণ ।
১৬)হাওয়া - ৪৬তম চরণ ।
১৭) হেলাল -৪৮তম চরণ ।
১৮) হাওয়া - ৪৯তম চরণ ।
১৯) আজান - ৫৩তম চরণ ।
২০) কাফেলা - ৫৭তম চরণ ।
২১)মিনার - ৫৯তম চরণ ।
২২) সুরাত - ৬২তম চরণ ।
২৩) কাফেলা - ৬৯তম চরণ ।
২৪) শারাবান - ৭২তম চরণ ।
২৫) তহুরা - ৭২তম চরণ ।
২৬) সুবে- সাদেক - ৭৫তম চরণ ।
২৭) মোরাকাবা - ৭৬তম চরণ ।
২৮) জমা - ৮০তম চরণ ।
২৯) তুফান - ৯০তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

কাফেলা ও মঞ্জিল

১) মঞ্জিল - প্রথম চরণ।
২) কাফেলা - দ্বিতীয় চরণ।
৩) মঞ্জিল -তৃতীয় চরণ।
৪) কাফেলা - চতুর্থ চরণ।
৫) মঞ্জিল - পঞ্চম চরণ।
৬) কাফেলা - ৯ম চরণ।
৭) কাফেলা - ১২শ চরণ।
৮) মুসাফির - ১২শ চরণ।
৯) কাফেলা - ১৬শ চরণ।

তায়েফের পথে

১)সাইমুন - দ্বিতীয় চরণ।
২) কাফেলা - ১৪শ চরণ।
৩) তুফান - ৩৪তম চরণ।
৪) হাওয়া - ৪৭তম চরণ।
৫) খবর - ৪৭তম চরণ।
৬) কবর - ৪৮তম চরণ।

মদীনার মুসাফির

১) সুবেহ - প্রথম চরণ।
২) সাদেক - প্রথম চরণ।
৩) মদীনা - প্রথম চরণ।
৪) খলীফা - তৃতীয় চরণ।
৫) সিদ্দীক - চতুর্থ চরণ।
৬) হায়দর - পঞ্চম চরণ।
৭) কাফেলা - ষষ্ঠ চরণ।
৮) হাওয়া - অষ্টম চরণ।
৯) জেহাদ - ১১শ চরণ।
১০)কাফেলা - ১২শ চরণ।
১১)আজান - ১৫শ চরণ।
১২)কোরআন - ১৬শ চরণ।
১৩)নবী - ১৮শ চরণ।
১৪)মিনার - ১৯শ চরণ।
১৫)কাফেলা - ২৩তম চরণ।
১৬)নবী - ২৫তম চরণ।
১৭)কবর - ২৬তম চরণ।
১৮) সুবেহ - ২৭তম চরণ।
১৯)সাদেক - ২৭তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২০) হিন্দ- ২৯তম চরণ।
২১)খবর - ৩৮তম চরণ।
২২) সুবহে - ৩৯তম চরণ।
২৩) সাদেক - ৩৯তম চরণ।
২৪) মুসাফির - ৩৯তম চরণ।
২৫) কাফেলা - ৪৩তম চরণ।
২৬) ইশক - ৪৫তম চরণ।
২৭) শরাব - ৪৫তম চরণ।
২৮) হাওয়া - ৪৬তম চরণ।
২৯) জালিম - ৪৯তম চরণ।
৩০) মদীনা - ৫৩তম চরণ।
৩১)মুসাফির - ৫৩তম চরণ।
৩২) জেহাদ - ৫৪তম চরণ।
৩৩) মঞ্জিল - ৫৭তম চরণ।
৩৪) নবী - ৫৭তম চরণ।

খলিফাতুল মুসলেমিন
১) মদীনা - প্রথম চরণ।
২) জয়তুন - ১০ম চরণ।
৩) মদীনা - ২৮তম চরণ।
৪) সুরাত - ৩০তম চরণ।
৫) তাজ - ৪১তম চরণ।
৬) আমীর - ৫০তম চরণ।
৭) মুমিন - ৫০তম চরণ।
৮) মুমিন - ৫০তম চরণ।
৯) খলিফা - ৫০তম চরণ।
১০)খবর - ৫২তম চরণ।
১১)খলিফা - ৫৫তম চরণ।
১২)মুসলেমীন - ৫৫তম চরণ।
১৩)মঞ্জিল - ৬৪তম চরণ।
১৪)সাদেক - ৬৬তম চরণ।
১৫)মদীনা - ৬৬তম চরণ।

এজিদের ছুরি
১) ময়দান - চতুর্থ চরণ।
২) ইমান - অষ্টম চরণ।
৩) শহীদ - নবম চরণ।
৪) লেবাস - নবম চরণ।
৫) কোরান - ১৩শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৬) নবী - ১৪শ চরণ ।
৭) জালিম - ১৪শ চরণ ।
৮) মদীনা - ১৫শ চরণ ।
৯) খিলাফত - ১৫শ চরণ ।
১০) গোলাম - ১৬শ চরণ ।
১১)ইমাম - ১৮শ চরণ ।
১২)ইমান - ২৫তম চরণ ।
১৩)মুজাহিদ -২৫তম চরণ ।
১৪)ইশারা - ২৮তম চরণ ।
১৫) সওয়ার - ২৯তম চরণ ।
১৬)মুজাহিদ -৩১তম চরণ ।
১৭)হাওয়া -৩৫তম চরণ ।
১৮) ময়দান - ৩৭তম চরণ ।
১৯)ইমান - ৪০তম চরণ ।

বেলাল

১) জান্নাত - প্রথম চরণ ।
২) হাবসী - চতুর্থ চরণ ।
৩) মুস্তাকী - চতুর্থ চরণ ।
৪) ঈমান - চতুর্থ চরণ ।
৫) আহাদ - সপ্তম চরণ ।
৬) হাবসী - অষ্টম চরণ ।
৭) মুস্তাকী - অষ্টম চরণ ।
৮) ঈমান - অষ্টম চরণ ।
৯) আকীক - ১১শ চরণ ।
১০)হাবসী - ১২শ চরণ ।
১১)মুস্তাকী - ১২শ চরণ ।
১২)ঈমান - ১২শ চরণ ।
১৩)মুয়াজ্জিন - ১৩শ চরণ ।
১৪)সুবে - ১৪শ চরণ ।
১৫)সাদেক - ১৪শ চরণ ।
১৬)হাবসী - ১৬শ চরণ ।
১৭)ঈমান - ১৬শ চরণ ।
১৮) জান্নাত - ১৮শ চরণ ।
১৯)আজান - ১৮শ চরণ ।
২০) কুফরী - ১৯শ চরণ ।
২১)হেলাল - ১৯শ চরণ ।
২২) মিনার - ১৯শ চরণ ।
২৩) হাবসী - ২০শ চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

২৪) ঈমান - ২০শ চরণ।
২৫) জান্নাত - ২১শ চরণ।
২৬) জাহান্নাম - ২২শ চরণ।
২৭) সালাত - ২৩শ চরণ।
২৮) আজান - ২৩শ চরণ।
২৯) ঈমান - ২৪শ চরণ।

আলমগীর

১) তুফান - প্রথম চরণ।
২) মুনাফেক - নবম চরণ।
৩) বেদাত - দশম চরণ।
৪) তৌহিদ - ১২শ চরণ।
৫) জাহেলিয়াত - ১৩শ চরণ।
৬) কুফরী - ১৩শ চরণ।
৭) তাহজীব - ১৩শ চরণ।
৮) তমদ্দুন - ১৩শ চরণ।
৯) খবর - ১৮শ চরণ।

কোন বিয়াবানে?

১) কাফেলা - দ্বিতীয় চরণ।
২) ময়দান - সপ্তম চরণ।
৩) কাফেলা - অষ্টম চরণ।
৪) কাফেলা - ১৬শ চরণ।
৫) জুলমাত - ১৭শ চরণ।
৬) হাওয়া - ১৯শ চরণ।
৭) হেলাল -৩২তম চরণ।
৮) হাওয়া - ৩৯তম চরণ।
৯) মুয়াজ্জিন - ৪১ তম চরণ।
১০)আজান - ৪২ তম চরণ।
১১)কাফেলা - ৪৫ তম চরণ।
১২)মদীনা - ৪৬ তম চরণ।
১৩)কাফেলা - ৪৭ তম চরণ।
১৪)হায়াত - ৪৯ তম চরণ।
১৫)কাফেলা - ৫১ তম চরণ।
১৬)হাওয়া - ৫৯তম চরণ।
১৭)জেহাদ - ৬১তম চরণ।
১৮) জয়তুন - ৬৬তম চরণ।
১৯)কাফেলা - ৬৭ তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

নতুন সফর

১) সফর - চতুর্থ চরণ ।
২) তুফান - অষ্টম চরণ ।
৩) সফর - নবম চরণ ।
৪) শহীদ - ২২শ চরণ ।
৫) যয়ীফ - ২৬শ চরণ ।
৬) শহীদ - ৩১তম চরণ ।
৭) সফর - ৩২তম চরণ ।
৮) জমা - ৩৫তম চরণ ।
৯) ইত্তেহাদ - ৩৬তম চরণ ।
১০)জিহাদ - ৩৭তম চরণ ।
১১)জিহাদ - ৩৮তম চরণ ।
১২)মালিক - ৪৩তম চরণ ।
১৩)আহাদ - ৪৪তম চরণ ।
১৪)হক - ৪৬তম চরণ ।
১৫)ইনসাফ - ৪৬তম চরণ ।
১৬)বনি - ৪৭তম চরণ ।
১৭)কবর - ৫০তম চরণ ।
১৮) ইযযত - ৫১তম চরণ ।
১৯)দুনিয়া - ৫২তম চরণ ।
২০) তুফান - ৫৮তম চরণ ।
২১)সফর - ৫৯তম চরণ ।

নতুন সফর

১) মিনার - প্রথম চরণ ।
২) শহীদ - দ্বিতীয় চরণ ।
৩) মজলুম - ষষ্ঠ চরণ ।
৪) মুজাহিদ - দশম চরণ ।
৫) খান্নাস - ১৯শ চরণ ।
৬) মুজাহিদ -৩১তম চরণ ।
৭) শহীদ - ৩৩তম চরণ ।
৮) শহীদ - ৩৪তম চরণ ।
৯) মিনার - ৩৫তম চরণ ।

চর্তুদশপদী

১) কাফেলা - প্রথম চরণ ।
২) হাওয়া - চতুর্থ চরণ ।
৩) কাফেলা - পঞ্চম চরণ ।
৪) মদীনা - সপ্তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৫) নবী - সপ্তম চরণ ।
৬) নবী - সপ্তম চরণ ।
৭) মঞ্জিল - নবম চরণ ।
৮) মুসাফির - ১১শ চরণ ।
৯) কাফেলা - ১৩শ চরণ ।

দুই নৃত্য
১) কালীন - দ্বিতীয় চরণ ।
২) কালীন - পঞ্চম চরণ ।
৩) আখেরী - পঞ্চম চরণ ।
৪) জামানা - পঞ্চম চরণ ।
৫) জুলমাত - সপ্তম চরণ ।

বৈশাখ
১) নকীব - প্রথম চরণ ।
২) মুসাফির - ষষ্ঠ চরণ ।
৩) হাশর - অষ্টম চরণ ।
৪) মওত - ১৮শ চরণ ।
৫) জুলকারনাইন - ২৪শ চরণ ।
৬) জালাল - ৩৬তম চরণ ।
৭) ফকীর - ৩৬তম চরণ ।
৮) কালীন - ৩৭তম চরণ ।
৯) নকীব - ৪৭তম চরণ ।
১০)আলবিদা - ৫৩তম চরণ ।
১১)নবী - ৭১তম চরণ ।
১২)উম্মৎ - ৭১তম চরণ ।
১৩)জ্বিন - ৭২তম চরণ ।
১৪)আলম - ৮৬তম চরণ ।
১৫)মুজাহিদ - ৮৬তম চরণ ।
১৬)তকবির - ৮৬ তম চরণ ।
১৭)কুল - ৮৬ তম চরণ ।
১৮) মখলুকাত - ৮৬ তম চরণ ।
১৯)আশরাফ - ৮৯ তম চরণ ।
২০) মখলুক - ৮৯ তম চরণ ।
২১)ইনসান - ৮৯ তম চরণ ।
২২) মুমীন - ৯১ তম চরণ ।
২৩) জেহাদ - ৯২তম চরণ ।
২৪) লা - ১০৭তম চরণ ।
২৫) শরীক - ১০৭তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

২৬) জব্বার - ১০৭তম চরণ।
২৭) কাহ্হার - ১০৭তম চরণ।
২৮) জব্বার - ১১৩তম চরণ।
২৯) কাহ্হার - ১১৩তম চরণ।
৩০) রহীম - ১১৩তম চরণ।
৩১)রহমান - ১১৩তম চরণ।
৩২) ইশারা - ১১৪তম চরণ।
৩৩) রহমত - ১১৫তম চরণ।
৩৪) জান্নাত - ১১৬তম চরণ।
৩৫) শহীদ - ১১৭তম চরণ।

ঝড়

১) তুফান - ১৩শ চরণ।
২) শাহীন - ৪০তম চরণ।
৩) আলম - ৪৩তম চরণ।
৪) মুসাফির - ৪৮তম চরণ।
৫) হিম্মৎ - ৪৮তম চরণ।
৬) মালেক - ৫০তম চরণ।
৭) দুনিয়া - ৬৭তম চরণ।
৮) দুনিয়া - ৮০তম চরণ।
৯) জান্নাত - ৮০তম চরণ।
১০)ইন্তেজার - ৮৭তম চরণ।
১১)হাভিয়া- ৮০তম চরণ।

বর্ষায়

১) কাফেলা - প্রথম চরণ।
২) জান্নাত - নবম চরণ।
৩) হাওয়া - ১৫শ চরণ।
৪) ইশারা - ২৩শ চরণ।
৫) হায়াত - ৩৪তম চরণ।
৬) মঞ্জিল - ৭০তম চরণ।

পদ্মা

১) খবর - ৪৫তম চরণ।
২) কুল - ৮৫তম চরণ।
৩) মখলুক - ৮৫ তম চরণ।
৪) রব - ৮৫ তম চরণ।
৫) মঞ্জিল - ৯০তম চরণ।

আরিচা-পারঘাটে

Dhaka University Institutional Repository

১) মঞ্জিল - ১৮শ চরণ।
২) তুফান - ২৩শ চরণ।
৩) তুফান - ২৫শ চরণ।
৪) মঞ্জিল - ৪১তম চরণ।
৫) খবর - ৪৮তম চরণ।
৬) হায়াত - ৫৬তম চরণ।
৭) জুলমাত - ৬২তম চরণ।
৮) কবর - ৬৭তম চরণ।
৯) কাফেলা - ৬৯তম চরণ।
১০)খবর - ৬৯তম চরণ।
১১)সফর - ৭০তম চরণ।

দ্বীপ নির্মাণ

১) খবর - ২৫তম চরণ।
২) মওত - ৩২তম চরণ।

সৃষ্টির গান

১) ইশারা - ১৩শ চরণ।
২) বাকী - ১৫শ চরণ।
৩) হাওয়া - ২০শ চরণ।
৪) হাওয়া - ২৫শ চরণ।
৫) বনি - ৩৪তম চরণ।
৬) কুয়ত - ৪১তম চরণ।

স্বর্ণ ঈগল

১) হাভিয়া - ১৯শ চরণ।
২) ইশারা - ২৪শ চরণ।
৩) ইশারা - ২৬শ চরণ।
৪) ইশারা - ২৮শ চরণ।
৫) তুফান - ৩২তম চরণ।
৬) সুবে - ৩৬তম চরণ।
৭) সাদিক - ৩৬তম চরণ।
৮) ইশারা - ৩৭তম চরণ।
৯) হাভিয়া - ৩৮তম চরণ।

ইনকিলাব

১) ইসলাম - প্রথম চরণ।
২) ইনকিলাব - প্রথম চরণ।
৩) ইনকিলাব - তৃতীয় চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৪) ইনকিলাব - চতুর্থ চরণ।
৫) ইনকিলাব - নবম চরণ।
৬) ইনকিলাব - দশম চরণ।
৭) জালিম - ১২শ চরণ।
৮) ইনকিলাব -১৫শ চরণ।
৯) ইনকিলাব - ১৬শ চরণ।
১০) হেলাল - ১৭শ চরণ।
১১)ইনকিলাব - ২১শ চরণ।
১২) ইনকিলাব - ২২শ চরণ।

কিসসাখানির বাজার

১) আজব - প্রথম চরণ।
২) দুনিয়া - প্রথম চরণ।
৩) খবর - চতুর্থ চরণ।
৪) ইনসাফ - ষষ্ঠ চরণ।
৫) ঈদ - সপ্তম চরণ।
৬) ফিতর - সপ্তম চরণ।
৭) বরাত - অষ্টম চরণ।
৮) মওত - ১৫শ চরণ।
৯) দুনিয়া - ৩৯তম চরণ।
১০)ওয়ারিশ - ৪৪তম চরণ।
১১)জান্নাত - ৫১তম চরণ।
১২)দৌলত - ৫৩তম চরণ।
১৩)মিসকিন - ৫৫তম চরণ।
১৪)মুনাজাত - ৫৮তম চরণ।
১৫)ইশারা - ৬৪তম চরণ।
১৬)তাজ - ৭২তম চরণ।

ঈদের স্বপ্ন

১) খবর - তৃতীয় চরণ।
২) ইশারা - ষষ্ঠ চরণ।
৩) হাওয়া - অষ্টম চরণ।
৪) ঈদ - নবম চরণ।

ঈদের কবিতা

১) আলবিদা - নবম চরণ।
২) রমজান - নবম চরণ।
৩) জান্নাত - দশম চরণ।
৪) ঈদ - ১৭শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৫) আশরাফ - ২৩শ চরণ ।
৬) ইবাদত - ২৩শ চরণ ।
৭) আতরাফ - ২৪শ চরণ ।
৮) ঈদ - ২৪শ চরণ ।
৯) জাহান্নাম - ২৫শ চরণ ।
১০)শরাফত - ২৫শ চরণ ।
১১)ঈদ - ২৬শ চরণ ।
১২)ঘাদিন - ২৯শ চরণ ।
১৩)কওসর - ৪১তম চরণ ।
১৪)সিয়াম - ৪২তম চরণ ।
১৫)আশিক - ৪৩তম চরণ ।
১৬)মখলুকাত - ৪৫তম চরণ ।
১৭)জান্নাত - ৪৬তম চরণ ।
১৮) অথুয়াত - ৪৯তম চরণ ।
১৯)কুল - ৫১তম চরণ ।
২০) মুমীন - ৫১তম চরণ ।
২১)জামাত - ৫১তম চরণ ।
২২) আহাদ - ৫৩তম চরণ ।
২৩) জামানা - ৫৪তম চরণ ।
২৪) তওহীদ - ৫৫তম চরণ ।
২৫) হিসাব - ৫৮তম চরণ ।
২৬) ঈদ - ৫৯তম চরণ ।

শোরেবাঙলার মাজারে
১) জানাজা - ৪৮তম চরণ ।
২) শরীক - ৪৮তম চরণ ।
৩) তাজ - ৫১তম চরণ ।
৪) মুজাহিদ - ৬৪তম চরণ ।
৫) মজলুম - ৬৬তম চরণ ।
৬) মুসাফির - ৬৭তম চরণ ।

শিরল
১) মজলুম - পঞ্চম চরণ ।
২) আল-হেলাল - ষষ্ঠ চরণ ।
৩) হেলাল - সপ্তম চরণ ।
৪) নকীব - ১৩শ চরণ ।
৫) নকীব - ১৭শ চরণ ।

বিরান শড়কের গাণ

Dhaka University Institutional Repository

১) খবর - অষ্টম চরণ।
২) কবর - দশম চরণ।
৩) জমা - ১৬শ চরণ।
৪) জমা - ১৭শ চরণ।
৫) খবর - ২৩শ চরণ।
৬) জেহাদ - ২৭শ চরণ।
৭) তুফান - ২৭শ চরণ।

ইবলিস ও বনি আদম

১) বনি - ২৫শ চরণ।
২) হাওয়া - ২৮শ চরণ।
৩) ইবলিস - ৩৩তম চরণ।
৪) জেহাদ - ৩৭তম চরণ।
৫) ময়দান - ৪০তম চরণ।
৬) আলম - ৪৮তম চরণ।
৭) দুনিয়া - ৫০তম চরণ।
৮) আউলাদ - ৫২তম চরণ।
৯) দুনিয়া - ৭৪তম চরণ।
১০)আউলাদ - ৮৪তম চরণ।
১১)জান্নাত - ৯৪তম চরণ।
১২)তৌহিদ - ৯৪তম চরণ।
১৩)জেহাদ - ৯৭তম চরণ।
১৪)দুনিয়া - ১০২তম চরণ।
১৫)নকীব - ১১০তম চরণ।
১৬)ইবলিস - ১১৭তম চরণ।
১৭)রসুল - ১২৪তম চরণ।
১৮) ময়দান - ১২৫তম চরণ।
১৯)জান্নাত - ১৪৮তম চরণ।
২০) ইবলিস - ১৫৬তম চরণ।
২১)মঞ্জিল - ১৬৪তম চরণ।
২২) আশরাফ - ১৬৮তম চরণ।
২৩) মখলুক - ১৬৮তম চরণ।
২৪) ইনসান - ১৬৮তম চরণ।
২৫) বনি - ১৬৮তম চরণ।
২৬) ইবলিস - ১৭১তম চরণ।
২৭) জামানা - ১৭১তম চরণ।
২৮) সিরাজাম - ১৭৩তম চরণ।
২৯) মুনীরা - ১৭৩তম চরণ।
৩০) মঞ্জিল - ১৭৫তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৩১)তৌহিদ - ১৭৭তম চরণ ।
৩২) আখের - ১৭৮তম চরণ ।
৩৩) শহীদ - ১৮৬তম চরণ ।
৩৪) মুমীন - ১৮৬ তম চরণ ।
৩৫) শহীদ - ১৮৭তম চরণ ।
৩৬) কালীম - ১৮৯তম চরণ ।
৩৭) খলিল - ১৯১তম চরণ ।
৩৮) মদদ - ১৯২তম চরণ ।
৩৯) দুনিয়া - ১৯৩তম চরণ ।
৪০) খিলাফত - ১৯৪তম চরণ ।
৪১)রাশেদা - ১৯৪তম চরণ ।
৪২) তুফান - ১৯৮তম চরণ ।
৪৩) খিলাফত - ২০৬তম চরণ ।
৪৪) রাশেদা - ২০৬তম চরণ ।
৪৫) খিলাফত - ২০৮তম চরণ ।
৪৬) মিনার - ২১১তম চরণ ।
৪৭) উম্মী - ২১২তম চরণ ।
৪৮) জেহাদ - ২১৬তম চরণ ।
৪৯) বনি - ২১৮তম চরণ ।
৫০) তুফান - ২২৪তম চরণ ।
৫১)ইবলিস - ২৩১তম চরণ ।
৫২) মুসলীম - ২৩৫তম চরণ ।
৫৩) মিলাত - ২৩৫তম চরণ ।
৫৪) ইবলিস - ২৩৭তম চরণ ।
৫৫) ইহুদী - ২৪১তম চরণ ।
৫৬) আখের - ২৪৩তম চরণ ।
৫৭) নবী - ২৪৩তম চরণ ।
৫৮) দ্বীন - ২৪৫তম চরণ ।
৫৯) মুসলীম - ২৪৭তম চরণ ।
৬০) মিলাত - ২৪৯তম চরণ ।
৬১)তরিকা - ২৫০তম চরণ ।
৬২) নবী - ২৫৪তম চরণ ।
৬৩) তরিকা - ২৫৪তম চরণ ।
৬৪) শাহীন - ২৫৫তম চরণ ।
৬৫) গোলাম - ২৫৫তম চরণ ।
৬৬) তামাম - ২৫৮তম চরণ ।
৬৭) আলম - ২৫৮তম চরণ ।
৬৮) মুজাহিদ - ২৫৯তম চরণ ।
৬৯) মোমিন - ২৫৯তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৭০) ইনসাফ - ২৬০তম চরণ।
৭১)ইবলিস - ২৬২তম চরণ।
৭২) মোমিন - ২৬৪তম চরণ।
৭৩) জেহাদ - ২৬৮তম চরণ।
৭৪) জেহাদ - ২৭৩তম চরণ।
৭৫) ইনসাফ - ২৭৫তম চরণ।
৭৬) জেহাদ - ২৭৮তম চরণ।
৭৭) জেহাদ - ২৭৯তম চরণ।
৭৮) হায়াত - ২৯০তম চরণ।
৭৯) জেহাদ - ২৯২তম চরণ।
৮০) জেহাদ - ৩০৪তম চরণ।
৮১) জালিম - ৩১১তম চরণ।
৮২) নবী - ৩১৪তম চরণ।
৮৩) ইনসান - ৩১৪তম চরণ।
৮৪) ইনসান - ৩১৫তম চরণ।
৮৫) জেহাদ - ৩২৪তম চরণ।
৮৬) জালিম - ৩২৫তম চরণ।
৮৭) ইবলিস - ৩২৮তম চরণ।
৮৮) ইবলিস - ৩৩২তম চরণ।

হাবেদা মরুর কাহিনী

এক

১) জুলমাত - প্রথম চরণ।
২) ইনসান - ১৩শ চরণ।
৩) জয়ীফ - ১৫শ চরণ।
৪) কাফেলা - ১৬শ চরণ।

দুই

১) কাফেলা - প্রথম চরণ।
২) হাওয়া - দ্বিতীয় চরণ।
৩) ময়দান - চতুর্থ চরণ।
৪) কাফেলা - সপ্তম চরণ।
৫) জ্বীন - ১২শ চরণ।
৬) কাফেলা - ১৯শ চরণ।
৭) হাম্মান - ২২শ চরণ।
৮) ইশারা - ২৪শ চরণ।
৯) কাফেলা - ২৭শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১০)হাওয়া - ২৯শ চরণ ।
১১) ময়দান - ৩০শ চরণ ।

তিন

১) জওয়াব - দ্বিতীয় চরণ ।
২) সওয়াল - তৃতীয় চরণ ।
৩) ইশারা - ২২শ চরণ ।

চার

১) মুসাফির - দ্বিতীয় চরণ ।
২) সূরাত - চতুর্থ চরণ ।
৩) মুশতারি - সপ্তম চরণ ।
৪) সুরাইয়া - সপ্তম চরণ ।
৫) ময়দান - দশম চরণ ।
৬) দুনিয়া - ১৩শ চরণ ।
৭) সওয়াল - ২১শ চরণ ।
৮) কামিল - ২৯শ চরণ ।
৯) ইনসান - ২৯শ চরণ ।
১০)নাজাত - ৩০শ চরণ ।

পাঁচ

১) হাম্মাম - তৃতীয় চরণ ।
২) মুসাফির - ১৩শ চরণ ।
৩) হাজ্জাম - ২২শ চরণ ।

সাত

১)জাহান্নাম - ১৭শ চরণ ।

আট

১) নজর - ২৪শ চরণ ।
২) খলিফা - ২৫শ চরণ ।

নয়

১) হাওয়া - ২০শ চরণ ।

দশ

১) হাওয়া - ২০শ চরণ ।

এগারো

Dhaka University Institutional Repository

১) সুফী - ষষ্ঠ চরণ।
২) দুনিয়া - অষ্টম চরণ।
৩) সনদ - দশম চরণ।
৪) খিলাফত - ১১শ চরণ।
৫) দুনিয়া - ১৩শ চরণ।
৬) জালিম - ২০শ চরণ।
৭) জুলুম - ২০শ চরণ।
৮) মেশক - ২৬শ চরণ।
৯) মুহব্বত - ২৭ চরণ।
১০)ইয়াকুত - ৩৩তম চরণ।
১১)জওয়াহের - ৩৩তম চরণ।
১২)দুনিয়া - ৩৪তম চরণ।
১৩)দুনিয়া - ৩৬তম চরণ।
১৪)জুলমাত - ৩৮তম চরণ।
১৫)তৌহিদ - ৩৯তম চরণ।

বারো

১) ঈমান - দ্বিতীয় চরণ।
২) ঈমান - দ্বিতীয় চরণ।
৩) দুনিয়া - ১৪শ চরণ।
৪) জওয়াহের - ১৫শ চরণ।
৫) দুনিয়া - ১৭শ চরণ।

তেরো

১) ময়দান - প্রথম চরণ।
২) মনজিল - দ্বিতীয় চরণ।

চৌদ্দ

১) নবুয়ত - পঞ্চম চরণ।
২) কুতুব - ১৬শ চরণ।
৩) সিদ্দিক - ১৯শ চরণ।
৪) আখেরী - ২০শ চরণ।
৫) নবী - ২০শ চরণ।
৬) উম্মত - ২০শ চরণ।

পনেরো

১) ইসলাম - প্রথম চরণ।
২) খলিফা - প্রথম চরণ।
৩) হজরত - দ্বিতীয় চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৪) গণি - দ্বিতীয় চরণ।
৫) নবী - তৃতীয় চরণ।
৬) জিন্নুরাইন - চতুর্থ চরণ।
৭) নবী - ১১শ চরণ।
৮) নবী - ১২শ চরণ।

বোল

১) রহমত - প্রথম চরণ।

সতেরো

১) কওম - ১৩শ চরণ।
২) তকদির - ১৩শ চরণ।

আঠারো

১) মুসলীম - চতুর্থ চরণ।
২) হক - দশম চরণ।
৩) ইনসাফ - দশম চরণ।
৪) জালিম - ১১শ চরণ।
৫) জুলুম - ১১শ চরণ।
৬) মুসলীম - ১৪শ চরণ।
৭) মুসলীম - ২২শ চরণ।
৮) তৌহিদ - ৩৮তম চরণ।
৯) মুসলীম - ৩৮তম চরণ।
১০)দুনিয়া - ৪৪তম চরণ।
১১)মর্সিয়া - ৫১তম চরণ।
১২)ইসলাম - ৬০তম চরণ।
১৩)দুনিয়া - ৬১তম চরণ।

বিশ

১) নবী - সপ্তম চরণ।
২) নবী - অষ্টম চরণ।
৩) নবী - নবম চরণ।
৪) ইসলাম - ১৩শ চরণ।

একুশ

১) ইসলাম - প্রথম চরণ।
২) ইসলাম- দ্বিতীয় চরণ।
৩) সুন্না - চতুর্থ চরণ।
৪) ইসলাম - পঞ্চম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৫) ইসলাম - নবম চরণ।
৬) ইসলাম - ১১শ চরণ।

তেইশ
১) নবী - চতুর্থ চরণ।

চব্বিশ
১) দুনিয়া - পঞ্চম চরণ।

পঁচিশ
১) নিশার - প্রথম চরণ।
২) দুনিয়া - ষষ্ঠ চরণ।

সাতাশ
১) খিদমত - ষষ্ঠ চরণ।
২) ইসলাম - সপ্তম চরণ।
৩) ইনসান - সপ্তম চরণ।
৪) খিদমত - অষ্টম চরণ।
৫) ইসলাম - নবম চরণ।
৬) ইনসান - নবম চরণ।

আটাশ
১) দুনিয়া - দ্বিতীয় চরণ।
২) আল্লায়হে - সপ্তম চরণ।
৩) সালাম - সপ্তম চরণ।
৪) হাজী - নবম চরণ।

উনত্রিশ
১) দুনিয়া - তৃতীয় চরণ।
২) মুসাফির - পঞ্চম চরণ।
৩) মেশক - ১৫শ চরণ।

ত্রিশ
১) তুফান - দ্বিতীয় চরণ।
২) জেহাদ - তৃতীয় চরণ।
৩) জেহাদ - ষষ্ঠ চরণ।

বত্রিশ
১) জেহাদ - প্রথম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২) রেজা - দ্বিতীয় চরণ।
৩) মুজাহিদ - অষ্টম চরণ।
৪) ময়দান - ১১শ চরণ।
৫) মুনাফেক - ১২শ চরণ।
৬) মুমীন - ১৩শ চরণ।
৭) শাহীন - ১৫শ চরণ।

তেত্রিশ

১) মতলব - ৩১তম চরণ।
২) হাসিল - ৩১তম চরণ।

চৌত্রিশ

১) কুঅত - নবম চরণ।
২) মুজাহিদ - ১২শ চরণ।

পঁয়ত্রিশ

১) হজরত - দ্বিতীয় চরণ।
২) মুজাহিদ - তৃতীয় চরণ।
৩) জেহাদ - চতুর্থ চরণ।
৪) রেজা - পঞ্চম চরণ।
৫) নবী - ১২শ চরণ।
৬) খলিফা - ১২শ চরণ।

ছত্রিশ

১) শহীদ - দ্বিতীয় চরণ।
২) শহীদ - ষষ্ঠ চরণ।
৩) দুনিয়া - সপ্তম চরণ।
৪) নবী - ১২শ চরণ।
৫) উম্মৎ - ১২শ চরণ।

আটত্রিশ

১) দুনিয়া - ষষ্ঠ চরণ।
২) জাহান্নাম - সপ্তম চরণ।
৩) মুনাফেক - ২০শ চরণ।

উনচল্লিশ

১) মঞ্জিল - সপ্তম চরণ।

চল্লিশ

Dhaka University Institutional Repository

১) নজর - দ্বিতীয় চরণ।
২) ঈমান - ১৮শ চরণ।
৩) আদব - ২৭শ চরণ।
৪) লেহাজ - ২৭শ চরণ।
৫) জালিম - ৪৮তম চরণ।
৬) মজলুম - ৪৯তম চরণ।
৭) হালাল - ৫২তম চরণ।
৮) খিদমত - ৫৩তম চরণ।

একচল্লিশ

১) তুফান - তৃতীয় চরণ।

বিয়াল্লিশ

১) সফর - পঞ্চম চরণ।
২) সফর - ষষ্ঠ চরণ।
৩) ময়দান - ২৫শ চরণ।

তেতাল্লিশ

১) বিদায় - দ্বিতীয় চরণ।
২) আউলাদ - পঞ্চম চরণ।
৩) মশহুর - ষষ্ঠ চরণ।
৪) ওয়ারিশ - ১২শ চরণ।

চুয়াল্লিশ

১) মঞ্জিল - অষ্টম চরণ।
২) মঞ্জিল - নবম চরণ।

পঁয়তাল্লিশ

১) ঈমান - তৃতীয় চরণ।
২) কাফেলা - তৃতীয় চরণ।
৩) মুজাহিদ - পঞ্চম চরণ।
৪) জুলমাত - সপ্তম চরণ।
৫) হায়াত - অষ্টম চরণ।
৬) রহমত - নবম চরণ।
৭) সওয়াল - ১৬শ চরণ।
৮) জওয়াব - ১৬শ চরণ।
৯) কাফেলা - ১৬শ চরণ।
১০) সুবহে - ২১শ চরণ।
১১) উম্মী - ২১শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

ছেচল্লিশ

১) দুনিয়া - ১২শ চরণ।
২) দৌলত - ১২শ চরণ।
৩) কিস্মত - ১২শ চরণ।

সাতচল্লিশ

১) কালীন - দ্বিতীয় চরণ।
২) রেজা - অষ্টম চরণ।

আটচল্লিশ

১) মুসাফির - পঞ্চম চরণ।
২) মুসাফির - ১২শ চরণ।
৩) জিন - ১৬শ চরণ।
৪) হাম্মাম - ১৬শ চরণ।
৫) ইবলিস - ২০শ চরণ।
৬) মুসাফির - ২১শ চরণ।
৭) হাম্মাম - ২৭শ চরণ।
৮) ইশারা - ৩২তম চরণ।

উনপঞ্চাশ

১) মনজিল - তৃতীয় চরণ।
২) কাফেলা - ষষ্ঠ চরণ।
৩) হাম্মাম - দশম চরণ।
৪) ইবলিস - ২০শ চরণ।
৫) সফর - ২৩শ চরণ।
৬) জেহাদ - ২৪শ চরণ।
৭) জান্নাত - ৩৫তম চরণ।
৮) দুনিয়া - ৩৬তম চরণ।
৯) দুনিয়া - ৩৭তম চরণ।

দিলরুবা

প্রথম স্তবক

দুই

১) খুলা - তৃতীয় চরণ।

তিন

Dhaka University Institutional Repository

১) তুহিন - দ্বিতীয় চরণ।

ছয়

১) তুফান - ১৩শ চরণ।

দ্বিতীয় স্তবক

পাঁচ

১) খুলা - দশম চরণ।

ছয়

১) হাওয়া - সপ্তম চরণ।

সাত

১) ইশারা - পঞ্চম চরণ।

তৃতীয় স্তবক

পাঁচ

১) খবর - ১৪শ চরণ।

পাঁচ - ক

১) খবর - সপ্তম চরণ।
২) বিদায় - ১১শ চরণ।

চতুর্থ স্তবক

এক

১) নেকাব - তৃতীয় চরণ।
২) ইশারা - ষষ্ঠ চরণ।

দুই

১) নেকাব - নবম চরণ।

পাঁচ

১) সাকী - অষ্টম চরণ।

পঞ্চম স্তবক

এক

Dhaka University Institutional Repository

১) খুলা - তৃতীয় চরণ।

দুই

১) খুলা - তৃতীয় চরণ।

তিন

১) খুলা - তৃতীয় চরণ।

ছয়

১) হাওয়া - ১১শ চরণ।

সাত

১) হাওয়া - নবম চরণ।
২) খুলা - ১১শ চরণ।

সপ্তম স্তবক

এক

১) হাওয়া - চতুর্থ চরণ।

তিন

১) সাকি - - তৃতীয় চরণ।

ছয়

১) শহীদ - অষ্টম চরণ।

দশ

১) মঞ্জিল - অষ্টম চরণ।

ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য

মীর - জাফরের কৈফিয়ত

১) হাল - ১১শ চরণ।
২) হকিকত - ১১শ চরণ।
৩) দুনিয়া - ১৪শ চরণ।
৪) হায়াত - ১৮শ চরণ।
৫) দুনিয়া - ১৯শ চরণ।
৬) তাকিদ - ৩৮তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৭) মতলব - ৪৪তম চরণ ।
৮) ঈমান - ৪৫তম চরণ ।
৯) মুনাফেক - ৪৫তম চরণ ।
১০)কওম - ৪৭তম চরণ ।
১১)গরীব - ৫১তম চরণ ।
১২)ইশারা - ৫৬তম চরণ ।
১৩)নিজাত - ৫৭তম চরণ ।
১৪)জুলমাত - ৫৮তম চরণ ।
১৫)দ্বীন - ৫৯তম চরণ ।
১৬)আমীর - ৬০তম চরণ ।
১৭)ইসলাম - ৬১তম চরণ ।
১৮) জামাত - ৬১তম চরণ ।
১৯)বরাত - ৬২তম চরণ ।
২০) হায়াত - ৬৫তম চরণ ।
২১)ওয়ারিশ - ৬৫তম চরণ ।
২২) আউলিয়া - ৬৮তম চরণ ।
২৩) আলেম - ৬৮তম চরণ ।
২৪) হেজাজ - ৬৯তম চরণ ।
২৫) তৌহিদ - ৭০তম চরণ ।
২৬) দ্বীন - ৭১তম চরণ ।
২৭) সিলসিলা - ৭৩তম চরণ ।
২৮) হালুয়া - ৭৫তম চরণ ।
২৯) দুনিয়া - ৭৬তম চরণ ।
৩০) মোল্লা - ৭৭তম চরণ ।
৩১)কোরান - ৮১তম চরণ ।
৩২) ইবলিস - ৮৩তম চরণ ।
৩৩) লা - ৮৫তম চরণ ।
৩৪) দ্বীন - ৮৫তম চরণ ।
৩৫) বেদাত - ৮৫তম চরণ ।
৩৬) মুজাদ্দিদ - ৮৭তম চরণ ।
৩৭) আলফ - ৮৭তম চরণ ।
৩৮) সানী - ৮৭তম চরণ ।
৩৯) ফিকির - ৮৮তম চরণ ।
৪০) তৌহিদ - ৯৬তম চরণ ।
৪১)কালাম - ৯৬তম চরণ ।
৪২) নবীজী - ৯৯তম চরণ ।
৪৩) ঈমান - ১০৩তম চরণ ।
৪৪) তৌহিদ - ১০৫তম চরণ ।
৪৫) দ্বীন - ১০৬তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬) সূফী - ১১০তম চরণ ।
৪৭) হুজরা - ১১১তম চরণ ।
৪৮) নজর - ১১৩তম চরণ ।
৪৯) নিয়াজ - ১১৩তম চরণ ।
৫০) মালিক - ১১৪তম চরণ ।
৫১)লা - ১১৪তম চরণ ।
৫২) খেরাজ - ১১৪তম চরণ ।
৫৩) মোলা - ১১৫তম চরণ ।
৫৪) মোলা - ১১৫তম চরণ ।
৫৫) আলেম - ১১৬তম চরণ ।
৫৬) ইশারা - ১১৭তম চরণ ।
৫৭) জালেম - ১১৭তম চরণ ।
৫৮) রইস - ১১৮তম চরণ ।
৫৯) মিসকিন - ১১৯তম চরণ ।
৬০) মাজার - ১২২তম চরণ ।
৬১)কোরান - ১২৩তম চরণ ।
৬২) ইসলাম - ১২৪তম চরণ ।
৬৩) ইসলাম - ১২৭তম চরণ ।
৬৪) ইসলাম - ১২৮তম চরণ ।
৬৫) কোরান - ১৩০তম চরণ ।
৬৬) সুন্নাত - ১৩২তম চরণ ।
৬৭) খিলাফত - ১৩৫তম চরণ ।
৬৮) রাশেদা - ১৩৫তম চরণ ।
৬৯) দুনিয়া - ১৩৬তম চরণ ।
৭০) মুজলুম - ১৩৭তম চরণ ।
৭১)জমা - ১৩৮তম চরণ ।
৭২) মুসলীম - ১৩৯তম চরণ ।
৭৩) মোসাহেব - ১৪২তম চরণ ।
৭৪) দুনিয়া - ১৪৯তম চরণ ।
৭৫) লেবাস - ১৫৪তম চরণ ।
৭৬) খবর - ১৫৫তম চরণ ।
৭৭) হাওয়া - ১৫৭তম চরণ ।
৭৮) হালুয়া - ১৬২তম চরণ ।
৭৯) শরাফত - ১৬৯তম চরণ ।
৮০) মহল - ১৬৯তম চরণ ।
৮১) জাহান্নাম - ১৭৫তম চরণ ।
৮২) ইফতার - ১৭৭তম চরণ ।
৮৩) ইসলাম - ১৭৮তম চরণ ।
৮৪) সালাত - ১৭৮তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৮৫) জাকাত - ১৭৮তম চরণ ।
৮৬) জেহাদ - ১৭৯তম চরণ ।
৮৭) উখুয়াত - ১৭৯তম চরণ ।
৮৮) জামাত - ১৭৯তম চরণ ।
৮৯) মুনাফেক - ১৮২তম চরণ ।
৯০) কওম - ১৮৫তম চরণ ।
৯১)জমা - ১৮৭তম চরণ ।
৯২) শরীক - ১৯৮তম চরণ ।
৯৩) নহল - ১৯৮তম চরণ ।
৯৪) মালুম - ২০০তম চরণ ।
৯৫) ফিকির - ২০২তম চরণ ।
৯৬) হায়াত - ২০৭তম চরণ ।
৯৭) মুসলীম - ২২৩তম চরণ ।
৯৮) দুনিয়া - ২২৪তম চরণ ।
৯৯) মুনাফেক - ২২৪তম চরণ ।
১০০) ইসলাম - ২২৬তম চরণ ।
১০১) মুসলীম - ২২৬তম চরণ ।
১০২) মিয়া - ২২৮তম চরণ ।
১০৩) কিতাব - ২৩২তম চরণ ।
১০৪) মসজিদ - ২৩২তম চরণ ।
১০৫) মুসলীম - ২৩৭তম চরণ ।
১০৬) তৌহিদ - ২৩৮তম চরণ ।
১০৭) খুলা - ২৪২তম চরণ ।
১০৮) কিসমত - ২৪৬তম চরণ ।
১০৯) তরক্কী - ২৪৮তম চরণ ।
১১০) মুনাফেক - ২৪৯তম চরণ ।
১১১) ইবলিস - ২৫১তম চরণ ।
১১২) ফিতনা - ২৫৬তম চরণ ।
১১৩) ফাসাদ - ২৫৬তম চরণ ।
১১৪) হায়াত - ২৬৪তম চরণ ।
১১৫) খান্নাস - ২৬৮তম চরণ ।
১১৬) বরাত - ২৬৯তম চরণ ।
১১৭) কসুর - ২৭৯তম চরণ ।
১১৮) মসনদ - ২৮৪তম চরণ ।
১১৯) আমীর - ২৮৯তম চরণ ।
১২০) শরীফ - ২৮৯তম চরণ ।
১২১) গরীব - ২৯৩তম চরণ ।
১২২) ইমারত - ২৯৩তম চরণ ।
১২৩) হেরেম - ২৯৪তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

১২৪) কওম - ২৯৫তম চরণ।
১২৫) শরাফত - ২৯৬তম চরণ।
১২৬) জানাত - ২৯৮তম চরণ।
১২৭) ইমাম - ২৯৮তম চরণ।
১২৮) মুনাফা - ৩০০তম চরণ।
১২৯) মুহাদ্দেস - ৩০৫তম চরণ।
১৩০) অলী - ৩০৫তম চরণ।
১৩১) ইশারা - ৩১০তম চরণ।
১৩২) হারাম - ৩১১তম চরণ।
১৩৩) বদল - ৩১৪তম চরণ।
১৩৪) জনা - ৩২৫তম চরণ।
১৩৫) আমীর - ৩২৮তম চরণ।
১৩৬) কাফিয়া - ৩২৯তম চরণ।
১৩৭) রাদীফ - ৩২৯তম চরণ।
১৩৮) শায়ের - ৩২৯তম চরণ।
১৩৯) শারাব - ৩৩০তম চরণ।
১৪০) ঈশক - ৩৩৪তম চরণ।
১৪১) শরীফ - ৩৩৪তম চরণ।
১৪২) খান্নাস - ৩৪২তম চরণ।
১৪৩) তকদির - ৩৪৫তম চরণ।
১৪৪) ইবলিস - ৩৪৮তম চরণ।
১৪৫) মুসলীম - ৩৫০তম চরণ।
১৪৬) ইসলাম - ৩৫১তম চরণ।
১৪৭) ঈমান - ৩৫৫তম চরণ।
১৪৮) আদত - ৩৬১তম চরণ।
১৪৯) কিসসা - ৩৬৭তম চরণ।
১৫০) ইসলাম - ৩৭৭তম চরণ।
১৫১) কবর - ৩৮০তম চরণ।
১৫২) মুনাফেক - ৩৮৩তম চরণ।
১৫৩) কেতাব - ৩৮৫তম চরণ।
১৫৪) নক্তব - ৩৯৩তম চরণ।
১৫৫) আলিফ - ৩৯৯তম চরণ।
১৫৬) লায়লা - ৩৯৯তম চরণ।
১৫৭) মুজাহিদ - ৪০৭তম চরণ।
১৫৮) মুনাফেক - ৪০৭তম চরণ।
১৫৯) ওয়ারিশ - ৪১৩তম চরণ।
১৬০) জেহাদ - ৪১৯তম চরণ।
১৬১) তরিকা - ৪১৯তম চরণ।
১৬২) কিসমত - ৪২০তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬৩) মুশকিল - ৪২৬তম চরণ।
১৬৪) ঈমান - ৪৫১তম চরণ।
১৬৫) তাজ্জব - ৪৫৩তম চরণ।
১৬৬) জাহির - ৪৫৪তম চরণ।
১৬৭) ফিকির - ৪৫৪তম চরণ।
১৬৮) কিসসা - ৪৫৫তম চরণ।

হায়াত দারাজের নসিহত

১) কেতাব - সপ্তম চরণ।
২) হরফ - সপ্তম চরণ।
৩) মতলব - ২৩শ চরণ।
৪) কওম - ৩১তম চরণ।
৫) হক - ৩২তম চরণ।
৬) হাওয়া - ৩৪তম চরণ।

মীর - জাফরের শিকায়েত

১) সওয়াল - ষষ্ঠ চরণ।
২) হায়াত - নবম চরণ।
৩) দাওয়া - দশম চরণ।
৪) ঈমান - ১৫শ চরণ।
৫) আজব - ২০শ চরণ।
৬) গীবত - ২৩শ চরণ।
৭) মজলিশ - ২৩শ চরণ।
৮) খবর - ২৫শ চরণ।
৯) জুনা - ২৬শ চরণ।
১০)দুনিয়া - ২৬শ চরণ।
১১)রূহানী - ২৬শ চরণ।
১২)সফর - ২৬শ চরণ।
১৩)হায়াত - ২৮শ চরণ।
১৪)রূহ - ৩৩তম চরণ।
১৫)জুনা - ৩৩তম চরণ।
১৬)হাল - ৩৪তম চরণ।
১৭)আমল - ৩৫তম চরণ।
১৮) লেহাজ - ৩৫তম চরণ।
১৯)ঈমান - ৪০তম চরণ।
২০) হাসিল - ৪৩তম চরণ।
২১)ইসলাম - ৪৪তম চরণ।
২২) নজর - ৪৭তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২৩) শহীদ - ৪৭তম চরণ।
২৪) দ্বীন - ৫০তম চরণ।
২৫) রিয়াসত - ৫০তম চরণ।
২৬) শহীদ - ৫১তম চরণ।
২৭) ইসলাম - ৫৭তম চরণ।
২৮) ঈমান - ৬১তম চরণ।
২৯) ঈমান - ৬১তম চরণ।
৩০) ইবলিস - ৬৬তম চরণ।
৩১)কওম - ৬৭তম চরণ।
৩২) বাতিল - ৬৭তম চরণ।
৩৩) আমানত - ৭১তম চরণ।
৩৪) খেয়ানত - ৭১তম চরণ।
৩৫) কিসমত - ৭২তম চরণ।
৩৬) নবী - ৭৫তম চরণ।
৩৭) তরিকা - ৭৫তম চরণ।
৩৮) শরাফত - ৭৮তম চরণ।
৩৯) গোলাম - ৭৯তম চরণ।
৪০) মশগুল - ৭৯তম চরণ।
৪১)ইবলিস - ৮৫তম চরণ।
৪২) কোরান - ৮৫তম চরণ।
৪৩) মতলব - ৮৯তম চরণ।
৪৪) খোলা - ৯১তম চরণ।
৪৫) ইসলাম - ৯৪তম চরণ।
৪৬) জামাত - ৯৪তম চরণ।
৪৭) মুসলীম - ৯৬তম চরণ।
৪৮) ইহুদী - ৯৬তম চরণ।
৪৯) ইনসান - ১০০তম চরণ।
৫০) ইসলাম - ১০২তম চরণ।
৫১)খিলাফত - ১০৩তম চরণ।
৫২) ঈমান - ১০৪তম চরণ।
৫৩) ঈমান - ১০৬তম চরণ।
৫৪) ঈমান - ১০৭তম চরণ।
৫৫) ফরজ - ১০৯তম চরণ।
৫৬) সুন্না - ১০৯তম চরণ।
৫৭) ঈমান - ১১২তম চরণ।
৫৮) আমল - ১১২তম চরণ।
৫৯) ইসলাম - ১১২তম চরণ।
৬০) তরিকা - ১১২তম চরণ।
৬১)দুনিয়া - ১১৪তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৬২) আজব - ১১৫তম চরণ।
৬৩) ইসলাম - ১১৬তম চরণ।
৬৪) হালুয়া - ১১৭তম চরণ।
৬৫) বিদায় - ১২৭তম চরণ।
৬৬) মহলা - ১২৮তম চরণ।
৬৭) সুফী - ১৩০তম চরণ।
৬৮) মাজার - ১৩০তম চরণ।
৬৯) খলিফা - ১৩২তম চরণ।
৭০) মোল্লা - ১৩২তম চরণ।
৭১) দুনিয়া - ১৩৫তম চরণ।
৭২) দুনিয়া - ১৩৭তম চরণ।
৭৩) ঈমান - ১৩৮তম চরণ।
৭৪) হিম্মত- ১৪১তম চরণ।
৭৫) কিস্মত - ১৪২তম চরণ।
৭৬) নর্জি - ১৪৬তম চরণ।
৭৭) নরজি - ১৪৬তম চরণ।
৭৮) ইসলাম - ১৪৯তম চরণ।
৭৯) ইসলাম - ১৫৪তম চরণ।
৮০) হায়া - ১৬৫তম চরণ।
৮১) হাওয়া - ১৬৬তম চরণ।
৮২) হাওয়া - ১৬৬তম চরণ।
৮৩) হায়া - ১৬৭তম চরণ।
৮৪) হায়াত - ১৭১তম চরণ।
৮৫) বরাত - ১৭৪তম চরণ।
৮৬) আউলাদ - ১৭৫তম চরণ।
৮৭) আদব - ১৮৯তম চরণ।
৮৮) মুনাফেক - ১৯৬তম চরণ।
৮৯) খোলা - ২০৯তম চরণ।
৯০) জামানা - ২১০তম চরণ।
৯১) ময়দান - ২১৩তম চরণ।
৯২) তুফান - ২১৪তম চরণ।
৯৩) হায়া - ২১৫তম চরণ।
৯৪) মতলব - ২২৬তম চরণ।
৯৫) হিকমত - ২২৮তম চরণ।
৯৬) হুজ্জৎ - ২২৮তম চরণ।
৯৭) সফর - ২২৯তম চরণ।
৯৮) কলম - ২৩০তম চরণ।
৯৯) হাওয়া - ২৩৩তম
১০০) হাওয়া - ২৪৫তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১০১) গোলাম - ২৪৯তম চরণ।
১০২) হাওয়া - ২৫২তম চরণ।
১০৩) হাজী - ২৩৪তম চরণ।
১০৪) খবর - ২৩৬তম চরণ।
১০৫) আশিক - ২৫৯তম চরণ।
১০৬) মালিক - ২৬১তম চরণ।
১০৭) দুনিয়া - ২৬৫তম চরণ।
১০৮) জমা - ২৬৮তম চরণ।
১০৯) তেজারত - ২৭৩তম চরণ।
১১০) মুনাফা - ২৭৬তম চরণ।
১১১) মৌজুদ - ২৭৭তম চরণ।
১১২) কওম - ২৮২তম চরণ।
১১৩) মুনাফা - ২৮৩তম চরণ।
১১৪) খবর - ২৮৫তম চরণ।
১১৫) সুফী - ২৮৮তম চরণ।
১১৬) খিদমত - ৩০১তম চরণ।
১১৭) খিদমত - ৩০১তম চরণ।
১১৮) খিদমত - ৩০২তম চরণ।
১১৯) ইসলাম - ৩০৯তম চরণ।
১২০) ইসলাম - ৩১০তম চরণ।
১২১) কবর - ৩১২তম চরণ।
১২২) কিসমত - ৩১৪তম চরণ।
১২৩) মতলব - ৩১৭তম চরণ।
১২৪) ইবলিস - ৩১৮তম চরণ।
১২৫) বদল - ৩১৯তম চরণ।
১২৬) বদল - ৩২০তম চরণ।
১২৭) বদল - ৩২১তম চরণ।
১২৮) মতলব - ৩২১তম চরণ।
১২৯) মনজিল - ৩৩৯তম চরণ।
১৩০) ফরজ - ৩৪১তম চরণ।
১৩১) তরক - ৩৪১তম চরণ।
১৩২) ইজতেহাদ - ৩৪১তম চরণ।
১৩৩) ইসলাম - ৩৪৪তম চরণ।
১৩৪) ইসলাম - ৩৪৪তম চরণ।
১৩৫) খতম - ৩৪৪তম চরণ।
১৩৬) মুসলীম - ৩৪৫তম চরণ।
১৩৭) ইসলাম - ৩৪৫তম চরণ।
১৩৮) মুনাফা - ৩৪৮তম চরণ।
১৩৯) ইমারত - ৩৫৯তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৪০) খিলাফত - ৩৬০তম চরণ ।
১৪১) দাওয়া - ৩৭০তম চরণ ।
১৪২) গাভী - ৩৭০তম চরণ ।
১৪৩) মতলব - ৩৮০তম চরণ ।
১৪৪) হাসিল - ৩৮০তম চরণ ।
১৪৫) তুফান - ৩৮৬তম চরণ ।
১৪৬) হায়াত - ৩৮৭তম চরণ ।
১৪৭) গীবত - ৩৯৮তম চরণ ।
১৪৮) ফিকির - ৪০০তম চরণ ।
১৪৯) মৌজুদ - ৪০৫তম চরণ ।
১৫০) হায়াত - ৪০৮তম চরণ ।
১৫১) ইজ্জত - ৪১০তম চরণ ।
১৫২) মিনার - ৪১৪তম চরণ ।
১৫৩) ইজ্জত - ৪১৬তম চরণ ।
১৫৪) গীবত - ৪২৪তম চরণ ।
১৫৫) তাজ্জব - ৪৩৫তম চরণ ।
১৫৬) তাকিদ - ৪৪০তম চরণ ।
১৫৭) কবর - ৪৪২তম চরণ ।
১৫৮) মওত - ৪৪৫তম চরণ ।
১৫৯) আলামত - ৪৪৫তম চরণ ।
১৬০) খোলা - ৪৪৭তম চরণ ।
১৬১) কবর - ৪৪৮তম চরণ ।
১৬২) হারাম - ৪৫৭তম চরণ ।
১৬৩) হারাম - ৪৫৭তম চরণ ।
১৬৪) হারাম - ৪৫৮তম চরণ ।
১৬৫) হারাম - ৪৫৯তম চরণ ।
১৬৬) মাল - ৪৫৯তম চরণ ।
১৬৭) ইজ্জত - ৪৬১তম চরণ ।
১৬৮) মতলব - ৪৬২তম চরণ ।
১৬৯) মৌজুদ - ৪৬২তম চরণ ।
১৭০) হারাম - ৪৬৩তম চরণ ।
১৭১) মাল - ৪৬৩তম চরণ ।
১৭২) ওয়াদা - ৪৬৮তম চরণ ।
১৭৩) খেলাফ - ৪৬৮তম চরণ ।
১৭৪) ইসলাম - ৪৭২তম চরণ ।
১৭৫) হালাল - ৪৭৫তম চরণ ।
১৭৬) ঈমান - ৪৭৯তম চরণ ।
১৭৭) মুমিন - ৪৮০তম চরণ ।
১৭৮) মুজাহিদ - ৪৮০তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৯) ইজ্জৎ - ৪৮২তম চরণ।
১৮০) কিসমত - ৪৮৩তম চরণ।
১৮১) সওয়াল - ৪৮৮তম চরণ।
১৮২) জবাব - ৪৮৯তম চরণ।
১৮৩) লেবাস - ৪৯২তম চরণ।
১৮৪) ময়দান - ৪৯৬তম চরণ।
১৮৫) ঈশক - ৪৯৮তম চরণ।
১৮৬) গোলাম - ৫০০তম চরণ।
১৮৭) তাকিদ - ৫১০তম চরণ।
১৮৮) ইজ্জত - ৫২১তম চরণ।
১৮৯) দুনিয়া - ৫২২তম চরণ।
১৯০) তেজারত - ৫২২তম চরণ।
১৯১) মুসলীম - ৫২৩তম চরণ।
১৯২) জামাত - ৫২৩তম চরণ।
১৯৩) ইত্তেহাদ - ৫২৩তম চরণ।
১৯৪) মিলাত - ৫২৫তম চরণ।
১৯৫) খবর - ৫৩০তম চরণ।
১৯৬) খুলা - ৫৩১তম চরণ।
১৯৭) খুলা - ৫৩৩তম চরণ।
১৯৮) জামানা - ৫৫১তম চরণ।
১৯৯) দ্বীন - ৫৫৪তম চরণ।
২০০) কওম - ৫৫৫তম চরণ।
২০১) হক - ৫৫৫তম চরণ।
২০২) আলেম - ৫৫৬তম চরণ।
২০৩) জালিম - ৫৫৭তম চরণ।
২০৪) মৌজুদ - ৫৫৮তম চরণ।
২০৫) ফজল - ৫৫৮তম চরণ।
২০৬) ময়দান - ৫৬০তম চরণ।
২০৭) মোসাহেব - ৫৬১তম চরণ।
২০৮) মৌজুদ - ৫৬৩তম চরণ।
২০৯) ইবলিস - ৫৬৪তম চরণ।
২১০) কলম - ৫৬৭তম চরণ।
২১১) ঈমান - ৫৭১তম চরণ।
২১২) ঈমান - ৫৭৭তম চরণ।
২১৩) গোলাম - ৫৭৮তম চরণ।
২১৪) তকদির - ৫৭৮তম চরণ।
২১৫) লানত - ৫৭৮তম চরণ।
২১৬) মুজাদ্দিদ - ৫৮১তম চরণ।
২১৭) জেহাদ - ৫৮২তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২১৮) শহীদ - ৫৮২তম চরণ।
২১৯) মুজাহিদ - ৫৮৩তম চরণ।
২২০) সুবহে - ৫৮৪তম চরণ।
২২১) উম্মী - ৫৮৪তম চরণ।
২২২) শহীদ - ৫৮৫তম চরণ।
২২৩) জামাত - ৫৮৫তম চরণ।
২২৪) তেলেসমাত - ৫৯৩তম চরণ।
২২৫) হাম্মান - ৫৯৩তম চরণ।
২২৬) কওম - ৫৯৫তম চরণ।
২২৭) আহাম্মক - ৫৯৭তম চরণ।
২২৮) ময়দান - ৫৯৯তম চরণ।
২২৯) ইবলিস - ৬০০তম চরণ।
২৩০) ইশারা - ৬০০তম চরণ।
২৩১) তরিকা - ৬০৫তম চরণ।
২৩২) গোলাম - ৬০৮তম চরণ।
২৩৩) তকদির - ৬০৯তম চরণ।
২৩৪) ঈমান - ৬১১তম চরণ।
২৩৫) মুনাফেক - ৬১১তম চরণ।
২৩৬) খুলা - ৬১৬তম চরণ।
২৩৭) আলেম - ৬১৭তম চরণ।
২৩৮) ইলত - ৬২২তম চরণ।
২৩৯) খবিস - ৬২৩তম চরণ।
২৪০) হাওয়া - ৬৩৬তম চরণ।
২৪১) ফায়দা - ৬৩৮তম চরণ।
২৪২) হাসিল - ৬৩৮তম চরণ।
২৪৩) জেহাদ - ৬৪৩তম চরণ।
২৪৪) ঈমান - ৬৪৭তম চরণ।
২৪৫) জামানা - ৬৫২তম চরণ।
২৪৬) লানত - ৬৬২তম চরণ।
২৪৭) ইজ্জৎ - ৬৬৫তম চরণ।
২৪৮) কওম - ৬৬৫তম চরণ।
২৪৯) শহীদ - ৬৬৮তম চরণ।
২৫০) শহীদ - ৬৬৯তম চরণ।
২৫১) ইসলাম - ৬৭৫তম চরণ।
২৫২) হিকমত - ৬৮৫তম চরণ।
২৫৩) খবর - ৬৮৯তম চরণ।
২৫৪) কবর - ৬৯০তম চরণ।
২৫৫) মঞ্জিল - ৬৯৫তম চরণ।
২৫৬) মিলাত - ৬৯৬তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২৫৭) ঈমান - ৬৯৭তম চরণ।
২৫৮) হারান - ৭০৬তম চরণ।
২৫৯) হালাল - ৭০৬তম চরণ।
২৬০) হাওয়া - ৭০৭তম চরণ।
২৬১) মহল - ৭১১তম চরণ।
২৬২) বিদায় - ৭২১তম চরণ।
২৬৩) হায়াত - ৭২২তম চরণ।
২৬৪) মুখতাসার - ৭২৩তম চরণ।
২৬৫) শারাব - ৭৩৫তম চরণ।
২৬৬) নতলব - ৭৫৫তম চরণ।
২৬৭) খবর - ৭৫৮তম চরণ।
২৬৮) জুলুম - ৭৬৭তম চরণ।
২৬৯) খুলা - ৭৬৮তম চরণ।
২৭০) কবর - ৭৭২তম চরণ।
২৭১) হারাম - ৭৭৫তম চরণ।
২৭২) হারান - ৭৭৬তম চরণ।
২৭৩) নাজাত - ৭৭৯তম চরণ।
২৭৪) ইশারা - ৭৮১তম চরণ।
২৭৫) ময়দান - ৭৮৭তম চরণ।
২৭৬) তুফান - ৭৮৮তম চরণ।
২৭৭) কিসসা - ৭৯২তম চরণ।
২৭৮) কিসমত - ৮০২তম চরণ।
২৭৯) দুনিয়া - ৮০৪তম চরণ।
২৮০) কিস্মত - ৮১২তম চরণ।
২৮১) ইশারা - ৮১৫তম চরণ।
২৮২) সফর - ৮২৩তম চরণ।
২৮৩) কবর - ৮২৪তম চরণ।
২৮৪) মওত - ৮২৫তম চরণ।
২৮৫) নসিব - ৮২৬তম চরণ।
২৮৬) ইজ্জত - ৮২৯তম চরণ।
২৮৭) কিসমত - ৮৩০তম চরণ।
২৮৮) হালুয়া - ৮৩২তম চরণ।
২৮৯) আদায় - ৮৩৪তম চরণ।
২৯০) তকদির - ৮৩৬তম চরণ।
২৯১) কওম - ৮৩৭তম চরণ।
২৯২) জাহান্নাম - ৮৩৮তম চরণ।

তসবিরনামা

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

১) দুনিয়া - প্রথম চরণ।
২) তসবির - প্রথম চরণ।
৩) খুলা - দ্বিতীয় চরণ।
৪) হায়াত - চতুর্থ চরণ।

চড়ুই বাবুই

১) দাওয়াত - প্রথম চরণ।
২) মঞ্জিল - দ্বিতীয় চরণ।

পোষাপাখী ও জালালী কবুতর

১) মুসাফির - প্রথম চরণ।
২) সফর - তৃতীয় চরণ।

বনগাঁয়ে

১) খোলা - তৃতীয় চরণ।

পিঁজরা ও পলাতক পাখী

১) দুনিয়া - প্রথম চরণ।
২) গোলাম - ষষ্ঠ চরণ।
৩) গোলাম - ষষ্ঠ চরণ।

বাঘ ও বলদ

১) জেহাদ - তৃতীয় চরণ।
২) হায়াত - চতুর্থ চরণ।
৩) মওত - চতুর্থ চরণ।
৪) জেহাদ - পঞ্চম চরণ।

ভাড়াটিয়া ঘোড়া ও সিংহ

১) রেকাব - তৃতীয় চরণ।

শকুনি ও স্বর্ণঙ্গিগল

১) মাযহাব - দ্বিতীয় চরণ।
২) মঞ্জিল - তৃতীয় চরণ।
৩) মকসুদ - তৃতীয় চরণ।
৪) মযহাব - চতুর্থ চরণ।

বাস্তুর ও বিড়াল

১) ইসলাম - দ্বিতীয় চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২) হুকুমাত - দ্বিতীয় চরণ।
৩) হুকুমাত - চতুর্থ চরণ।

ফিঙে ও চিল

১) দুনিয়া - চতুর্থ চরণ।
২) খেতাব - পঞ্চম চরণ।
৩) সূফী - পঞ্চম চরণ।

ফিঙে ও পরপুচ্ছধারী

১) দুনিয়া - প্রথম চরণ।
২) কদর - দ্বিতীয় চরণ।
৩) খোলা - তৃতীয় চরণ।
৪) আসল - চতুর্থ চরণ।

একরকম বাঘের কিসসা

১) মূলুক - প্রথম চরণ।
২) ইসলাম - ষষ্ঠ চরণ।
৩) কুফর - ষষ্ঠ চরণ।

নেংটে ইঁদুরের আলাপ

১) কিস্মত - ষষ্ঠ চরণ।
২) হায়া - ষষ্ঠ চরণ।

কাঁকড়ার গর্তে

১) তসলিম - প্রথম চরণ।
২) বাদ - প্রথম চরণ।
৩) আরজ - তৃতীয় চরণ।
৪) আদব - তৃতীয় চরণ।

নৈশ পরিস্থিতি আলোচনা প্রসঙ্গে

১) সূফী - তৃতীয় চরণ।
২) মোরাকাবা - পঞ্চম চরণ।
৩) হাল - পঞ্চম চরণ।

সী - মোরগের দফতরে

১) ঈমান - তৃতীয় চরণ।
২) আমল - চতুর্থ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

বিতর্ক

১) হুকুমাত - দ্বিতীয় চরণ।
২) জালিম - ষষ্ঠ চরণ।

সাপুড়ে ও সাপের পীর

১) মুরীদ - প্রথম চরণ।
২) সুফী - দ্বিতীয় চরণ।
৩) আসল - তৃতীয় চরণ।
৪) নজর - চতুর্থ চরণ।
৫) কাফন - ষষ্ঠ চরণ।

সাপ ও হুঁচো

১) দুনিয়া - প্রথম চরণ।

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর আলাপ

১) হাল - প্রথম চরণ।
২) মালুম - তৃতীয় চরণ।
৩) দুনিয়া - চতুর্থ চরণ।

বাটখারা ও সিন্দুক

১) খেলনত - ষষ্ঠ চরণ।

সিন্দুক ও পাছ-দরজা

১) তামাম - ষষ্ঠ চরণ।
২) দুনিয়া - ষষ্ঠ চরণ।

অসহায় অবস্থায়

১) দুনিয়া - তৃতীয় চরণ।

ব্যাঙের মৃত্যু - ধারাবর্ণনা (১)

১) খোলা - তৃতীয় চরণ।
২) লা - চতুর্থ চরণ।
৩) জওয়াব - চতুর্থ চরণ।

প্রাণ ও প্রাণী

১) দুনিয়া - প্রথম চরণ।

মাটি ও সিংহাসন

Dhaka University Institutional Repository

১) হাল - চতুর্থ চরণ।

ইটের কাহিনী ঃ এক

১) ইমারত - তৃতীয় চরণ।
২) কিস্মত - চতুর্থ চরণ।

ইটের কাহিনী ঃ দুই

১) নসীব - প্রথম চরণ।
২) তকদির - পঞ্চম চরণ।

খেয়াঘাট ও খেয়ানৌকা

১) নজর - তৃতীয় চরণ।

পাঁচিল ও দরজা ঃ দুই

১) খোলা - পঞ্চম চরণ।

কড়িকাঠ ও চৌকাঠ

১) মনজিল - চতুর্থ চরণ।
২) খিদমত - ষষ্ঠ চরণ।

পিঁপড়ে ও প্যাঁচা

১) হিম্মত - চতুর্থ চরণ।

পিঁপড়ে ও প্রজাপতি

১) দুনিয়া - তৃতীয় চরণ।
২) রিজিক - চতুর্থ চরণ।

ফড়িং ও মৌমাছি

১) দুনিয়া - দ্বিতীয় চরণ।

কওম ও তকদির

১) হাল - প্রথম চরণ।
২) কওম - তৃতীয় চরণ।

ইবলিসের বৈঠকঃ এক

১) বনি - প্রথম চরণ।
২) তুফান - তৃতীয় চরণ।
৩) মালুম - চতুর্থ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

ইবলিসের বৈঠকঃ দুই

১) আজম - দ্বিতীয় চরণ।
২) ইজ্জৎ - ষষ্ঠ চরণ।
৩) ইবলিস - ষষ্ঠ চরণ।

ইবলিসের চেলা ও নবীর উম্মত

১) মতলব - ষষ্ঠ চরণ।

শাহী লেবাস ও সাধারণ মানুষ

১) লেবাস - চতুর্থ চরণ।

বাঘ ও ভলুক

১) তখত - দ্বিতীয় চরণ।
২) তাজ - দ্বিতীয় চরণ।

ভলুক ও মর্কট

১) হাম্মান - চতুর্থ চরণ।

দুই হাওয়া

১) নজর - দ্বিতীয় চরণ।

পাতাবাহার ও পেয়ারাগাছ

১) ইবলিস - চতুর্থ চরণ।

আরণ্য বিবাহ

১) দাওয়াত - পঞ্চম চরণ।

চড়ুই দম্পতির পরচর্চা

১) দুনিয়া - চতুর্থ চরণ।

হাঁস ও কবুতরের প্রতিবাদ

১) খাসলৎ - তৃতীয় চরণ।
২) ফিকির - চতুর্থ চরণ।
৩) হায়া - ষষ্ঠ চরণ।

হালোর কীর্তি

১) তখত - প্রথম চরণ।
২) খাবার - পঞ্চম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

শামাদান, জুজদান ও মসজিদ

১) ইসলাম - প্রথম চরণ ।
২) ইসলাম - তৃতীয় চরণ ।
৩) মসজিদ - ষষ্ঠ চরণ ।
৪) মোত্তাকি - ষষ্ঠ চরণ ।

মসজিদ ও জুতাচোর

১) হারাম - প্রথম চরণ ।
২) কালাম - ষষ্ঠ চরণ ।

বৈঠকী আলাপঃ এক

১) আমল - তৃতীয় চরণ ।
২) মুনাফা - চতুর্থ চরণ ।
৩) ঈমান - পঞ্চম চরণ ।

বৈঠকী আলাপঃ দুই

১) জেহাদ - প্রথম চরণ ।
২) জেহাদ - দ্বিতীয় চরণ ।
৩) আকবর - দ্বিতীয় চরণ ।
৪) নফস - তৃতীয় চরণ ।
৫) জেহাদ - চতুর্থ চরণ ।
৬) আকবর - চতুর্থ চরণ ।
৭) মাল - পঞ্চম চরণ ।

ইলম ও আমল

১) ইলম - প্রথম চরণ ।
২) আমল - প্রথম চরণ ।
৩) মুনাফেক - চতুর্থ চরণ ।
৪) আমল - পঞ্চম চরণ ।
৫) দুনিয়া - ষষ্ঠ চরণ ।

কালি, কলম ও মন

১) কলম - তৃতীয় চরণ ।
২) মেহনত - চতুর্থ চরণ ।
৩) সালাম - ষষ্ঠ চরণ ।

আঙটি ও হিরা

Dhaka University Institutional Repository

১) কিস্মত - চতুর্থ চরণ।

বিদেশী গল্প

১) কিস্মত - তৃতীয় চরণ।
২) ওয়ারিস - তৃতীয় চরণ।

দুই কলমের বাহাস

১) নকীব - প্রথম চরণ।
২) জওয়াব - তৃতীয় চরণ।

বাঁশ ও শরিফা

১) আদব - প্রথম চরণ।
২) তমিজ - প্রথম চরণ।
৩) শরাফত - প্রথম চরণ।
৪) আদব - চতুর্থ চরণ।

কবি ও কঞ্চি

১) আদব - ষষ্ঠ চরণ।

আজাদী বার্ষিকীর আলাপ

১) গোলাম - তৃতীয় চরণ।
২) কওম - পঞ্চম চরণ।
৩) লেবাস - পঞ্চম চরন।

একঃ মুসাফির ও লোকমান হাকিম

১) হাকিম - প্রথম চরণ।
২) আদব - দ্বিতীয় চরণ।
৩) আদব - তৃতীয় চরণ।
৪) আদব - তৃতীয় চরণ।
৫) জওয়াব - চতুর্থ চরণ।
৬) আদব - পঞ্চম চরন।

তিনঃ মানুষের আলাপ

১) দুনিয়া - পঞ্চম চরণ।
২) নৌলৎ - পঞ্চম চরণ।

পাঁচঃ মাটি ও মুসাফির

১) সফর - প্রথম চরণ।
২) দুনিয়া - প্রথম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৩) সফর - তৃতীয় চরণ ।
৪) মুসাফির - তৃতীয় চরণ ।
৫) গরীব - চতুর্থ চরণ ।

কাঁকড়া, বিছা ও খেজুরগাছ
১) হক - দ্বিতীয় চরণ ।
২) ইনসাফ - দ্বিতীয় চরণ ।

ইঁদুর ও বেজি
১) দুনিয়া - তৃতীয় চরণ ।

বিছুটি ও মেহেদিপাতা
১) তরিকা - পঞ্চম চরণ ।
২) ইজ্জৎ - পঞ্চম চরণ ।
৩) শহীদ - ষষ্ঠ চরণ ।

কচ্ছপ ও প্রবালকীট
১) মতলব - তৃতীয় চরণ ।

সুর্মা ও পাথুরে কয়লা
১) বদি - দ্বিতীয় চরণ ।
২) ঈশক - ষষ্ঠ চরণ ।

ফাল্গুনের হাওয়া ও বিরানমাঠ
১) লানত - প্রথম চরণ ।
২) ময়দান - চতুর্থ চরণ ।

ফাল্গুন ও পৃথিবী
১) নকীব - চতুর্থ চরণ ।

(সৃষ্টির গান)
কবির প্রতি
১) দুনিয়া - পঞ্চম চরণ ।

কর্মীর প্রতি
১) শহীদ - দ্বিতীয় চরণ ।
২) তরিকা - দ্বিতীয় চরণ ।

জ্ঞানীর প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

১) জুলমাত - প্রথম চরণ।
২) জানানা - ষষ্ঠ চরণ।

ধ্যানীর প্রতি
১) তকদির - দ্বিতীয় চরণ।

ভোরের সূর্য ও গুহার অন্ধকার
১) জেহাদ - পঞ্চম চরণ।

ভোরের সূর্য ও বিশ্বপ্রকৃতি
১) জানানা - প্রথম চরণ।

আরশি ও বদসুরাত
১) তসবির - চতুর্থ চরণ।

য়েমনী মেহমান ও ইরানী মেযবান
১) মুসাফির - প্রথম চরণ।
২) দুনিয়া - পঞ্চম চরণ।

হরিণ ও কুয়োরব্যাঙ
১) আজব - দ্বিতীয় চরণ।
২) দুনিয়া - চতুর্থ চরণ।
৩) ইশারা - পঞ্চম চরণ।
৪) তামাম - ষষ্ঠ চরণ।
৫) আলম - ষষ্ঠ চরণ।

ভূগোল পাঠ
১) দুনিয়া - প্রথম চরণ।
২) দুনিয়া - তৃতীয় চরণ।
৩) আদত - পঞ্চম চরণ।
৪) দুনিয়া - পঞ্চম চরণ।

পোনামাছ ও প্রবীণ রুই
১) খবর - পঞ্চম চরণ।

মৌচাক নির্মাণ
১) বিদায় - ষষ্ঠ চরণ।

পাখী ও বাসা

Dhaka University Institutional Repository

১) ওয়াতান - দ্বিতীয় চরণ।
২) দুনিয়া - চতুর্থ চরণ।
৩) জান্নাত - চতুর্থ চরণ।

আসমান ও জমিন

১) দুনিয়া - পঞ্চম চরণ।
২) ইনসান - ষষ্ঠ চরণ।

হুমা পাখির আলাপঃ এক

১) নসিব - চতুর্থ চরণ।

হুমা পাখির আলাপঃ দুই

১) কদর - প্রথম চরণ।
২) ইনসান - দ্বিতীয় চরণ।
৩) বনি - চতুর্থ চরণ।
৪) শহীদ - পঞ্চম চরণ।
৫) মৌজুদ - পঞ্চম চরণ।

মাখলুকাত ও মানুষের রূহ

১) কামালাত - পঞ্চম চরণ।
২) খিলাফত - ষষ্ঠ চরণ।

মোমবাতি ও শামাদান

১) সিরাজ - ষষ্ঠ চরণ।
২) মুনিরা - ষষ্ঠ চরণ।

ইকবালের নির্বাচিত কবিতা

আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন

১) হাওয়া - দ্বিতীয় চরণ।
২) মহল - দ্বিতীয় চরণ।
৩) জান্নাত -১২শ চরণ।
৪) জান্নাত - ২১শ চরণ।

কাহীন

১) বিদায় - প্রথম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২) আশিক - ষষ্ঠ চরণ ।
৩) গাজী - দশম চরণ ।
৪) শাহীন -১২শ চরণ ।
৫) আজব - ১৪শ চরণ ।
৬) দুনিয়া - ১৭শ চরণ ।
৭) শাহীন - ১৮শ চরণ ।

ইনকিলাব

১) জুলুম - দ্বিতীয় চরণ ।
২) ইনকিলাব - তৃতীয় চরণ ।
৩) ইনকিলাব - তৃতীয় চরণ ।
৪) তসবি - চতুর্থ চরণ ।
৫) মুফতি - চতুর্থ চরণ ।
৬) ঈমান - চতুর্থ চরণ ।
৭) কাফির - পঞ্চম চরণ ।
৮) লা - পঞ্চম চরণ ।
৯) জওয়াব - পঞ্চম চরণ ।
১০)ইনকিলাব - ষষ্ঠ চরণ ।
১১)ইনকিলাব - ষষ্ঠ চরণ ।
১২)তুফান - সপ্তম চরণ ।
১৩)ইনকিলাব - নবম চরণ ।
১৪)ইনকিলাব - নবম চরণ ।
১৫)আমীর - দশম চরণ ।
১৬)জুলুম - ১১শ চরণ ।
১৭)গোলাম - ১২শ চরণ ।
১৮) ইনকিলাব - ১২শ চরণ ।
১৯)ইনকিলাব - ১২শ চরণ ।
২০) বাতিল - ১৩শ চরণ ।
২১)ইনকিলাব - ১৫শ চরণ ।
২২) ইনকিলাব - ১৫শ চরণ ।
২৩) নবী - ১৬শ চরণ ।
২৪) বিদায় - ১৭শ চরণ ।
২৫) মুক্তকা - ১৭শ চরণ ।
২৬) কিতাব - ১৭শ চরণ ।
২৭) ইনকিলাব - ১৮শ চরণ ।
২৮) ইনকিলাব - ১৮শ চরণ ।

খোদার ফরমান

১) দুনিয়া - প্রথম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

২) গরীব - প্রথম চরণ ।
৩) ঈমান - তৃতীয় চরণ ।
৪) গোলাম - তৃতীয় চরণ ।
৫) মোল্লা - দশম চরণ ।

গজল ও গীতিকা

১) হাওয়া - পঞ্চম চরণ ।
২) নেকাব - সপ্তম চরণ ।
৩) তুফান - ৩০তম চরণ ।
৪) কাফেলা - ৩২তম চরণ ।
৫) শাহীন - ৩৫তম চরণ ।

তারেকের দো'আ

১) গাজী - প্রথম চরণ ।
২) আলম - পঞ্চম চরণ ।
৩) খুলা - ষষ্ঠ চরণ ।
৪) ঈশক - ষষ্ঠ চরণ ।
৫) ঈমান - সপ্তম চরণ ।
৬) শাহাদত - সপ্তম চরণ ।
৭) দুনিয়া - অষ্টম চরণ ।
৮) শহীদ - দশম চরণ ।
৯) আজান - ১২শ চরণ ।
১০)খুলা - ১৫শ চরণ ।
১১)মুমিন - ২০শ চরণ ।

কার্তোভা মসজিদ

১) হায়ীর - তৃতীয় চরণ ।
২) হাকিকত - ১১শ চরণ ।
৩) দুনিয়া - ১৪শ চরণ ।
৪) আউয়াল - ১৫শ চরণ ।
৫) আখির - ১৫শ চরণ ।
৬) ফানা - ১৫শ চরণ ।
৭) জাহির - ১৫শ চরণ ।
৮) বাতিন - ১৫শ চরণ ।
৯) ফানা - ১৫শ চরণ ।
১০)তসবির - ১৬শ চরণ ।
১১)ফানা - ১৬শ চরণ ।
১২)তসবির - ১৭শ চরণ ।
১৩)মুমিন - ১৮শ চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৪)হারাম - ২০শ চরণ ।
১৫)মোস্তফা - ২৫শ চরণ ।
১৬)রাসুল - ২৬শ চরণ ।
১৭)কালাম - ২৬শ চরণ ।
১৮) সুরা - ২৮শ চরণ ।
১৯)শারাব - ২৮শ চরণ ।
২০) মঞ্জিল - ৩০তম চরণ ।
২১)মকাম - ৩০তম চরণ ।
২২) মসজিদ - ৩৩তম চরণ ।
২৩) তসবির - ৩৫তম চরণ ।
২৪) আরশ - ৪২তম চরণ ।
২৫) ফায়দা - ৪৩তম চরণ ।
২৬) সিজদায় - ৪৩তম চরণ ।
২৭) কাফের - ৪৫তম চরণ ।
২৮) জওক - ৪৫তম চরণ ।
২৯) শওক - ৪৫তম চরণ ।
৩০) সালাত - ৪৬তম চরণ ।
৩১)সালাত - ৪৬তম চরণ ।
৩২) দলিল - ৪৯তম চরণ ।
৩৩) জলিল - ৫০তম চরণ ।
৩৪) জমিল - ৫০তম চরণ ।
৩৫) জলিল - ৫০তম চরণ ।
৩৬) জমিল - ৫০তম চরণ ।
৩৭) নূর - ৫৩তম চরণ ।
৩৮) ইশারা - ৫৪তম চরণ ।
৩৯) মিনার - ৫৪তম চরণ ।
৪০) মুমিন - ৫৫তম চরণ ।
৪১)আজান - ৫৬তম চরণ ।
৪২) খুলা - ৫৬তম চরণ ।
৪৩) সাকী - ৬১তম চরণ ।
৪৪) শারাব - ৬২তম চরণ ।
৪৫) লা - ৬৩তম চরণ ।
৪৬) এলাহা - ৬৩তম চরণ ।
৪৭) ইলা - ৬৩তম চরণ ।
৪৮) এলাহা - ৬৪তম চরণ ।
৪৯) লা - ৬৪তম চরণ ।
৫০) ইলা - ৬৪তম চরণ ।
৫১)মুমিন - ৬৫তম চরণ ।
৫২) মকাম - ৬৭তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩) মুমিন - ৬৯তম চরণ।
৫৪) বরাত - ৭০তম চরণ।
৫৫) নূর - ৭১তম চরণ।
৫৬) জেহাদ - ৭৬তম চরণ।
৫৭) তামান - ৭৮তম চরণ।
৫৮) আলম - ৭৮তম চরণ।
৫৯) মঞ্জিল - ৭৯তম চরণ।
৬০) মসজিদ - ৮১তম চরণ।
৬১)মুমিন - ৮৪তম চরণ।
৬২) ঈমান - ৮৬তম চরণ।
৬৩) মুজাহিদ - ৮৬তম চরণ।
৬৪) খুলা - ৮৯তম চরণ।
৬৫) আজান - ৯৮তম চরণ।
৬৬) কাফেলা - ১০০তম চরণ।
৬৭) ইনকিলাব - ১০৫তম চরণ।
৬৮) ইসলাম - ১০৯তম চরণ।
৬৯) তকদির - ১১৯তম চরণ।
৭০) নেকাব - ১২০তম চরণ।
৭১)ইনকিলাব - ১২৩তম চরণ।
৭২) ইনকিলাব - ১২৪তম চরণ।
৭৩) কওম - ১২৫তম চরণ।

জিব্রাইল ও শয়তান

১) জান্নাত - তৃতীয় চরণ।
২) জান্নাত - ষষ্ঠ চরণ।

বু'আলী কলন্দর

১) মুহব্বত - প্রথম চরণ।
২) কুঅত - প্রথম চরণ।
৩) জালাল - অষ্টম চরণ।
৪) ফকীর - অষ্টম চরণ।
৫) জান্নাত - নবম চরণ।
৬) গোলাব - দশম চরণ।
৭) তামাম - ১২শ চরণ।
৮) মশহুর - ১২শ চরণ।
৯) মুরীদ - ১৩শ চরণ।
১০)আমীর - ১৫শ চরণ।
১১)ফকীর - ১৭শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১২)নকীব - ১৮শ চরণ ।
১৩)আমীর - ১৯শ চরণ ।
১৪)দুনিয়া - ২০শ চরণ ।
১৫)হাল - ২০শ চরণ ।
১৬)ফকীর - ২০শ চরণ ।
১৭)আমীর - ২২শ চরণ ।
১৮) ফকীর - ২৩শ চরণ ।
১৯)আমীর - ২৪শ চরণ ।
২০) ফকীর - ২৪শ চরণ ।
২১)ফকীর - ২৬শ চরণ ।
২২) ফকীর - ৩২তম চরণ ।
২৩) মুরীদ - ৩৪তম চরণ ।
২৪) আমীর - ৩৪তম চরণ ।
২৫) আমীর - ৩৬তম চরণ ।
২৬) খবীস - ৩৬তম চরণ ।
২৭) সালতানাত - ৩৭তম চরণ ।
২৮) ফকীর - ৩৮তম চরণ ।
২৯) ফকীর - ৪১তম চরণ ।
৩০) আমীর - ৪২তম চরণ ।
৩১)আমীর - ৪৪তম চরণ ।
৩২) ফকীর - ৫২তম চরণ ।

পাঞ্জাবের পীরজাদাদের উদ্দেশে

১) মুজাদ্দিদ - প্রথম চরণ ।
২) মাজার - প্রথম চরণ ।
৩) মুমিন - চতুর্থ চরণ ।
৪) সাহেব - চতুর্থ চরণ ।
৫) মিলাত - সপ্তম চরণ ।
৬) ফকীর - নবম চরণ ।
৭) শাহীন - ১১শ চরণ ।
৮) ফিতরাত - ১২শ চরণ ।

পাশ্চাত্যের শক্তি

১) রোবাব - প্রথম চরণ ।
২) হরফ - ষষ্ঠ চরণ ।
৩) শরাফত - ষষ্ঠ চরণ ।
৪) হিকমত - নবম চরণ ।

গতি

Dhaka University Institutional Repository

১) রসন - দ্বিতীয় চরণ।

আলমে বরজাখ

১) কেয়ামত - প্রথম চরণ।
২) কেয়ামত - চতুর্থ চরণ।
৩) কেয়ামত - পঞ্চম চরণ।
৪) কেয়ামত - দশম চরণ।
৫) তকদির - ১১শ চরণ।
৬) শামিল - ১৪শ চরণ।
৭) তকদির - ১৫শ চরণ।
৮) দুনিয়া - ১৭শ চরণ।
৯) গোলাম - ১৭শ চরণ।
১০) জালিম - ১৭শ চরণ।
১১) ইজ্জৎ - ২০শ চরণ।
১২) মালিক - ২০শ চরণ।
১৩) গোলাম - ২২শ চরণ।
১৪) জেহাদ - ২৯শ চরণ।
১৫) নাজাত - ৩১তম চরণ।
১৬) গোলাম - ৩২তম চরণ।
১৭) লাত - ৩২তম চরণ।
১৮) মানাত - ৩২তম চরণ।
১৯) সিফাত - ৩৩তম চরণ।

জামানা

১) তাসবি - চতুর্থ চরণ।
২) শারাব - অষ্টম চরণ।
৩) তুফান - ১৯শ চরণ।

মোনজাত

১) মুশকিল - প্রথম চরণ।
২) ঈশক - তৃতীয় চরণ।
৩) গোলাম - দশম চরণ।
৪) আজান - ২৯শ চরণ।

অশ্বেতর ও সিংহ

১) হুজুর - তৃতীয় চরণ।

শেকোয়া থেকে

১) মুসলিম - ১৫শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২) ঈমান - ১৫শ চরণ ।
৩) আল কোরান - ১৮শ চরণ ।
৪) কাফের - ১৯শ চরণ ।
৫) দ্বীন - ১৯শ চরণ ।
৬) তৌহিদ - ২০শ চরণ ।
৭) দুনিয়া - ২১শ চরণ ।
৮) মুসলিম - ২১শ চরণ ।
৯) তৌহিদ - ২৪শ চরণ ।
১০)বিদায় - ২৪শ চরণ ।
১১)সাকী - ২৬শ চরণ ।
১২) জিহাদ - ২৭শ চরণ ।
১৩)আহল - ২৮শ চরণ ।
১৪)সিজদা - ২৮শ চরণ ।
১৫)নাহমুদ - ২৯শ চরণ ।
১৬)সুলতান - ৩০তম চরণ ।
১৭)ফকীর - ৩০তম চরণ ।
১৮) তৌহিদ - ৩২তম চরণ ।
১৯)সাকী - ৩২তম চরণ ।
২০) বিদায় - ৩৭তম চরণ ।
২১)বিদায় - ৩৮তম চরণ ।

জওয়াব-ই-শিকওয়া

১) আশিক - তৃতীয় চরণ ।
২) মুসলীম - তৃতীয় চরণ ।
৩) নবী - ষষ্ঠ চরণ ।
৪) কানুন - ষষ্ঠ চরণ ।
৫) আহমদ - ষষ্ঠ চরণ ।
৬) রমজান - নবম চরণ ।
৭) কওম - ১১শ চরণ ।
৮) মসজিদ - ১৯শ চরণ ।
৯) গরীব - ১৯শ চরণ ।
১০)গরীব - ২০শ চরণ ।
১১)সিয়াম - ২০শ চরণ ।
১২)গরীব - ২১শ চরণ ।
১৩)মুফতী - ২৫শ চরণ ।
১৪)আজান - ২৭শ চরণ ।
১৫)রুহু - ২৭শ চরণ ।
১৬)মুমিন - ২৮শ চরণ ।
১৭)মসজিদ - ২৯শ চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৮) মর্সিয়া - ২৯শ চরণ।
১৯)ঈমান - ৩০তম চরণ।
২০) মুসলীম - ৩২তম চরণ।
২১)কুল - ৩৫তম চরণ।
২২) মুসলীম - ৩৫তম চরণ।
২৩) কোরান - ৩৬তম চরণ।
২৪) দুনিয়া - ৪১তম চরণ।
২৫) শহীদ - ৪৬তম চরণ।
২৬) কুল - ৫০তম চরণ।
২৭) মখলুক - ৫০তম চরণ।
২৮) মখলুকাত - ৫২তম চরণ।
২৯) খিলাফত - ৫২তম চরণ।
৩০) ইসলাম - ৫৪তম চরণ।
৩১)খিলাফত - ৫৬তম চরণ।
৩২) তকবির - ৫৭তম চরণ।
৩৩) মুসলীন - ৫৮তম চরণ।
৩৪) তদবির - ৫৮তম চরণ।
৩৫) তকদির - ৫৮তম চরণ।
৩৬) দুনিয়া - ৬০তম চরণ।
৩৭) লওহ - ৬০তম চরণ।
৩৮) কলম - ৬০তম চরণ।

খোদার দুনিয়া

১) হাওয়া - তৃতীয় চরণ।
২) জমা - পঞ্চম চরণ।

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক

১) মিলাত - ১৮শ চরণ।
২) হাওয়া - ২২শ চরণ।
৩) মেশক - ২৬শ চরণ।

আসরারে খুদীঃ সূচনা খন্ড

১) গোলাব - ৩১তম চরণ।
২) মঞ্জিল - ৪৩তম চরণ।
৩) খুলা - ৪৫তম চরণ।
৪) নাজার - ৪৬তম চরণ।
৫) গোলাব - ৪৬তম চরণ।
৬) কাফেলা - ৪৮তম চরণ।
৭) হাশর - ৫১তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৮) গোলাব - ৫৮তম চরণ।
৯) হায়াত - ৬৪তম চরণ।
১০)খোলা - ৬৭তম চরণ।
১১) হাশর - ৮২তম চরণ।
১২)মঞ্জিল - ৮৬তম চরণ।
১৩)ফোরকান - ১১২তম চরণ।
১৪)শারাব - ১১৪তম চরণ।
১৫)গোলাব - ১২২তম চরণ।
১৬)আশিক - ১৩৮তম চরণ।
১৭)কাফেলা - ১৪৬তম চরণ।
১৮) জান্নাৎ - ১৫০তম চরণ।

ভিক্ষা

১) গোলাম - নবম চরণ।
২) রূহ - ১৫শ চরণ।
৩) হাশর - ১৯শ চরণ।
৪) নবী - ১৯শ চরণ।
৫) দ্বীন - ২৫শ চরণ।
৬) হায়াত - ৩৩তম চরণ।
৭) খলিফা - ৪৫তম চরণ।

আকাঙ্খা

১) বনি - পঞ্চম চরণ।
২) খবর - ১৬শ চরণ।
৩) গোলাব - ১৯শ চরণ।
৪) হায়াত - ৩০শ চরণ।
৫) জান্নাত - ৩৭তম চরণ।
৬) কাফেলা - ৩৯তম চরণ।
৭) হাওয়া - ৪০তম চরণ।
৮) গোলাব - ৪১তম চরণ।
৯) হাওয়া - ৪৪তম চরণ।
১০)গোলাব - ৫৫তম চরণ।
১১)হাওয়া - ৬০তম চরণ।
১২)জেহাদ - ৭১তম চরণ।

ঈমান

১) লা - প্রথম চরণ।
২) ইলাহা - প্রথম চরণ।
৩) ইল্লা - প্রথম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৪) কোরবান - ষষ্ঠ চরণ ।

শৃঙ্খলা

১) মেশক - দ্বিতীয় চরণ ।

মর্দে মুমিন

১) জান্নাত - ষষ্ঠ চরণ ।
২) কাফেলা - ১২শ চরণ ।
৩) মঞ্জিল - ১২শ চরণ ।

কণিকা

১) তকদির - তৃতীয় চরণ ।
২) গোলাম - ষষ্ঠ চরণ ।
৩) তুফান - অষ্টম চরণ ।
৪) মিলাত - ১৫শ চরণ ।
৫) বিদায় - ১৫শ চরণ ।
৬) গোলাম - ১৮শ চরণ ।
৭) কাফের - ২০শ চরণ ।
৮) মুমিন - ২১শ চরণ ।
৯) কুদরত - ২৪শ চরণ ।
১০)গাফেল - ২৫শ চরণ ।
১১)দুনিয়া - ৩৩তম চরণ ।
১২)ইমাম - ৩৩তম চরণ ।
১৩)নবী - ৩৫তম চরণ ।
১৪)খোলা - ৪১তম চরণ ।
১৫)রহমত - ৪১তম চরণ ।
১৬)নবী - ৪৪তম চরণ ।
১৭)ফারুক - ৪৬তম চরণ ।
১৮) ইনসাফ - ৪৬তম চরণ ।
১৯)মুসলীম - ৪৭তম চরণ ।
২০) ফকীর - ৪৮তম চরণ ।
২১)মুস্তফা - ৪৯তম চরণ ।
২২) মুহব্বত - ৪৯তম চরণ ।
২৩) মুমিন - ৬১তম চরণ ।
২৪) ঈমান - ৬১তম চরণ ।
২৫) হাওয়া - ৬৪তম চরণ ।
২৬) ফকীর - ৬৫তম চরণ ।

পাহাড় ও কাঠবিড়ালী

Dhaka University Institutional Repository

১) ময়দান - প্রথম চরণ।
২) কদর - পঞ্চম চরণ।
৩) কুদরত - পঞ্চম চরণ।
৪) দুনিয়া - অষ্টম চরণ।
৫) হিকমত - ১৫শ চরণ।
৬) হিকমত - ১৬শ চরণ।
৭) দুনিয়া - ২৩শ চরণ।
৮) খাবার - ২৪শ চরণ।

দোওয়া

১) দোওয়া - প্রথম চরণ।
২) দুনিয়া - তৃতীয় চরণ।
৩) জয়ীফ - দশম চরণ।
৪) মালিক - ১১শ চরণ।

হাল্কা লেখা

ভূমিকা

১) হায়াত - প্রথম চরণ।
২) হায়াত - ষষ্ঠ চরণ।
৩) হায়াত - ১১শ চরণ।
৪) হুকুমত - ১৫শ চরণ।

নাম ভূমিকার

১) ফিকির - তৃতীয় চরণ।
২) হায়াত - ১৭শ চরণ।

প্রেমানন্দ গোস্বামী

১) হায়াত - সপ্তম চরণ।
২) হায়াত - ১৫শ চরণ।

নিরপেক্ষ প্রেমানন্দ গোস্বামীকে

১) মূলুক - নবম চরণ।
২) বরাত - ১৫শ চরণ।
৩) হায়াত - ২০শ চরণ।

গুরু-শিষ্য সংবাদ

১) তমদ্দুন - নবম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২) হিম্মৎ - নবম চরণ ।

ইরানী কিস্‌সা

১) কাজী - চতুর্থ চরণ ।
২) আসল - নবম চরণ ।

ব্যাঙের গল্প

১) খেতাব - পঞ্চম চরণ ।
২) খেতাব - ষষ্ঠ চরণ ।

আজব প্রগতি

১) হায়াত - ১৭শ চরণ ।

গোলামী স্বভাব

১) গোলাম - প্রথম চরণ ।

মৌলিকতা বিষয়ক বিতর্কে

১) জানানা - দ্বিতীয় চরণ ।
২) কিম্মত - দ্বিতীয় চরণ ।

প্রহসন

১) দাওয়া - চতুর্থ চরণ ।

মূল্য-নির্ণয়

১) কদর - চতুর্থ চরণ ।

এক আশা

১) খিলাফত - দ্বিতীয় চরণ ।
২) ফ্যাসাদ - চতুর্থ চরণ ।

সাহিত্যে ঐতিহ্য ঃ দুই

১) কিসসা - পঞ্চম চরণ ।

কুয়োর ব্যাঙ

১) ওস্তাদ - দ্বিতীয় চরণ ।
২) দুনিয়া - পঞ্চম চরণ ।

কৌশলী

Dhaka University Institutional Repository

১) দুনিয়া - চতুর্থ চরণ।

দু'নৌকায়

১) সওয়াল - তৃতীয় চরণ।
২) জওয়াব - চতুর্থ চরণ।

প্রচার

১) হাকিকত - চতুর্থ চরণ।

সর্ষিল

১) নেকাব - পঞ্চম চরণ।

শিল্প বিচার

১) রাজি - দ্বিতীয় চরণ।

কবিতা

১) কলম - তৃতীয় চরণ।

ঐতিহ্য - বোধ

১) মজলিস - দ্বিতীয় চরণ।

বিক্রীত

১) তমদ্দুন - প্রথম চরণ।

কাফেলার অগ্রগতি

১) কাফেলা - প্রথম চরণ।

হজম শক্তি

১) আজব - তৃতীয় চরণ।

আদর্শের নামে

১) মুনাফা - প্রথম চরণ।
২) হাওয়া - দ্বিতীয় চরণ।
৩) হাওয়া - দ্বিতীয় চরণ।

শক্তির উৎস

১) কবর - দ্বিতীয় চরণ।

পরিণতি

Dhaka University Institutional Repository

১) মরদান - প্রথম চরণ।

সহজ পন্থা

১) তকদির - তৃতীয় চরণ।
২) ফিকির - চতুর্থ চরণ।

পলায়নী ভাব

১) মুনাফা - দ্বিতীয় চরণ।
২) মেহনত - দ্বিতীয় চরণ।

পলাতকের কৃতিত্ব

১) মালুম - প্রথম চরণ।
২) ইজ্জত - প্রথম চরণ।

সরিষার ভূত

১) নূলুক - দ্বিতীয় চরণ।

কওমী দায়িত্ব

১) কওম - প্রথম চরণ।
২) মরদান - তৃতীয় চরণ।

হুজ্জতের ফায়দা

১) হুজ্জত - চতুর্থ চরণ।
২) হিকমত - চতুর্থ চরণ।

উচ্চবিত্ত

১) মিনার - প্রথম চরণ।

প্রশ্নোত্তর ঃ এক

১) ঈমান - দ্বিতীয় চরণ।

প্রশ্নোত্তর ঃ দুই

১) মুনাফেক - দ্বিতীয় চরণ।

বর্ণচোরা ও হায়াত দারাজঃ দুই

১) মোলা - প্রথম চরণ।
২) ইসলাম - প্রথম চরণ।
৩) খোলা - প্রথম চরণ।
৪) মোনাফেক - দ্বিতীয় চরণ।

448121

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণচোরা ও হায়াত দারাজঃ তিন

১) জেহাদ - প্রথম চরণ ।

প্যাঁচা ও বাজ

১) কদর - প্রথম চরণ ।
২) নজর - দ্বিতীয় চরণ ।
৩) ইজ্জৎ - তৃতীয় চরণ ।
৪) হিকমত - চতুর্থ চরণ ।
৫) হিম্মৎ - চতুর্থ চরণ ।

কুমীর ও সমুদ্র

১) তুফান - প্রথম চরণ ।
২) জাহান্নাম - চতুর্থ চরণ ।

ইবলিস ও হায়াত দারাজ

১) হায়াত - দ্বিতীয় চরণ ।
২) ইবলিস - তৃতীয় চরণ ।
৩) মুমীন - পঞ্চম চরণ ।
৪) ইবলিস - সপ্তম চরণ ।
৫) ইবলিস - নবম চরণ ।

তিসরা হিসসা

।। এক ।।

১) ঈদ - প্রথম চরণ ।
২) ইন্তেজার - দ্বিতীয় চরণ ।
৩) দুনিয়া - ষষ্ঠ চরণ ।
৪) জাহান্নাম - সপ্তম চরণ ।
৫) জান্নাত - সপ্তম চরণ ।
৬) মোল্লা - অষ্টম চরণ ।
৭) নজর - অষ্টম চরণ ।
৮) হালুয়া - অষ্টম চরণ ।
৯) আজব - ২০শ চরণ ।
১০)ইলত - ২৫শ চরণ ।

।। দুই ।।

১) মুরীদ - দ্বিতীয় চরণ ।
২) হাল - চতুর্থ চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩) হকিকত - চতুর্থ চরণ।
৪) জামাত - দশম চরণ।
৫) দুনিয়া - ১৩শ চরণ।
৬) আহম্মক - ১৩শ চরণ।
৭) ময়দান - ১৭শ চরণ।
৮) কদর - ১৯শ চরণ।
৯) জামানা - ১৯শ চরণ।
১০)দুনিয়া - ২০শ চরণ।
১১)কওম - ২২শ চরণ।
১২)সফর - ২২শ চরণ।
১৩)কেতাব - ২৩শ চরণ।
১৪)দুনিয়া - ২৮শ চরণ।
১৫)বিদায় - ৩১তম চরণ।

।। তিন ।।

১) কেতাব - ১৭শ চরণ।
২) কেতাব - ১৭শ চরণ।
৩) দুনিয়া - ১৮শ চরণ।
৪) মেহনত - ২৩শ চরণ।
৫) কোরবানী - ৩৫তম চরণ।
৬) নবী - ৩৬তম চরণ।
৭) খলিল - ৩৬তম চরণ।
৮) কোরবানী - ৩৭তম চরণ।
৯) রেজা - ৩৯তম চরণ।
১০)কোরবানী - ৩৯তম চরণ।
১১)শরাফত - ৪০তম চরণ।

কিঞ্চিৎ ভূমিকা

১) হায়াত - ১৩শ চরণ।
২) কবুল - ১৬শ চরণ।

দস্তরি

১) জামাত - পঞ্চম চরণ।
২) ইসলাম - ষষ্ঠ চরণ।
৩) হালাল - ১২শ চরণ।
৪) হালাল - ১২শ চরণ।
৫) হারাম - ৩১তম চরণ।
৬) হালাল - ৩১তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৭) আদাব - ৩৬তম চরণ।
৮) আদব - ২৭শ চরণ।
৯) আরজ - ৩৬তম চরণ।

নাম মাহাত্ম্য
১) দুনিয়া - প্রথম চরণ।
২) মাল - দ্বিতীয় চরণ।
৩) হক - দ্বিতীয় চরণ।
৪) মুসলীম - তৃতীয় চরণ।
৫) তাজ - ষষ্ঠ চরণ।
৬) হাওয়া - ১১শ চরণ।
৭) দ্বীন - ১২শ চরণ।
৮) দুনিয়া - ১২শ চরণ।
৯) মুমিন - ১৩শ চরণ।
১০)মসজিদ - ১৩শ চরণ।
১১)খবর - ১৪শ চরণ।
১২)গরীব - ১৫শ চরণ।
১৩)হক - ১৫শ চরণ।
১৪)মুসলীম - ১৬শ চরণ।
১৫)দৌলত - ২০শ চরণ।
১৬)ঈমান - ২২শ চরণ।
১৭)মুসলীম - ২৩শ চরণ।
১৮) ঈমান - ২৫শ চরণ।
১৯)ওয়ারিশ - ২৭শ চরণ।
২০) মুজাহিদ - ২৭শ চরণ।
২১)তালিম - ২৯শ চরণ।
২২) ওয়ারিশ - ৩০তম চরণ।
২৩) মুজাহিদ - ৩০তম চরণ।
২৪) কায়েম - ৩২তম চরণ।
২৫) ঈমান - ৩২তম চরণ।
২৬) এশা - ৩২তম চরণ।
২৭) ফজরে - ৩৪তম চরণ।
২৮) হক - ৩৭তম চরণ।
২৯) হক - ৩৭তম চরণ।
৩০) ইসলাম - ৪০তম চরণ।
৩১)মুসলীম - ৪৫তম চরণ।
৩২) তেজারত - ৪৭তম চরণ।
৩৩) কিস্মত - ৪৮তম চরণ।
৩৪) মাল - ৪৮তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫) কর্জ - ৫১তম চরণ।
৩৬) হাসানা - ৫১তম চরণ।
৩৭) জাকাত - ৫১তম চরণ।
৩৮) গরীব - ৫৩তম চরণ।
৩৯) মুসলীম - ৫৪তম চরণ।
৪০) মাল - ৫৪তম চরণ।
৪১)জমা - ৫৪তম চরণ।

টুকরো আলাপ

১) শায়ের - পঞ্চম চরণ।
২) ইজ্জৎ - পঞ্চম চরণ।
৩) কিসমত - ষষ্ঠ চরণ।
৪) খুলা - ১২শ চরণ।
৫) দাওয়া - ১৯শ চরণ।
৬) মুনাফেক - ২০শ চরণ।
৭) দাওয়া - ২০শ চরণ।
৮) ইশারা - ২৯শ চরণ।
৯) দুনিয়া - ২৯শ চরণ।
১০)তুফান - ৩০তম চরণ।
১১)ইসলাম - ৩৩তম চরণ।
১২)ইসলাম - ৩৭তম চরণ।
১৩)মুসলীম - ৩৮তম চরণ।
১৪)দুনিয়া - ৪৫তম চরণ।
১৫)খাসলৎ - ৫১তম চরণ।
১৬)ইজ্জৎ - ৫২তম চরণ।

আজব চিড়িয়া

১) জেহাদ - সপ্তম চরণ।
২) জালিম - নবম চরণ।
৩) হুকুমত - দশম চরণ।

তাজ্জব ব্যাপার

১) লেবাস - পঞ্চম চরণ।
২) লেবাস - ১৯শ চরণ।
৩) নোসাহেব - ২২শ চরণ।
৪) কসুর - ২৪শ চরণ।

গুরু শিষ্য সংবাদ

১) তমদ্দুন - দ্বিতীয় চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২) হায়াত - পঞ্চম চরণ।
৩) তৌহিদ - ষষ্ঠ চরণ।
৪) তমদ্দুন - ১১শ চরণ।
৫) হায়াত - ১১শ চরণ।
৬) হায়াত - ১৮শ চরণ।
৭) তমদ্দুন - ১৯শ চরণ।
৮) কবর - ২০শ চরণ।
৯) তমদ্দুন - ২৩শ চরণ।
১০)হায়াত - ২৪শ চরণ।
১১)হায়াত - ২৫শ চরণ।

হরিদাসের স্বগতোক্তি

১) তমদ্দুন - অষ্টম চরণ।
২) খিলাফত - নবম চরণ।
৩) কবর - ১৪শ চরণ।

হরিদাসের আক্ষেপ

১) হিলাল - চতুর্থ চরণ।
২) তমদ্দুন - পঞ্চম চরণ।
৩) নজর - নবম চরণ।
৪) হায়াত - ১৪শ চরণ।

হায়াত দারাজ - স্বপ্নচারী সংবাদ

১) খালা - দ্বিতীয় চরণ।
২) আম্মা - দ্বিতীয় চরণ।
৩) হায়াত - তৃতীয় চরণ।
৪) খোলা - ষষ্ঠ চরণ।
৫) নকীব - ১৬শ চরণ।
৬) গোলাম - ১৭শ চরণ।
৭) দুনিয়া - ২০শ চরণ।
৮) শহীদ - ২৫শ চরণ।
৯) খোলা - ৪৭তম চরণ।
১০)ইজ্জৎ - ৪৯তম চরণ।
১১)ইমান - ৬৮তম চরণ।
১২)দীন - ৮৮তম চরণ।
১৩)হায়াত - ৯০তম চরণ।

হায়াতদারাজ শূন্যচারী সংলাপ

১) আজব - প্রথম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২) ফ্যাসাদ - পঞ্চম চরণ ।
৩) তুফান - নবম চরণ ।
৪) তুফান - ১২শ চরণ ।
৫) তুফান - ১৩শ চরণ ।
৬) খুলা - ৩০শ চরণ ।
৭) মনজিল - ৪৭তম চরণ ।
৮) খুলা - ৭৫তম চরণ ।

নয়াজামাত

নয়াজামাত
১) জামাত - প্রথম চরণ ।
২) জামাত - তৃতীয় চরণ ।
৩) ঈমান - সপ্তম চরণ ।
৪) মুলুক - অষ্টম চরণ ।
৫) মূলুক - দশম চরণ ।
৬) হারাম - ১২শ চরণ ।
৭) ওয়াতন - ১৪শ চরণ ।

আমরা
১) হক - প্রথম চরণ ।
২) ইনসাফ - প্রথম চরণ ।
৩) ঈমান - তৃতীয় চরণ ।
৪) জামাত - দশম চরণ ।
৫) হরফ - ১৪শ চরণ ।

জামাত
১) জামাত - প্রথম চরণ ।
২) ইমান - প্রথম চরণ ।
৩) জামাত - তৃতীয় চরণ ।
৪) মুজাদ্দিদ - পঞ্চম চরণ ।
৫) আল-কুরান - ষষ্ঠ চরণ ।

মানুষ দাও
১) জামাত - দ্বিতীয় চরণ ।
২) ঈমান - দশম চরণ ।
৩) জামাত - ১৪শ চরণ ।
৪) তুফান - ২০শ চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৫) জামাত - ২৭শ চরণ।
৬) জিহাদ - ৩১তম চরণ।
৭) হক - ৩৯তম চরণ।
৮) ইনসাফ - ৩৯তম চরণ।
৯) ওলী - ৪২তম চরণ।
১০)কামেল - ৪২তম চরণ।
১১)জামাত - ৪৪তম চরণ।
১২)তৌফিক - ৪৮তম চরণ।
১৩)ঈমান - ৪৮তম চরণ।
১৪)জামাত - ৫১তম চরণ।

শাহীন ওড়ে

১) শাহীন - প্রথম চরণ।
২) হাওয়া - অষ্টম চরণ।
৩) শাহীন - দশম চরণ।
৪) শাহীন - ১১শ চরণ।
৫) ময়দান - ১৬শ চরণ।
৬) শাহীন - ২০শ চরণ।
৭) শাহীন - ২১শ চরণ।
৮) মুজাহিদ - ২৭শ চরণ।
৯) শাহীন - ২৯শ চরণ।
১০)শাহীন - ৪৩তম চরণ।
১১)হাওয়া - ৪৩তম চরণ।
১২)শাহীন - ৫০তম চরণ।

শাহীন সেনা

১) শাহীন - প্রথম চরণ।
২) মুজাহিদ - ষষ্ঠ চরণ।
৩) আলম - ১৭শ চরণ।
৪) জেহাদ - ১৯শ চরণ।
৫) তৌহিদ - ২০শ চরণ।
৬) শাহীন - ২১শ চরণ।
৭) দুনিয়া - ২২শ চরণ।
৮) দুনিয়া - ২৯শ চরণ।

অভিযাত্রী

১) ঈমান - সপ্তম চরণ।

সামনে চলার গান

Dhaka University Institutional Repository

১) তৌহিদ - দ্বিতীয় চরণ।
২) তুফান - ১৫শ চরণ।

বেলাল

১) জান্নাত - প্রথম চরণ।
২) হাবশী - চতুর্থ চরণ।
৩) মোত্তাকী - চতুর্থ চরণ।
৪) ঈমান - চতুর্থ চরণ।
৫) আল-আহাদ - সপ্তম চরণ।
৬) হাবশী - অষ্টম চরণ।
৭) মোত্তাকী - অষ্টম চরণ।
৮) ঈমান - অষ্টম চরণ।
৯) আকীক - ১১শ চরণ।
১০)হাবশী - ১২শ চরণ।
১১)মোত্তাকী - ১২শ চরণ।
১২)ঈমান - ১২শ চরণ।
১৩)মুয়াজ্জিন - ১৩শ চরণ।
১৪)সুবেসাদিক - ১৪শ চরণ।
১৫)হাবশী - ১৬শ চরণ।
১৬)ঈমান - ১৬শ চরণ।

বখতিয়ার

১) ঈমান - দ্বিতীয় চরণ।
২) জুলুম - তৃতীয় চরণ।
৩) গাজী - চতুর্থ চরণ।
৪) ফিকির - ষষ্ঠ চরণ।
৫) আজব - অষ্টম চরণ।
৬) খবর - ২৯শ চরণ।

জঙ্গে আজাদী

১) গোলাম - চতুর্থ চরণ।
২) ইজ্জত - ষষ্ঠ চরণ।
৩) আলেম - ১২শ চরণ।
৪) আলেম - ২৫শ চরণ।
৫) ইশারা - ২৬শ চরণ।
৬) আলেম - ৪৭তম চরণ।
৭) জালিম - ৪৮তম চরণ।
৮) জায়েয - ৪৮তম চরণ।
৯) কালাম - ৪৯তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১০) নবী - ৪৯তম চরণ ।
১১) জন্ম - ৫০তম চরণ ।
১২) জালিম - ৫১তম চরণ ।
১৩) ঈমান - ৬৬তম চরণ ।
১৪) ইন্নাম - ৭০তম চরণ ।
১৫) ইন্নাম - ৭৬তম চরণ ।
১৬) ঈমান - ৭৭তম চরণ ।
১৭) ওফাত - ৭৭তম চরণ ।

জঙ্গীপীর

১) ময়দান - দ্বিতীয় চরণ ।
২) মূলুক - দশম চরণ ।
৩) কায়েম - দশম চরণ ।
৪) দ্বীন - দশম চরণ ।
৫) হুকুমাৎ - দশম চরণ ।
৬) জামাত - ১৪শ চরণ ।
৭) মুসলীম - ১৬শ চরণ ।
৮) মযলুম - ১৬শ চরণ ।
৯) হুকুমাৎ - ১৮শ চরণ ।
১০) আওলিয়া - ২১শ চরণ ।
১১) সুরাত - ২৫শ চরণ ।
১২) মুমিন - ২৬শ চরণ ।
১৩) জিহাদ - ২৬শ চরণ ।
১৪) হায়াত - ২৭শ চরণ ।
১৫) মউত - ২৭শ চরণ ।
১৬) আউলিয়া - ২৯শ চরণ ।
১৭) মুজাদ্দিদ - ২৯শ চরণ ।
১৮) জামাত - ৩১তম চরণ ।
১৯) জামাত - ৩২তম চরণ ।
২০) মূলুক - ৩৩তম চরণ ।
২১) যুলুম - ৩৩তম চরণ ।
২২) জামাত - ৩৪তম চরণ ।
২৩) আওলিয়া - ৩৬তম চরণ ।
২৪) ময়দান - ৩৮তম চরণ ।
২৫) জিহাদ - ৩৯তম চরণ ।
২৬) শহীদ - ৪৪তম চরণ ।
২৭) নবী - ৪৬তম চরণ ।
২৮) উম্মত - ৪৬তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

তিতুমীর

১) জেহাদ - তৃতীয় চরণ।
২) জালিম - ১২শ চরণ।
৩) নকীব - ১৩শ চরণ।
৪) জুলুম - ১৮শ চরণ।
৫) জুলুম - ২১শ চরণ।
৬) শাহীন - ২৩শ চরণ।
৭) জালিম - ২৪শ চরণ।
৮) তুফান - ২৭শ চরণ।
৯) শহীদ - ২৯শ চরণ।
১০)শহীদ - ৩৩তম চরণ।
১১)জেহাদ - ৩৫তম চরণ।
১২)জালিম - ৪৪তম চরণ।
১৩)জুলুম - ৪৬তম চরণ।

কাহিনী অশেষ

দাতা হাতেম

১) মূলুক - প্রথম চরণ।
২) হাওয়া - সপ্তম চরণ।
৩) কাসেদ - ১৭শ চরণ।
৪) নফর - ১৭শ চরণ।
৫) নয়দান - ১৯শ চরণ।
৬) মূলুক - ২৩শ চরণ।
৭) কাসেদ - ২৩শ চরণ।
৮) কাসেদ - ৩৩তম চরণ।
৯) কাসেদ - ৩৪তম চরণ।
১০)আরজি - ৩৪তম চরণ।
১১)আর্জি - ৩৫তম চরণ।
১২)কাসেদ - ৩৭তম চরণ।
১৩)আরজি - ৩৭তম চরণ।
১৪)হুকুম - ৩৮তম চরণ।
১৫)আরজি - ৪১তম চরণ।
১৬)কাসেদ - ৪৯তম চরণ।
১৭)ইনসান - ৫১তম চরণ।
১৮) হারান - ৫২তম চরণ।
১৯)কাসেদ - ৫৩তম চরণ।
২০) দুনিয়া - ৫৩তম চরণ।
২১)মূলুক - ৫৫তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

সিন্দাবাদের পয়লা সফর

১) মহল - তৃতীয় চরণ।
২) মূলুক - নবম চরণ।
৩) হাওয়া - ১৯শ চরণ।
৪) কেয়ামত - ২৪শ চরণ।
৫) শোকর - ৪৪তম চরণ।
৬) ইমান - ৬৬তম চরণ।
৭) মাল - ৭৩তম চরণ।
৮) মাল - ৭৩তম চরণ।
৯) মাল - ৭৬তম চরণ।
১০)মাল - ৭৮তম চরণ।
১১)মালিক - ৭৮তম চরণ।
১২)মাল - ৭৯তম চরণ।
১৩)ফ্যাসাদ - ৮২তম চরণ।
১৪)দুনিয়া - ৮৫তম চরণ।
১৫)সফর - ৮৯তম চরণ।
১৬)তাজ্জব - ৮৯তম চরণ।
১৭)সফর - ৯১তম চরণ।
১৮) শোকর - ৯৪তম চরণ।
১৯)মাল - ৯৫তম চরণ।
২০) কিস্মত - ৯৭তম চরণ।
২১)মাল - ৯৭তম চরণ।
২২) মাল - ১০১তম চরণ।
২৩) খবর - ১০৯তম চরণ।

হামদ

সকল কিছুর দাতা

১) রহমান - দ্বিতীয় চরণ।
২) ঈমান - তৃতীয় চরণ।
৩) নূর - তৃতীয় চরণ।
৪) ইজ্জত - অষ্টম চরণ।

সকল শক্তি আল্লাহর

১) দুনিয়া - প্রথম চরণ।
২) মালিক - ১৪শ চরণ।
৩) আল্লা - ১৪শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তুমি রিজিক দাতা

১) আল্লাহ - প্রথম চরণ।
২) রিজিক - প্রথম চরণ।
৩) রাজ্জাক - প্রথম চরণ।
৪) তারিফ - তৃতীয় চরণ।
৫) ময়দান - সপ্তম চরণ।

আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নাই

১) কুল - প্রথম চরণ।
২) আলম - প্রথম চরণ।
৩) রিজিক - চতুর্থ চরণ।
৪) রহমান - পঞ্চম চরণ।
৫) আল্লাহ - ষষ্ঠ চরণ।
৬) লা - সপ্তম চরণ।
৭) ইলাহা - সপ্তম চরণ।
৮) ইলালা - সপ্তম চরণ।
৯) মদদ - নবম চরণ।
১০)ইবাদত - ১১শ চরণ।
১১)শরীক - ১২শ চরণ।
১২)আলা - ১৩শ চরণ।
১৩)লা - ১৪শ চরণ।
১৪)ইলাহা - ১৪শ চরণ।
১৫)ইল্লাল্লা - ১৪শ চরণ।
১৬)খিলাফত - ১৭শ চরণ।
১৭)ফালান - ১৯শ চরণ।
১৮) রাসুল - ১৯শ চরণ।
১৯)আল্লাহ - ২০শ চরণ।
২০) লা - ২১শ চরণ।
২১)ইলাহা - ২১শ চরণ।
২২) ইল্লাল্লা - ২১শ চরণ।

ইয়া রাহমানু ইয়া রাহিমো

১) ইয়া - চতুর্থ চরণ।
২) রহমান - চতুর্থ চরণ।
৩) ইয়া - চতুর্থ চরণ।
৪) রহীম - চতুর্থ চরণ।
৫) ইয়া - নবম চরণ।
৬) রহমান - নবম চরণ।
৭) ইয়া - নবম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৮) রহীম - নবম চরণ।
৯) ইয়া - ১৪শ চরণ।
১০)রহমান - ১৪শ চরণ।
১১)ইয়া - ১৪শ চরণ।
১২)রহীম - ১৪শ চরণ।

নাই যে মাবুদ আল্লাহ ছাড়া

১) মাবুদ - প্রথম চরণ।
২) আল্লাহ - প্রথম চরণ।
৩) তৌহিদ - দ্বিতীয় চরণ।
৪) আলা - তৃতীয় চরণ।
৫) মাবুদ - তৃতীয় চরণ।
৬) সিজদা - চতুর্থ চরণ।
৭) জামাত - পঞ্চম চরণ।
৮) আলা - সপ্তম চরণ।
৯) আল কুরান - ১১শ চরণ।
১০)কালাম - ১৩শ চরণ।

দয়া কর

১) রহীম - প্রথম চরণ।
২) রহমান - প্রথম চরণ।
৩) মঞ্জিল - ১২শ চরণ।

মুনাজাত

১) হিম্মত - চতুর্থ চরণ।
২) নেয়ামত - অষ্টম চরণ।
৩) কা'বা - নবম চরণ।
৪) কুরআন - নবম চরণ।
৫) রাব্বানা - ১২শ চরণ।
৬) জিহাদ - ১৪শ চরণ।
৭) খিলাফত - ১৫শ চরণ।
৮) ইজ্জত - ১৬শ চরণ।

ছোটদের মোনাজাত

১) দোওয়া - প্রথম চরণ।
২) দুনিয়া - তৃতীয় চরণ।
৩) ওয়াতান - পঞ্চম চরণ।
৪) জয়ীফ - দশম চরণ।
৫) আল্লাহ - ১১শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৬) মালিক - ১১শ চরণ।

না'ত

সোলনার গান

১) মুহম্মদ - প্রথম চরণ।
২) রাব্বানা - প্রথম চরণ।
৩) মুহম্মদ - চতুর্থ চরণ।
৪) মুহম্মদ - ষষ্ঠ চরণ।

নবী দিবসের গাঁথা ঃ এক

১) হাবীব - প্রথম চরণ।
২) নবী - প্রথম চরণ।
৩) জালিম - অষ্টম চরণ।
৪) জুলুম - অষ্টম চরণ।
৫) শয়তান - অষ্টম চরণ।
৬) হক - ১২শ চরণ।
৭) ইনসাফ - ১২শ চরণ।
৮) দুনিয়া - ১৫শ চরণ।
৯) ইনসান - ১৭শ চরণ।
১০)নবী - ১৯শ চরণ।
১১)ইনসান - ২০শ চরণ।
১২)জ্বিন - ২০শ চরণ।

খোদার হাবীব এলেন যখন

১) হাবীব - প্রথম চরণ।
২) নবী - তৃতীয় চরণ।

নবী দিবসের গাঁথা ঃ দুই

১) নূর - দ্বিতীয় চরণ।
২) নবী - দ্বিতীয় চরণ।
৩) আল্লা - দ্বিতীয় চরণ।
৪) দুনিয়া - সপ্তম চরণ।
৫) হাবীব - অষ্টম চরণ।
৬) খেলমত - ১৩শ চরণ।
৭) ওয়াদা - ১৫শ চরণ।
৮) খেলাফ - ১৫শ চরণ।
৯) আল আমিন - ২০শ চরণ।
১০)দুনিয়া - ২০শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

ওগো নূর নবী হজরত

১) নূর - প্রথম চরণ ।
২) নবী - প্রথম চরণ ।
৩) হজরত - প্রথম চরণ ।
৪) উম্মৎ - দ্বিতীয় চরণ ।
৫) নবী - তৃতীয় চরণ ।
৬) নূর - চতুর্থ চরণ ।
৭) ঈমান - দশম চরণ ।
৮) ইজ্জৎ - দশম চরণ ।
৯) হিম্মৎ - ১৪শ চরণ ।

নবীর পথে যাবো

১) নবী - প্রথম চরণ ।
২) মদীনা - প্রথম চরণ ।
৩) নবী - তৃতীয় চরণ ।
৪) মদীনা - তৃতীয় চরণ ।
৫) রহম - চতুর্থ চরণ ।
৬) নবী - সপ্তম চরণ ।
৭) দ্বীন - অষ্টম চরণ ।
৮) নবী - নবম চরণ ।
৯) মুহব্বত - নবম চরণ ।
১০)রহমত - ১১শ চরণ ।
১১)আলম - ১১শ চরণ ।
১২)ইনসান - ১৩শ চরণ ।
১৩)নবী - ১৪শ চরণ ।
১৪)উসিলা - ১৪শ চরণ ।

নবীরে বাস ভালো

১) নবী - প্রথম চরণ ।
২) নূর - তৃতীয় চরণ ।
৩) নবী - তৃতীয় চরণ ।
৪) নবী - ষষ্ঠ চরণ ।
৫) মখলুকাত - অষ্টম চরণ ।

সাত সাগরের মাঝি

Dhaka University Institutional Repository

সিন্দবাদ

১) সফর - প্রথম চরণ।
২) তাজ - তৃতীয় চরণ।
৩) আকীক - ষষ্ঠ চরণ।
৪) মওত - অষ্টম চরণ।
৫) সফর - নবম চরণ।
৬) কাফুর - দশম চরণ।
৭) আবলুস - ১১শ চরণ।
৮) হাওয়া - ১২শ চরণ।
৯) হাম্মাম - ১৩শ চরণ।
১০) ওজুদ - ১৪শ চরণ।
১১) সফর - ১৫শ চরণ।
১২) আফতাব - ২৭শ চরণ।
১৩) মাহতাব - ২৭শ চরণ।
১৪) তুফান - ২৮শ চরণ।
১৫) সুরাত - ২৯শ চরণ।
১৬) জামাল - ২৯শ চরণ।
১৭) জালিম - ৩৫তম চরণ।
১৮) লানত - ৩৭তম চরণ।
১৯) আবলুস - ৪১তম চরণ।
২০) হাওয়া - ৪২তম চরণ।
২১) সুরাত - ৪৪তম চরণ।
২২) জামাল - ৪৪তম চরণ।
২৩) ইয়াকুত - ৪৬তম চরণ।
২৪) সিনা - ৪৮তম চরণ।
২৫) সফর - ৪৯তম চরণ।
২৬) হারাম - ৫২তম চরণ।
২৭) মাওত - ৫২তম চরণ।
২৮) সফর - ৫৫তম চরণ।
২৯) আকীক - ৫৬তম চরণ।
৩০) মাওত - ৬০তম চরণ।
৩১) কাফুর - ৬১তম চরণ।
৩২) আয়েশ - ৬৩তম চরণ।
৩৩) আশরত - ৬৩তম চরণ।
৩৪) তাজ - ৬৪তম চরণ।
৩৫) লেবাস - ৬৭তম চরণ।
৩৬) সফর - ৭১তম চরণ।
৩৭) আলমাস - ৭২তম চরণ।
৩৮) আলম - ৭৬তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯) ইশারা - ৭৮তম চরণ।

বার দরিয়ায়

১) হাওয়া - চতুর্থ চরণ।
২) সুরাত - অষ্টম চরণ।
৩) হাওয়া - নবম চরণ।
৪) সাদিক - দশম চরণ।
৫) নেহক্কাব - ১৩শ চরণ।
৬) হাওয়া - ১৪শ চরণ।
৭) তুফান - ১৬শ চরণ।
৮) তুফান - ২৭শ চরণ।
৯) হেরেন - ৪৪তম চরণ।
১০) নেক্কাব - ৪৫তম চরণ।
১১) তুফান - ৪৯তম চরণ।
১২) আল বুরুজ - ৬৫তম চরণ।
১৩) জুলমাত - ৬৭তম চরণ।
১৪) আল্লাহ - ৭৪তম চরণ।
১৫) গাফলত - ৭৮তম চরণ।
১৬) তুফান - ৮৬তম চরণ।
১৭) ওজুন - ৮৭তম চরণ।
১৮) কুঅত - ৮৮তম চরণ।
১৯) আলা - ৮৮তম চরণ।
২০) আলবুরুজ - ৯০তম চরণ।
২১) জুলমাত - ৯৬তম চরণ।
২২) তুফান - ১০০তম চরণ।
২৩) জুলমাত - ১০১তম চরণ।
২৪) তুফান - ১০৯তম চরণ।
২৫) তুফান - ১১৬তম চরণ।
২৬) খিজির - ১১৬তম চরণ।

দরিয়ায় শেষ রাত্রি

১) সুবেসাদিক - সূচনায়।
২) সুলেমান - পঞ্চম চরণ।
৩) ওতান - নবম চরণ।
৪) কাফেলা - ১৫শ চরণ।
৫) জহর - ১৫শ চরণ।
৬) সফর - ২১শ চরণ।
৭) ওতান - ২৫শ চরণ।
৮) তুফান - ৩১তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৯) সফর - ৪৮তম চরণ।
১০)সিনা - ৫১তম চরণ।
১১)মুসলিম - ৫৩তম চরণ।
১২)মওত - ৫৩তম চরণ।
১৩)ওজুদ - ৫৫তম চরণ।
১৪)সফর - ৫৯তম চরণ।
১৫)আলা - ৬১তম চরণ।
১৬)আলম - ৬১তম চরণ।
১৭)সফর - ৬২তম চরণ।
১৮) সফর - ৬৭তম চরণ।
১৯)আকীক - ৬৮তম চরণ।
২০) জিল্‌কদ - ৬৯তম চরণ।
২১)মওত - ৭৫তম চরণ।
২২) তুফান - ৭৬তম চরণ।
২৩) সফর - ৭৮তম চরণ।
২৪) হাওয়া - ৮০তম চরণ।
২৫) তুফান - ৮৯তম চরণ।

শাহরিয়ার

১) ইশারা - নবম চরণ।
২) শারাব - ১৭শ চরণ।
৩) ইনসাফ - ১৮শ চরণ।
৪) আজাব - ১৯শ চরণ।
৫) মাহতাব - ২৫শ চরণ।
৬) তুফান - ৪১তম চরণ।
৭) জহর - ৪৪তম চরণ।
৮) জুলমাত - ৫১তম চরণ।
৯) উজীর - ৫৩তম চরণ।
১০)তুফান - ৫৫তম চরণ।

আকাশ নাবিক

১) তুফান - ৭২তম চরণ।
২) তুফান - ৭৮তম চরণ।
৩) মজনুন - ১২৪তম চরণ।
৪) তুফান - ১৮২তম চরণ।

ভাহুক

১) হাওয়া - ২৭শ চরণ।
২) সাকী - ৫১তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৩) শারাব - ৫২তম চরণ।
৪) শারাব - ৫৪তম চরণ।

বন্দরে সন্ধ্যা

১) মুসাফির - দশম চরণ।

ঝরোকায়

১) মুসাফির - প্রথম চরণ।
২) হাওয়া - ২১শ চরণ।
৩) ইশারা - ৩০শ চরণ।

এইসব রাত্রি

১) কবর - ১৪শ চরণ।
২) শারাব - ১৯শ চরণ।
৩) মুসাফির - ২৩শ চরণ।

পুরানো বাজারে

১) মুসাফির - পঞ্চম চরণ।

পাঞ্জেরী

১) হেলাল - তৃতীয় চরণ।
২) সফর - সপ্তম চরণ।
৩) বাব - নবম চরণ।
৪) তুফান - দশম চরণ।
৫) হাওয়া - ১৬শ চরণ।
৬) মুসাফির - ১৮শ চরণ।
৭) তকদির - ১৯শ চরণ।
৮) মুসাফির - ২৩শ চরণ।
৯) জুলমাত - ২৫শ চরণ।
১০)মসাফির - ২৯শ চরণ।
১১)মজলুম - ৩৭তম চরণ।

স্বর্ণ ঈগল

১) আল-বোরজ - প্রথম চরণ।
২) তুফান - ষষ্ঠ চরণ।

লাশ

১) কবর - ১৫শ চরণ।

২) ইবলিস - ৩৫তম চরণ।
৩) আজাজিল - ৩৬তম চরণ।
৪) শয়তান - ৪২তম চরণ।

তুফান

১) তুফান - প্রথম চরণ।

হে নিশান - বাহী

১) আল-হেলাল - ৩১তম চরণ।
২) মদিনাতুন্নবী - ৪১তম চরণ।
৩) আল-হেলাল - ৪৩তম চরণ।
৪) হাওয়া - ৫৫তম চরণ।
৫) হেলাল - ৬৩তম চরণ।
৬) হেলাল - ৭৮তম চরণ।

নিশান

১) তুফান - দ্বিতীয় চরণ।
২) আল হেলাল - দশম চরণ।
৩) আরাফাত - ১১শ চরণ।
৪) মিনার - ১২শ চরণ।
৫) ঈমান - ১৪শ চরণ।
৬) জেহাদ - ১৫শ চরণ।
৭) মুমিন - ১৭শ চরণ।
৮) জুলমাত - ২৩শ চরণ।
৯) সাফা - ২৫শ চরণ।
১০) মারওয়া - ২৫শ চরণ।
১১) হেরা - ২৫শ চরণ।
১২) ইশারা - ৪১তম চরণ।
১৩) মদিনা - ৫১তম চরণ।
১৪) হাওয়া - ৬২তম চরণ।
১৫) হাওয়া - ৬৩তম চরণ।
১৬) সিরাজামনুনীরা - ৮৬তম চরণ।
১৭) সায়ফুল্লা - ৯১তম চরণ।
১৮) নূর - ৯৫তম চরণ।
১৯) আল-বোরজ - ১০২তম চরণ।
২০) হেজাজ - ১০৮তম চরণ।
২১) হেলাল -১১৩তম চরণ।

নিশান - বরদার

Dhaka University Institutional Repository

১) তুফান - দশম চরণ ।
২) কাহলিন - ১৮শ চরণ ।
৩) শারাবান তহুরা - ১৮শ চরণ ।
৪) কাফুর - ১৯শ চরণ ।
৫) ইশারা - ২০শ চরণ ।
৬) লা'ত 'মানাত - ২২শ চরণ ।
৭) লা'ত 'মানাত - ২৪শ চরণ ।
৮) আদ সামুদ - ২৫শ চরণ ।
৯) আদ সামুদ - ২৭শ চরণ ।
১০)লা'ত 'মানাত - ৩৫তম চরণ ।
১১)সিদরাতুল-মুনতাহা - ৩৭তম চরণ ।
১২)জুলমাত - ৪২তম চরণ ।
১৩)সাইনুন - ৫১তম চরণ ।
১৪)ইমারত - ৫২তম চরণ ।
১৫)জালিম - ৫৩তম চরণ ।
১৬)মিনার - ৫৩তম চরণ ।

আউলাদ

১) আউলাদ - ১৪শ চরণ ।
২) কবর - ১৭শ চরণ ।
৩) কলম - ২৪শ চরণ ।
৪) আদালত - ৩০তম চরণ ।
৫) আউলাদ - ৩৪তম চরণ ।
৬) মজলুম - ৪৫তম চরণ ।
৭) আউলাদ - ৪৬তম চরণ ।
৮) শয়তান - ৪৭তম চরণ ।
৯) কবর - ৪৮তম চরণ ।
১০)আউলাদ - ৫৪তম চরণ ।
১১)জালিম - ৭১তম চরণ ।
১২)আউলাদ - ৭২তম চরণ ।
১৩)আদালত - ৭৫তম চরণ ।
১৪)আদালত - ৭৮তম চরণ ।
১৫)শয়তান - ৭৯তম চরণ ।
১৬)আদালত - ৮০তম চরণ ।
১৭)সামুদ - ৮৩তম চরণ ।
১৮) জালিম - ৮৪তম চরণ ।
১৯)তুফান - ৮৮তম চরণ ।
২০) আউলাদ - ৯৭তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

সাত সাগরের মাঝি

১) তসবির - ষষ্ঠ চরণ।
২) রায়হান - ২৪শ চরণ।
৩) মারজান - ৩৬তম চরণ।
৪) ইয়াসমীন - ৪৩তম চরণ।
৫) সফর - ৪৫তম চরণ।
৬) মারজান - ৫৫তম চরণ।
৭) মিনার - ৭৪তম চরণ।
৮) মেশক - ১০৪তম চরণ।
৯) মঞ্জিল - ১২৬তম চরণ।

সিরাজাম মুনীরা

মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সালাম

১) মুসাফির - অষ্টম চরণ।
২) সিদ্দিক - ৩১তম চরণ।
৩) জিন্নুরাইন - ৩১তম চরণ।
৪) আল ফারুক - ৩২তম চরণ।
৫) নবী - ৩৮তম চরণ।
৬) উম্মী - ৪৪তম চরণ।
৭) নবী - ৪৪তম চরণ।
৮) মেশক - ৪৮তম চরণ।
৯) গোলাম - ৬২তম চরণ।
১০)শারাব - ৬৪তম চরণ।
১১)জালিম - ৬৯তম চরণ।
১২)হাওয়া - ৮৭তম চরণ।
১৩)আল আমিন - ১০৭তম চরণ।
১৪)মোরাকাবা - ১০৮তম চরণ।
১৫)আল আহাদ - ১১৮তম চরণ।
১৬)লা শরীক - ১১৯তম চরণ।
১৭)হাওয়া - ১২৫তম চরণ।
১৮) ইশক - ১২৬তম চরণ।
১৯)আল বুর্জ - ১২৭তম চরণ।
২০) আজম - ১২৯তম চরণ।
২১)নূর - ১৩৭তম চরণ।
২২) তসবির - ১৪৩তম চরণ।
২৩) উম্মী - ১৪৩তম চরণ।
২৪) নবী - ১৪৩তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২৫) নবী - ১৪৮তম চরণ।
২৬) নূর - ১৪৯তম চরণ।
২৭) নূরানী - ১৫৭তম চরণ।
২৮) সিরাজাম মুনীরা - ১৫৮তম চরণ।
২৯) নবী - ১৬৩তম চরণ।
৩০) রসুল - ১৬৫তম চরণ।
৩১)শয়তান - ১৭০তম চরণ।
৩২) লা শারীক - ১৭৩তম চরণ।
৩৩) খবর - ১৮২তম চরণ।
৩৪) নূরানী - ১৮৪তম চরণ।
৩৫) কলব - ১৮৪তম চরণ।
৩৬) সাইমুম - ১৮৬তম চরণ।
৩৭) তাজ - ১৯৩তম চরণ।
৩৮) মেরাজ - ১৯৪তম চরণ।
৩৯) ইশারা - ২০৯তম চরণ।
৪০) ফতহুন - ২১১তম চরণ।
৪১)মুবিন - ২১১তম চরণ।
৪২) আজান - ২১৩তম চরণ।
৪৩) নারজান - ২১৮তম চরণ।
৪৪) মুসাফির - ২১৯তম চরণ।
৪৫) নকীব - ২২৮তম চরণ।
৪৬) তকদির - ২২৯তম চরণ।
৪৭) লা শারীক - ২৩০তম চরণ।
৪৮) সুফফা - ২৩২তম চরণ।
৪৯) আজান - ২৩৫তম চরণ।
৫০) কওসর - ২৩৯তম চরণ।
৫১)উম্মত - ২৪৮তম চরণ।
৫২) উম্মত - ২৫৫তম চরণ।
৫৩) ফিরদৌস - ২৫৭তম চরণ।
৫৪) সিদ্দিক - ২৬০তম চরণ।
৫৫) জুলফিকার - ২৬৩তম চরণ।
৫৬) কাফেলা - ২৬৫তম চরণ।
৫৭) তুফান - ২৬৭তম চরণ।
৫৮) কামালৎ - ২৭০তম চরণ।
৫৯) আফতাব - ২৭১তম চরণ।
৬০) নূরনবী - ২৭৪তম চরণ।
৬১)ফিরদৌস - ২৭৮তম চরণ।
৬২) আল হেলাল - ২৮১তম চরণ।
৬৩) শাহাদাৎ - ২৮৪তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৬৪) ফিরদৌস - ২৮৪তম চরণ।
৬৫) ইশারা - ২৮৪তম চরণ।
৬৬) উম্মত - ২৮৫তম চরণ।
৬৭) রওজা - ২৮৬তম চরণ।
৬৮) মুবারক - ২৮৬তম চরণ।
৬৯) মুজাদ্দিদ - ২৯০তম চরণ।
৭০) সালাম - ৩০২তম চরণ।
৭১)সালাম - ৩০৩তম চরণ।
৭২) সালালাহু - ৩০৩তম চরণ।
৭৩) আলাইকা - ৩০৩তম চরণ।
৭৪) ইয়া - ৩০৩তম চরণ।
৭৫) রাসুলুলাহ - ৩০৩তম চরণ।

খোলাফায়ে রাশেদীন

আব বকর সিদ্দিক

১) আদম-সুরাত - প্রথম চরণ।
২) মদীনা - দ্বিতীয় চরণ।
৩) কাফেলা - চতুর্থ চরণ।
৪) জয়তুন - পঞ্চম চরণ।
৫) ইসলাম - ১১শ চরণ।
৬) মদীনা - ১৬শ চরণ।
৭) মদীনা - ১৭শ চরণ।
৮) মদীনা - ২২শ চরণ।
৯) মুসাফির - ২৮শ চরণ।
১০)খলিফা - ৩১তম চরণ।
১১)জান্নাত - ৩৩তম চরণ।
১২)ফিরদৌস - ৩৩তম চরণ।
১৩)সিদ্দিক - ৩৪তম চরণ।
১৪)ফিরদৌস - - ৩৬তম চরণ।
১৫)হেলাল - ৩৬তম চরণ।
১৬)নবী - ৩৭তম চরণ।
১৭)তসবির - ৪২তম চরণ।
১৮) আরশ - ৪৪তম চরণ।
১৯)হেলাল - ৪৬তম চরণ।
২০) দুনিয়া - ৪৭তম চরণ।
২১)শয়তান - ৪৯তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২২) তোলায়হা - ৪৯তম চরণ।
২৩) খিলাফত - ৫০তম চরণ।
২৪) সাইনুন - ৫০তম চরণ।
২৫) ইসলাম - ৫৯তম চরণ।
২৬) ইসলাম - ৬০তম চরণ।
২৭) মোমিন - ৬০তম চরণ।
২৮) সুরাত - ৬১তম চরণ।
২৯) মদীনা - ৬৪তম চরণ।
৩০) নেকাব - ৮৬তম চরণ।
৩১)আকবর - ৯৪তম চরণ।
৩২) আকবর - ৯৪তম চরণ।
৩৩) সাইমুম - ৯৮তম চরণ।
৩৪) ফিরদৌস - ১০২তম চরণ।
৩৫) মারেফাত - ১১২তম চরণ।
৩৬) মুসাফির - ১১২তম চরণ।
৩৭) আশিক - ১১৬তম চরণ।
৩৮) আকবর - ১৩২তম চরণ।
৩৯) সুরাত - ১৩৩তম চরণ।
৪০) মদীনা - ১৩৫তম চরণ।

উমর - দারাজ দিল

১) মুসাফির - প্রথম চরণ।
২) তুফান - চতুর্থ চরণ।
৩) কাফেলা - পঞ্চম চরণ।
৪) খলিফাতুল - ১৪শ চরণ।
৫) মুসলেমীন - ১৪শ চরণ।
৬) খবর - ২৩শ চরণ।
৭) জুলমাত - ২৭শ চরণ।
৮) খিলাফত - ২৭শ চরণ।
৯) আফতাব - ২৮শ চরণ।
১০) খিলাফত - ৩৭তম চরণ।
১১) শয়তান - ৬২তম চরণ।
১২) জালিম - ৭৫তম চরণ।
১৩) ফারুক - ৮৪তম চরণ।
১৪) আমীরুল - ৮৯তম চরণ।
১৫) মুমেনীন - ৮৯তম চরণ।
১৬) আখেরী - ৯১তম চরণ।
১৭) নবী - ৯১তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৮) কাফেলা - ৯১তম চরণ ।
১৯) খলিফাতুল - ৯২তম চরণ ।
২০) মুসলেমীন - ৯২তম চরণ ।
২১) মখলুকাত - ৯৩তম চরণ ।
২২) রহমাতুললিল - ৯৫তম চরণ ।
২৩) আলামিন - ৯৫তম চরণ ।
২৪) এতিম - ৯৮তম চরণ ।
২৫) ফারুক - ১০০তম চরণ ।
২৬) খলিফা - ১০৫তম চরণ ।
২৭) বায়তুলমাল - ১০৭তম চরণ ।
২৮) আমীর - ১০৭তম চরণ ।
২৯) খাদিম - ১০৮তম চরণ ।
৩০) মুসলীম - ১০৯তম চরণ ।
৩১) ইসলামী - ১১৫তম চরণ ।
৩২) গরীব - ১২২তম চরণ ।
৩৩) মুসাফির - ১২৬তম চরণ ।
৩৪) খাদিম - ১২৬তম চরণ ।
৩৫) খবর - ১২৯তম চরণ ।
৩৬) কাফেলা - ১৩২তম চরণ ।
৩৭) জালিম - ১৩৯তম চরণ ।
৩৮) খলিফা - ১৫২তম চরণ ।
৩৯) জালিম - ১৫৮তম চরণ ।
৪০) মজলুম - ১৬৫তম চরণ ।
৪১) কাফেলা - ১৬৭তম চরণ ।
৪২) খলিফা - ১৬৯তম চরণ ।
৪৩) কাফেলা - ১৭৪তম চরণ ।
৪৪) কাফেলা - ১৮৪তম চরণ ।
৪৫) আমিরুল - ১৮৪তম চরণ ।
৪৬) মুমেনীন - ১৮৪তম চরণ ।
৪৭) খলিফাতুল - ১৮৬তম চরণ ।
৪৮) মুসলেমীন - ১৮৬তম চরণ ।
৪৯) মুমীন - ১৮৬তম চরণ ।
৫০) তসবী - ১৮৮তম চরণ ।
৫১) মদীনা - ১৯০তম চরণ ।
৫২) মসজিদ - ১৯০তম চরণ ।
৫৩) খাদিম - ১৯০তম চরণ ।
৫৪) খলিফা - ১৯৩তম চরণ ।
৫৫) মিসকিন - ১৯৩তম চরণ ।
৫৬) কাফেলা - ১৯৯তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৫৭) জুলনাত - ২০১তম চরণ।
৫৮) মুবারক - ২০২তম চরণ।
৫৯) বোরাক - ২০২তম চরণ।
৬০) সাইনুন - ২০৩তম চরণ।
৬১) মখলুকাত - ২০৫তম চরণ।
৬২) তুফান - ২০৭তম চরণ।
৬৩) হাওয়া - ২০৮তম চরণ।

ওসমান গণি

১) গণি - ১১শ চরণ।
২) আরব - ১২শ চরণ।
৩) আজম - ১২শ চরণ।
৪) মদীনা - ১৩শ চরণ।
৫) মদীনা - ২০শ চরণ।
৬) মুসাফির - ২০শ চরণ।
৭) গণি - ২২শ চরণ।
৮) মুসাফির - ২৭শ চরণ।
৯) ইয়াকুত - ৩২তম চরণ।
১০) নূর - ৩৪তম চরণ।
১১) তাজালি - ৩৪তম চরণ।
১২) মদীনা - ৪৩তম চরণ।
১৩) জাফরান - ৪৫তম চরণ।
১৪) আরব - ৪৮তম চরণ।
১৫) গণি - ৬৪তম চরণ।
১৬) মদীনা - ৬৫তম চরণ।
১৭) মসজিদ - ৬৭তম চরণ।
১৮) মিনার - ৬৭তম চরণ।
১৯) ঈমান - ৭০তম চরণ।
২০) শরীফ - ৭৪তম চরণ।
২১) জান্নাত - ৭৭তম চরণ।
২২) খেয়ানত - ৮৫তম চরণ।
২৩) আমানত - ৮৬তম চরণ।
২৪) বায়তুল মাল - ৯৫তম চরণ।
২৫) মুজাহিদ - ১০৪তম চরণ।
২৬) জিহাদ - ১০৪তম চরণ।
২৭) মুজাহিদ - ১০৮তম চরণ।
২৮) খিলাফত - ১১০তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২৯) নবুবী - ১১০তম চরণ ।
৩০) খলিফা - ১১১তম চরণ ।
৩১) খলিফা - ১১৫তম চরণ ।
৩২) ঈমান - ১১৭তম চরণ ।
৩৩) দ্বীন - ১২০তম চরণ ।
৩৪) খাদিম - ১২০তম চরণ ।
৩৫) কোরান - ১২০তম চরণ ।
৩৬) ইমারত - ১২১তম চরণ ।
৩৭) নিশান - ১৩৩তম চরণ ।
৩৮) গণি - ১৩৬তম চরণ ।

আলী হায়দর

১) আফতাব - তৃতীয় চরণ ।
২) জুলফিকার - ষষ্ঠ চরণ ।
৩) মুর্তজা - ১২শ চরণ ।
৪) জুলফিকার - ১৭শ চরণ ।
৫) মুর্তজা - ২০শ চরণ ।
৬) জয়ীফ - ২২শ চরণ ।
৭) জুলফিকার - ২৫শ চরণ ।
৮) জুলফিকার - ৩০তম চরণ ।
৯) আরব - ৩২তম চরণ ।
১০)খান্নাস - ৩৩তম চরণ ।
১১)কোরান - ৩৮তম চরণ ।
১২)নূর - ৩৮তম চরণ ।
১৩)ইসলামী - ৪১তম চরণ ।
১৪)তকবির - ৪৩তম চরণ ।
১৫)তকবির - ৪৪তম চরণ ।
১৬)আকবর - ৪৫তম চরণ ।
১৭)নবী - ৪৬তম চরণ ।
১৮) শহীদ - ৫৬তম চরণ ।
১৯)তুফান - ৫৬তম চরণ ।
২০) জুলফিকার - ৫৭তম চরণ ।
২১)জুলফিকার - ৫৯তম চরণ ।
২২) জেহাদ - ৬০তম চরণ ।
২৩) কাফের - ৬৩তম চরণ ।
২৪) খান্নাস - ৬৭তম চরণ ।
২৫) খান্নাস - ৬৭তম চরণ ।
২৬) খবিস - ৬৭তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

২৭) ইসলাম - ৭০তম চরণ।
২৮) কাফের - ৭৪তম চরণ।
২৯) আরাব - ৭৫তম চরণ।
৩০) কাফের - ৮০তম চরণ।
৩১)আকবর - ৮৬তম চরণ।
৩২) ইসলাম - ৮৭তম চরণ।
৩৩) তকবির - ৮৭তম চরণ।
৩৪) হেলাল - ৮৮তম চরণ।
৩৫) গোলাম - ৯৬তম চরণ।
৩৬) জালিম - ১০১তম চরণ।
৩৭) বদর - ১০২তম চরণ।
৩৮) জামাত -১০৮তম চরণ।
৩৯) কাফের - ১১১তম চরণ।
৪০) সুফী - ১১৪তম চরণ।
৪১)তাহাওফ - ১১৬তম চরণ।
৪২) নূরানী - ১১৬তম চরণ।
৪৩) ঈলম - ১১৬তম চরণ।
৪৪) মুসলীম - ১১৯তম চরণ।
৪৫) আরশ - ১২২তম চরণ।
৪৬) জান্নাত - ১২২তম চরণ।
৪৭) নূর - ১২২তম চরণ।
৪৮) হাওজ - ১২৪তম চরণ।
৪৯) কওসর - ১২৪তম চরণ।
৫০) মাকাম - ১২৪তম চরণ।
৫১)মাহমুদা - ১২৪তম চরণ।
৫২) শারাবান - ১২৫তম চরণ।
৫৩) তহুরা - ১২৫তম চরণ।
৫৪) হাওয়া - ১২৭তম চরণ।
৫৫) মুত্তাকী - ১৩৬তম চরণ।
৫৬) ফিরদৌস - ১৩৭তম চরণ।
৫৭) শারাব - ১৩৭তম চরণ।
৫৮) সাকী - ১৩৭তম চরণ।
৫৯) আবু - ১৪৮তম চরণ।
৬০) তোরাব - ১৪৮তম চরণ।
৬১)ঈশক - ১৫৯তম চরণ।
৬২) জান্নাত - ১৬১তম চরণ।
৬৩) ফিরদৌস - ১৬১তম চরণ।
৬৪) হুর - ১৬৬তম চরণ।
৬৫) নূর - ১৬৭তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৬৬) আল আহাদ - ১৬৮তম চরণ।
৬৭) জালিম - ১৭০তম চরণ।
৬৮) খায়বার - ১৭১তম চরণ।
৬৯) জুলফিকার - ১৭২তম চরণ।
৭০) মুসলিম - ১৭৩তম চরণ।
৭১)কুল - ১৭৪তম চরণ।
৭২) মখলুক - ১৭৪তম চরণ।
৭৩) খায়বার - ১৭৫তম চরণ।
৭৪) মিনার - ১৭৬তম চরণ।
৭৫) জুলফিকার - ১৯৩তম চরণ।
৭৬) খায়বার - ১৯৫তম চরণ।
৭৭) হেলাল - ১৯৬তম চরণ।
৭৮) দ্বীন - ১৯৭তম চরণ।
৭৯) ইসলাম - ১৯৭তম চরণ।
৮০) তাজী - ১৯৮তম চরণ।
৮১) কাসেদ - ১৯৮তম চরণ।
৮২) সুবে - ২০১তম চরণ।
৮৩) সাদিক - ২০১তম চরণ।
৮৪) নকীব - ২০৪তম চরণ।
৮৫) নবী - ২০৪তম চরণ।
৮৬) দ্বীন - ২০৪তম চরণ।
৮৭) মজলুম - ২০৮তম চরণ।
৮৮) মদীনা - ২০৮তম চরণ।
৮৯) মিনার -২০ ৮তম চরণ।
৯০) কুলমথলুকাত - ২১১তম চরণ।
৯১)আল হেলাল - ২১১তম চরণ।
৯২) তকদির - ২১২তম চরণ।

শহীদে কারবালা

১) মুয়াজ্জমা - সপ্তম চরণ।
২) জুলুম – অষ্টম চরণ।
৩) জালিম – অষ্টম চরণ।
৪) জুলমাত – নবম চরণ।
৫) দীন – নবম চরণ।
৬) দাওয়াত - দশম চরণ।
৭) লানত - ১২শ চরণ।
৮) জুলুম - ১৪শ চরণ।
৯) কওমী - ১৫শ চরণ।
১০)মুমিন - ১৭শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১১)জালিম - ১৭শ চরণ।
১২)মওত - ২৪শ চরণ।
১৩)মুজাহিদ - ২৬শ চরণ।
১৪)হুকুম - ২৭শ চরণ।
১৫)শহীদ - ২৯শ চরণ।
১৬)ইমাম - ৩০তম চরণ।
১৭)মুজাহিদ - ৩২তম চরণ।
১৮) ইমান - ৩৫তম চরণ।
১৯)তাজ - ৩৬তম চরণ।
২০) ইমান - ৪০তম চরণ।
২১)মুজাহেদীন - ৪১তম চরণ।
২২) তকদীর - ৪৪তম চরণ।
২৩) মুজাহেদীন - ৪৪তম চরণ।
২৪) খিমার - ৪৫তম চরণ।
২৫) নেজার - ৫৯তম চরণ।
২৬) দ্বীন - ৬৩তম চরণ।
২৭) ইজ্জত - ৬৩তম চরণ।
২৮) ইসলাম - ৬৬তম চরণ।

মন

১) মিনার - পঞ্চম চরণ।
২) হাওয়া - ষষ্ঠ চরণ।
৩) মিনার - ২৪শ চরণ।

আজ সংগ্রাম

১) জেহাদ - পঞ্চম চরণ।
২) নুরানী - ৫৫তম চরণ।
৩) আল-কোরান - ৫৫তম চরণ।
৪) মুমিন - ৫৬তম চরণ।
৫) মুজাহিদ - ৫৮তম চরণ।
৬) জামানা - ৫৮তম চরণ।

এই সংগ্রাম

১) জেহাদ - ৭৪তম চরণ।

প্রেম পন্থী

১) তৌহিদ - দশম চরণ।
২) তৌহিদ - ১১শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

গাওছুল আজম

১) কাফেলা - তৃতীয় চরণ।

সুলতানুল হিন্দ

১) হিলাল - দ্বিতীয় চরণ।

২) হিন্দ - ষষ্ঠ চরণ।

৩) হায়াত - সপ্তম চরণ।

৪) হাওয়া - অষ্টম চরণ।

৫) সুলতান - দশম চরণ।

৬) হিন্দ - দশম চরণ।

৭) সুলতান - ১৪শ চরণ।

খাজা নকশ্বন্দ

১) হাওয়া - সপ্তম চরণ।

২) জান্নাত - নবম চরণ।

৩) মঞ্জিল - ১২শ চরণ।

মুজাদ্দিদ আলফেসানী

১) হিলাল - প্রথম চরণ।

২) স্বর - ষষ্ঠ চরণ।

৩) তৌহিদ - ১৩শ চরণ।

৪) মদীনা - ১৪শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

অভিযাত্রিকের প্রার্থনা

১) মদীনা - দ্বিতীয় চরণ।

২) আরব - তৃতীয় চরণ।

৩) আজম - তৃতীয় চরণ।

মুক্তধারা

১) মাওক - ষষ্ঠ চরণ।

২) মাহবুব - ষষ্ঠ চরণ।

৩) নবী - ১১শ চরণ।

৪) তৌহিদ - ১২শ চরণ।

৫) ঈমান - ১৩শ চরণ।

৬) কাফেলা - ১৪শ চরণ।

ইশারা

১) নেকাব - ২১শ চরণ।

২) ইশারা - ২৭শ চরণ।

৩) ইশারা - ২৮শ চরণ।

৪) তুফান - ২৯শ চরণ।
৫) নেকাব - ৩২তম চরণ।
৬) ইশারা - ৩৪তম চরণ।
৭) ইশারা - ৩৭তম চরণ।
৮) ইশারা - ৩৮তম চরণ।
৯) ইশারা - ৪১তম চরণ।
১০)ইশারা - ৪৪তম চরণ।
১১)ইশারা - ৪৫তম চরণ।
১২)ঈশক - ৭১তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩)হাওয়া - ৭৬তম চরণ ।
১৪)তুফান - ৮২তম চরণ ।
১৫)ইশারা - ৮৬তম চরণ ।
১৬)ইশারা - ৯৩তম চরণ ।
১৭)হেলাল - ৯৩তম চরণ ।
১৮) হেরেন - ৯৯তম চরণ ।
১৯)ইশারা - ১১১তম চরণ ।
২০) ঈদ - ১১৬তম চরণ ।
২১)ইশারা - ১১৮তম চরণ ।
২২) ইশারা - ১২০তম চরণ ।

নৌফেল ও হাতেম

কাহিনীর ইশারা

১) মূলুক - প্রথম চরণ ।

২) তাজ - তৃতীয় চরণ ।

৩) দূয়ার - অষ্টম চরণ ।

প্রথম অঙ্ক

এক

১) মুয়াল্লাকা - তৃতীয় চরণ ।

২) জাহান্নাম - ১৩শ চরণ ।

৩) আজাজিল - ১৪শ চরণ ।

৪) মুসাফির - ২০শ চরণ ।

৫) মুসাফির - ২৭শ চরণ ।

৬) ইনসান - ৩০তম চরণ ।

৭) মুসাফির - ৩১তম চরণ ।

৮) মুসাফির - ৩৪তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৯) মূলুক - ৩৭তম চরণ।

১০)ইনসান - ৩৮তম চরণ।

১১)ইজ্জত - ৩৮তম চরণ।

১২)জান্নাত - ৪০তম চরণ।

১৩)মুসাফির - ৪৪তম চরণ।

১৪)দাওয়াত - ৪৮তম চরণ।

১৫)কবুল - ৪৮তম চরণ।

১৬)মখলুক - ৬০তম চরণ।

১৭)খিদমত - ৬০তম চরণ।

দুই

নিভৃত কক্ষ

১) সায়েল - প্রথম চরণ।
২) মুসাফির - পঞ্চম চরণ।
৩) হুকুম - ষষ্ঠ চরণ।
৪) হুজুর - দশম চরণ।
৫) হাল - ১২শ চরণ।
৬) মুসাফির - ১২শ চরণ।
৭) ইজ্জত - ১৮শ চরণ।
৮) শাহীন - ১৯শ চরণ।
৯) মুহাব্বত - ২৩শ চরণ।
১০)ইন্তেজার - ২৭শ চরণ।
১১)আজান- ৩২তম চরণ।

তিন

মেলা

১) মিসকিন - প্রথম চরণ।
২) গোলাম - চতুর্থ চরণ।
৩) তাজ্জব - সপ্তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৪) হুজুর - অষ্টম চরণ।
৫) সায়েল - ১২শ চরণ।
৬) মুসাফির - ১৮শ চরণ।
৭) ইজ্জত - ১৯শ চরণ।
৮) ইজ্জত - ২৫শ চরণ।
৯) ইজ্জত - ২৫শ চরণ।
১০)ইজ্জত - ৩০শ চরণ।

চার

নৌফেলের দরবার
১) মুসাফির - দ্বিতীয় চরণ।
২) এতিম - দ্বিতীয় চরণ।
৩) সায়েল - তৃতীয় চরণ।
৪) ইজ্জত - ১৮শ চরণ।
৫) অজুদ - ২৫শ চরণ।
৬) ইজ্জত - ২৭শ চরণ।
৭) জাহান্নাম - ৩৪তম চরণ।

পাঁচ

ওয়েসিস
১) উজীর - দ্বিতীয় চরণ।
২) উজীর - ষষ্ঠ চরণ।
৩) উজীর - নবম চরণ।
৪) আজল - নবম চরণ।
৫) হায়াত - ২৬শ চরণ।
৬) দোয়া - ২৭শ চরণ।
৭) খিদমত - ২৯শ চরণ।
৮) ইনসান - ৩০শ চরণ।
৯) মোরাকাবা - ৩৩তম চরণ।
১০)কানেল - ৩৩তম চরণ।
১১)হুকুম - ৩৭তম চরণ।
১২)খিদমত - ৩৯তম চরণ।
১৩)সুফী - ৪৪তম চরণ।
১৪)মুসাফির - ৪৬তম চরণ।
১৫)হাওয়া - ৫০তম চরণ।
১৬)ঈমান - ৫৮তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অঙ্ক

এক

নৌফেলের বালাখানা ঃ রাত্রি

নৌফেল ও উজীর

১) হাওয়া - সপ্তম চরণ।
২) ওয়ারিশ - ১৭শ চরণ।
৩) সুলতান - ২০শ চরণ।
৪) জাহান্নাম - ২৫শ চরণ।
৫) উজীর - ২৭শ চরণ।
৬) হারাম - ৩৮তম চরণ।
৭) কুঅত - ৪০তম চরণ।
৮) মূলুক - ৪৪তম চরণ।
৯) মূলুক - ৪৭তম চরণ।
১০) ইনসান - ৭৪তম চরণ।

দুই

ইয়েমেন রাজপ্রাসাদ

তিন

১) ইনসাফ - ১৬শ চরণ।
২) জালিম - ১৭শ চরণ।
৩) মজলুম - ২৫শ চরণ।
৪) ইশারা - ২৭শ চরণ।

চার

নৌফেলের দরবার

১) ঈমান - তৃতীয় চরণ।
২) মুনাফেক- তৃতীয় চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৩) আযম - অষ্টম চরণ।
৪) দাওয়াত - ২৭শ চরণ।
৫) ইন্তেজার - ২৭শ চরণ।
৬) দাওয়াত - ২৭শ চরণ।
৭) ইজ্জত - ৪৫তম চরণ।
৮) কাফেলা - ৫৭তম চরণ।
৯) সাইমুম - ৫৮তম চরণ।
১০)শায়ের - ৫৯তম চরণ।
১১)কাসীদা - ৫৯তম চরণ।
১২)শারাব - ৬২তম চরণ।
১৩)কুঁঅত - ৬৬তম চরণ।

তৃতীয় অঙ্ক

এক

১) হাইওয়ান - প্রথম চরণ।
২) হুজুর - তৃতীয় চরণ।
৩) হুজুর - ষষ্ঠ চরণ।
৪) হুজুর - নবম চরণ।
৫) আদব - ১২শ চরণ।
৬) হাইওয়ান - ২৫শ চরণ।
৭) ইনসান - ৩৪তম চরণ।
৮) খাদিম - ৩৬তম চরণ।
৯) কামিল - ৩৯তম চরণ।
১০)ইনসান - ৩৯তম চরণ।

দুই

সরাই

১) জালিম - প্রথম চরণ।
২) ইনসাফ - ষষ্ঠ চরণ।
৩) মূলুক - অষ্টম চরণ।
৪) কাফেলা - ১২শ চরণ।
৫) ইফতার - ১৮শ চরণ।
৬) মুসাফির - ৩৮তম চরণ।
৭) আজম - ৪৪তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৮) মুসাফির - ৪৫তম চরণ।
৯) ইনসান - ৪৯তম চরণ।
১০) আদব - ৫৫তম চরণ।
১১) আলবোরজ - ৫৮তম চরণ।
১২) ইশারা - ৬৯তম চরণ।
১৩) ইশারা - ৭২তম চরণ।
১৪) জাহান্নাম - ৭৪তম চরণ।
১৫) দোয়া - ৮৬তম চরণ।

তিন

নৌফেলের শয়নাগারঃ গভীর রাত্রি

১) ফকীর - ১৪শ চরণ।
২) হারাম - ২৯শ চরণ।
৩) খান্নাস - ৩৪তম চরণ।
৪) মরদুদ - ৩৫তম চরণ।
৫) জুলমাত - ৪৭তম চরণ।
৬) কাফেলা - ৪৮তম চরণ।
৭) মঞ্জিল - ৪৯তম চরণ।
৮) জয়ীফ - ৫৬তম চরণ।
৯) মিসকীন - ৫৭তম চরণ।
১০) জাহান্নাম - ৬৯তম চরণ।
১১) মুর্শীদ - ৭৪তম চরণ।
১২) ইজ্জত - ৮১তম চরণ।
১৩) গায়েব - ৮৪তম চরণ।
১৪) ইশারা - ৮৮তম চরণ।
১৫) কুঅত - ৯৫তম চরণ।
১৬) ইজ্জত - ১০৩তম চরণ।

চার

অরণ্য

১) গরীব - পঞ্চম চরণ।
২) নসীব - ষষ্ঠ চরণ।
৩) সবর - অষ্টম চরণ।
৪) নসীহত - ১২শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৫) নসীব - ১৮শ চরণ।
৬) আখেরাত - ৩৮তম চরণ।
৭) হালাল - ৩৯তম চরণ।
৮) ইনসান - ৪৬তম চরণ।
৯) মুসীবত - ৬০তম চরণ।
১০) জালিম - ৭২তম চরণ।
১১) ইনসান - ৯৬তম চরণ।
১২) ইনসান - ৯৮তম চরণ।
১৩) দুনিয়া - ৯৯তম চরণ।
১৪) আখেরাত - ৯৯তম চরণ।
১৫) রাহবার - ১১০তম চরণ।
১৬) মুসীবত - ১১২তম চরণ।

পাঁচ

নৌফেলের দরবার

১) কাসীদা - চতুর্থ চরণ।
২) মহব্বত - ১১শ চরণ।
৩) ইনাম - ২৪শ চরণ।
৪) ইনসান - ৩১তম চরণ।
৫) আমানত - ৩১তম চরণ।
৬) খেয়ানত - ৩২তম চরণ।
৭) জাহান্নাম - ৩৭তম চরণ।
৮) সালাম - ৪১তম চরণ।
৯) তসলিম - ৪১তম চরণ।
১০) দুনিয়া - ৪২তম চরণ।
১১) খাদিম - ৪৫তম চরণ।
১২) জুলুম - ৪৯তম চরণ।
১৩) মুর্শিদ - ৫২তম চরণ।
১৪) ইজ্জত - ৫২তম চরণ।
১৫) নসিহত - ৫৩তম চরণ।
১৬) ওয়ারিশ - ৫৬তম চরণ।
১৭) দুনিয়া - ৫৭তম চরণ।
১৮) হাওয়া - ৫৮তম চরণ।
১৯) তামাম - ৬০তম চরণ।
২০) খিদমত - ৬০তম চরণ।
২১) জালিম - ৬১তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২২)জুলুম - ৬২তম চরণ।
২৩)জালিম - ৬৪তম চরণ।
২৪)ঈমান - ৬৬তম চরণ।
২৫)হারাম - ৬৬তম চরণ।
২৬)হারাম - ৬৮তম চরণ।
২৭)ঈমান - ৬৮তম চরণ।
২৮)ইনসাফ - ৬৯তম চরণ।
২৯)মওত - ৭৩তম চরণ।
৩০)মুমিন - ৭৮তম চরণ।
৩১)জালিম - ৮৪তম চরণ।
৩২)জয়ীফ - ৯৩তম চরণ।
৩৩)ইনাম - ৯৮তম চরণ।
৩৪)নসীব - ১০৩তম চরণ।
৩৫)এজাজত - ১০৮তম চরণ।
৩৬)হাজির - ১০৯তম চরণ।
৩৭)মুসলিম - ১০৯তম চরণ।
৩৮)মুসিবত - ১১২তম চরণ।
৩৯)মজলুম - ১১৩তম চরণ।
৪০)মজলুম - ১৩০তম চরণ।
৪১)দুনিয়া - ১৩৩তম চরণ।
৪২)লেবাস - ১৩৫তম চরণ।
৪৩)লেবাস - ১৩৬তম চরণ।
৪৪)মুনাফা - ১৩৮তম চরণ।
৪৫)জুলমাত - ১৩৯তম চরণ।
৪৬)সুবহে - ১৪৩তম চরণ।
৪৭)উম্মী - ১৪৩তম চরণ।
৪৮)কুল - ১৪৬তম চরণ।
৪৯)মখলুক - ১৪৬তম চরণ।
৫০)দুনিয়া - ১৪৬তম চরণ।
৫১)খাদিম - ১৪৯তম চরণ।
৫২)ইনসান - ১৫০তম চরণ।
৫৩)খিদমত - ১৫১তম চরণ।
৫৪)মখলুক - ১৫১তম চরণ।
৫৫)মুমিন - ১৫২তম চরণ।
৫৬)মুজাহিদ - ১৫৩তম চরণ।
৫৭)কামিল - ১৫৮তম চরণ।
৫৮)ইনসান - ১৫৮তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৫৯)কুতুব - ১৭৩তম চরণ।
৬০)তাজ - ১৭৭তম চরণ।
৬১)মঞ্জিল - ১৮০তম চরণ।
৬২)ইশারা - ১৮৭তম চরণ।

মুহূর্তের কবিতা

মুহূর্তের কবিতা
১) জান্নাত - পঞ্চম চরণ।
২) মিনার - ১৪শ চরণ।

মুহূর্তের গান
১) হাওয়া - সপ্তম চরণ।
২) তুফান - সপ্তম চরণ।
৩) খবর - ১৪শ চরণ।

ফাল্গুনে
১) সাকী - প্রথম চরণ।

বৈশাখী
১) ময়দানে - দ্বিতীয় চরণ।

ঝড়
১) তুফান - তৃতীয় চরণ।
২) নবী - অষ্টম চরণ।

সৃষ্টি
১) হাওয়া - দ্বিতীয় চরণ।

বর্ষার বিষন্ন চাঁদ
১) নাজার - সপ্তম চরণ।

ক্লান্তি
১) হাওয়া - অষ্টম চরণ।
২) হাওয়া - ১২শ চরণ।

ট্রেনে/ এক

Dhaka University Institutional Repository

১) মঞ্জিল - ১১শ চরণ।

ট্রেনে/দুই

১) ইশারা - প্রথম চরণ।
২) ছার - সপ্তম চরণ।
৩) ইশারা - অষ্টম চরণ।

ময়নামতির মাঠে / এক

১) জ্বিন - ষষ্ঠ চরণ।

ময়নামতির মাঠে / দুই

১) জয়ীফ - ১৩শ চরণ।

ময়নামতির মাঠে/তিন

১) মুসাফির - তৃতীয় চরণ।

ময়নামতির মাঠে / চার

১) জ্বিন - দ্বিতীয় চরণ।
২) জ্বিন - ষষ্ঠ চরণ।
৩) হাওয়া - ১১শ চরণ।

গাথা ও গান

দীওয়ানা মদিনা

১) মদীনা - প্রথম চরণ।
২) কবর - ১৪শ চরণ।

সন্ধ্যায়

১) নেকাব - প্রথম চরণ।
২) জওয়াব - চতুর্থ চরণ।
৩) লায়লা - সপ্তম চরণ।

হাতঘড়ি/দুই

১) হরফ - তৃতীয় চরণ।

যন্ত্র ১

Dhaka University Institutional Repository

১) মিনার - নবম চরণ।
২) কোকাফ - ১১শ চরণ।
৩) দুয়ার - ১১শ চরণ।

গোধুলি সন্ধ্যার সুর
১) মিনার - সপ্তম চরণ।

ফেরদৌসী
১) তাজ - ১১শ চরণ।

রুমী
১) বোরাক - পঞ্চম চরণ।
২) ফোরকান - ১৩শ চরণ।
৩) দুনিয়া - ১৪শ চরণ।

জামী
১) তুফান - চতুর্থ চরণ।
২) সুফী - পঞ্চম চরণ।
৩) নবী - ষষ্ঠ চরণ।
৪) মোস্তফা - ষষ্ঠ চরণ।
৫) আশিক - ১২শ চরণ।
৬) নবী - ১৪শ চরণ।
৭) উম্মত - ১৪শ চরণ।

সাদী
১) হাওয়া - তৃতীয় চরণ।
২) কুতুব - পঞ্চম চরণ।

সমাচ্ছন্ন
১) জুলমাত - ১৪শ চরণ।

মোতিঝিল
১) মঞ্জিল - প্রথম চরণ।
২) হাওয়া - সপ্তম চরণ।

জিঞ্জির
১) দুয়ার - নবম চরণ।
২) শহীদ - ১৩শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস

১) হাওয়া - ১২শ চরণ।

বন্দরের স্বপ্ন

১) কুতুব - দ্বিতীয় চরণ।
২) হেজাজ - পঞ্চম চরণ।
৩) লায়লা - ষষ্ঠ চরণ।
৪) আলিফ - ষষ্ঠ চরণ।
৫) সফর - দশম চরণ।
৬) ইশারা - ১১শ চরণ।
৭) উম্মী - ১৪শ চরণ।

নদীর দেশ

১) জালালী - অষ্টম চরণ।
২) মদিনা - দশম চরণ।
৩) উম্মত - ১১শ চরণ।
৪) মদিনা - ১৪শ চরণ।

চিরাগি পাহাড়

১) তৌহিদ - তৃতীয় চরণ।
২) জুলমাত - চতুর্থ চরণ।
৩) কদর - পঞ্চম চরণ।
৪) ফকির - সপ্তম চরণ।
৫) তুফান - ১২শ চরণ।
৬) কুতুব - ১৪শ চরণ।

জালালী কবুতর

১) সফর - দ্বিতীয় চরণ।
২) খবর - তৃতীয় চরণ।
৩) কালাম - চতুর্থ চরণ।
৪) জালালী - সপ্তম চরণ।
৫) তুফান - দশম চরণ।

সিলেট স্টেশনে একটি শীতের প্রভাত

Dhaka University Institutional Repository

১) হাওয়া - পঞ্চম চরণ।

অশেষ ঐশ্বর্য

১) সওয়াব - তৃতীয় চরণ।
২) তৌহিদ - পঞ্চম চরণ।
৩) ফকীর - ১১শ চরণ।
৪) দ্বীন - ১২শ চরণ।

চলতি ভাষার পুঁথি

১) লানত - প্রথম চরণ।

শাহ গরীবুল্লাহ

১) মুহব্বত - দ্বিতীয় চরণ।
২) আমীর - দ্বিতীয় চরণ।
৩) জরীফ - ১১শ চরণ।

শাহ গরীবুল্লাহর অসমাপ্ত পুঁথি প্রসঙ্গে

১) আমীর - প্রথম চরণ।
২) শায়ের - দ্বিতীয় চরণ।
৩) কিস্মত - পঞ্চম চরণ।
৪) জহুরী - ষষ্ঠ চরণ।
৫) সওয়ার - অষ্টম চরণ।
৬) আমীর - নবম চরণ।
৭) মঞ্জিল - দশম চরণ।
৮) দুনিয়া - ১২শ চরণ।
৯) জেহাদ - ১৩শ চরণ।
১০) মূলুক - ১৩শ চরণ।

পুঁথির আসর

১) হাওয়া - প্রথম চরণ।
২) সফর - তৃতীয় চরণ।
৩) আমীর - চতুর্থ চরণ।
৪) দুয়ার - পঞ্চম চরণ।
৫) হাম্মাম - ষষ্ঠ চরণ।
৬) তাহমিনা - সপ্তম চরণ।
৭) আলিফ - অষ্টম চরণ।
৮) লায়লা - অষ্টম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

পুঁথি পড়া ঃ মুহারাম মাসে - ১

১) মজলুম - সপ্তম চরণ।
২) ইমাম - সপ্তম চরণ।
৩) শহীদ - ১৩শ চরণ।

পুঁথি পড়া ঃ মুহারাম মাসে - ২

১) আউলিয়া - দ্বিতীয় চরণ।
২) মাজার - দ্বিতীয় চরণ।
৩) হাওয়া - তৃতীয় চরণ।
৪) ইমাম - ১৩শ চরণ।

শহীদে কারবালা

১) হাওয়া - তৃতীয় চরণ।
২) শহীদ - চতুর্থ চরণ।
৩) খলীল - নবম চরণ।
৪) ঈমান - নবম চরণ।
৫) শহীদ - ১৩শ চরণ।

তাজকেরাতুল আউলিয়া

১) ওলি - ১১শ চরণ।
২) আউলিয়া - ১১শ চরণ।
৩) তাজকেরাতুল আউলিয়া - ১৪শ চরণ।
৪) কেতাব - ১৪শ চরণ।

কাসাসুল আম্বিয়া

১) সওয়ার - প্রথম চরণ।
২) কাসাসুল - চতুর্থ চরণ।
৩) আম্বিয়া - চতুর্থ চরণ।
৪) নবী - ষষ্ঠ চরণ।
৫) জান্নাত - নবম চরণ।

শাহনামা

১) জামশীদ - নবম চরণ।
২) জোহাক - নবম চরণ।

আলিফ লায়লা

১) শাহরিয়ার - দ্বিতীয় চরণ।
২) সফর - দশম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

চাহার দরবেশ

১) হাওয়া - তৃতীয় চরণ।
২) কুতুব - পঞ্চম চরণ।
৩) আজাদ - নবম চরণ।
৪) মাজার - নবম চরণ।
৫) ফকির - দশম চরণ।
৬) দোয়া - দশম চরণ।

হাতেম তায়ী

১) হাবেদা - দ্বিতীয় চরণ।
২) হাম্মাম - দ্বিতীয় চরণ।

কোহে-নেদা

১) তলব - অষ্টম চরণ।
২) সুরাত - দশম চরণ।
৩) হাওয়া - ১১শ চরণ।

শবে-কদর উপলক্ষে

১) কদর - ১২শ চরণ।
২) জুলমাত - ১৪শ চরণ।

সাতান্ন'র কবিতা /এক

১) শহীদ - চতুর্থ চরণ।
২) শহীদ - ষষ্ঠ চরণ।
৩) জেহাদ - সপ্তম চরণ।
৪) জালিম - অষ্টম চরণ।
৫) শহীদ - নবম চরণ।
৬) মুজাহিদ - ১১শ চরণ।
৭) খবর - ১৩শ চরণ।

সাতান্ন'র কবিতা /দুই

১) মুজাদ্দিদ - প্রথম চরণ।
২) মুজাহিদ - দ্বিতীয় চরণ।
৩) শহীদ - চতুর্থ চরণ।
৪) শহীদ - ষষ্ঠ চরণ।
৫) শহীদ - সপ্তম চরণ।
৬) সনদ - সপ্তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৭) শহীদ - ১৩শ চরণ।
৮) জেহাদ - ১৪শ চরণ।

শহীদ স্মরণে

১) শহীদ - সপ্তম চরণ।
২) শহীদী - নবম চরণ।
৩) শাহাদত - ১২শ চরণ।

পূর্বসূরীর প্রতি

১) উম্মী - অষ্টম চরণ।

কর্মীর প্রতি

১) গোলাম - নবম চরণ।

সাম্পান মাঝির গান / এক

১) হাওয়া - প্রথম চরণ।
২) তুফান - ষষ্ঠ চরণ।
৩) সওয়ার - সপ্তম চরণ।

সাম্পান মাঝির গান / দুই

১) হাওয়া - দ্বিতীয় চরণ।
২) মুশতারী - পঞ্চম চরণ।
৩) আউলিয়া - ১২শ চরণ।
৪) কদর - ১৪শ চরণ।

কুতুব তারা

১) কুতুব - প্রথম চরণ।
২) মঞ্জিল - তৃতীয় চরণ।
৩) কুতুব - চতুর্থ চরণ।
৪) মিনার - পঞ্চম চরণ।
৫) কাফেলা - সপ্তম চরণ।
৬) তুফান - সপ্তম চরণ।
৭) জুলমাত - নবম চরণ।
৮) হায়াত - দশম চরণ।
৯) মঞ্জিল - ১৪শ চরণ।

সন্ধ্যাতারা

১) খবর - পঞ্চম চরণ।
২) নেকাব - সপ্তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

মুশতারি সিতারা

১) মুশতারি - প্রথম চরণ।

পূর্ণিমা

১) জাহান্নাম - প্রথম চরণ।

লোক সাহিত্যের নায়িকা

১) কুরত - সপ্তম চরণ।
২) হানিফ - অষ্টম চরণ।
৩) সওয়ার - ১২শ চরণ।

রূপকথা

১) জমা - ষষ্ঠ চরণ।
২) কোকাফ - অষ্টম চরণ।
৩) মুলুক - অষ্টম চরণ।
৪) কোকাফ - ১৩শ চরণ।
৫) মূলুক - ১৩শ চরণ।
৬) হাওয়া - ১৩শ চরণ।
৭) হুর - ১৪শ চরণ।

রূপমুগ্ধ

১) হাওয়া - চতুর্থ চরণ।

তোমাকে জাগাবো

১) সকর - অষ্টম চরণ।

বিষন্ন মুহূর্তের সুর

১) তুফান - সপ্তম চরণ।
২) জুলমাত - নবম চরণ।

এই বিধ্বস্ত শহর

১) কালাম - ১২শ চরণ।
২) জাহান্নাম - ১৪শ চরণ।

একটি আধুনিক শহর

১) তুফান - ষষ্ঠ চরণ।
২) শাদ্দাদ - ১৪শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

অশান্ত পৃথিবী

১) ইয়াজুজ - সপ্তম চরণ।
২) মাজুজ - সপ্তম চরণ।

প্রার্থনা/এক

১) হাশর - প্রথম চরণ।
২) রব - নবম চরণ।
৩) কেয়ামত - দশম চরণ।

প্রার্থনা / দুই

১) কাফেলা - নবম চরণ।
২) তুফান - দশম চরণ।

ভোরের গান

১) হাওয়া - পঞ্চম চরণ।
২) সওয়ার - সপ্তম চরণ।
৩) সুরাত - ১৪শ চরণ।

একটি সূর্যোদয়

১) ইশারা - ১২শ চরণ।
২) তুফান - ১৪শ চরণ।

মুক্তি স্বপ্ন

১) হাওয়া - পঞ্চম চরণ।

প্রত্যয়

১) তূর - অষ্টম চরণ।
২) বরাত - দশম চরণ।
৩) কালীন - ১২শ চরণ।

শেষ কথা

১) ইশারা - ১৩শ চরণ।

হাতেম তা'য়ী

পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

১) তামাম - প্রথম চরণ ।

২) আলম - প্রথম চরণ ।

৩) রহমত - প্রথম চরণ ।

৪) রহমত - দ্বিতীয় চরণ ।

৫) জ্বিন - দ্বিতীয় চরণ ।

৬) ইনসান - দ্বিতীয় চরণ ।

৭) আশরাফুল - দ্বিতীয় চরণ ।

৮) মখলুকাত - তৃতীয় চরণ ।

৯) রহম - চতুর্থ চরণ ।

১০) রহম - পঞ্চম চরণ ।

১১) মঞ্জিল - ১৫শ চরণ ।

১২) ইনসান - ১৯শ চরণ ।

১৩) খিদমত - ১৯শ চরণ ।

১৪) মোরাকাবা - ২০শ চরণ ।

১৫) ইশারা - ২১শ চরণ ।

১৬) উম্মী - ২৪শ চরণ ।

১৭) মখলুক - ৩২তম চরণ ।

১৮) আলা - ৩৪তম চরণ ।

১৯) ইনসান - ৩৯তম চরণ ।

২০) খিদমত - ৪০তম চরণ ।

২১) ঈমান - ৪৪তম চরণ ।

২২) সূরাত - ৫১তম চরণ ।

২৩) মজলুম - ৫১তম চরণ ।

২৪) ঈমান - ৫৩তম চরণ ।

২৫) মুহব্বত - ৫৩তম চরণ ।

২৬) মুমিন - ৫৫তম চরণ ।

২৭) হেরেম - ৬১তম চরণ ।

২৮) সামান - ৭৯তম চরণ ।

২৯) আলাহ - ৭৯তম চরণ ।

৩০) রহম - ৭৯তম চরণ ।

৩১) জ্বিন - ৮১তম চরণ ।

৩২) সওয়াল - ৮৬তম চরণ ।

৩৩) সূরাত - ৯১তম চরণ ।

৩৪) সওয়াল - ৯৬তম চরণ ।

৩৫) জওয়াব - ৯৭তম চরণ ।

৩৬) মুনীর - ৯৮তম চরণ ।

৩৭) আশিক - ৯৮তম চরণ ।

৩৮) সওয়াল - ১০১তম চরণ ।

৩৯) তাজ - ১০৬তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪০)দীউয়ানা - ১০৬তম চরণ।
৪১)আশিক - ১০৬তম চরণ।
৪২)মঞ্জিল - ১১১তম চরণ।
৪৩)উজীর - ১১৪তম চরণ।
৪৪)তাজ - ১১৫তম চরণ।
৪৫)মুনীর - ১১৭তম চরণ।
৪৬)সওয়াল - ১১৭তম চরণ।
৪৭)হুসনা - ১১৮তম চরণ।
৪৮)সফর - ১১৯তম চরণ।
৪৯)রহন - ১২৫তম চরণ।

উজীরজাদার প্রতি হাতেম তা'য়ী

১) সওয়ার - প্রথম চরণ।
২) দুনিয়া - নবম চরণ।
৩) সূরাত - ১৩শ চরণ।
৪) হাওয়া - ২১শ চরণ।
৫) শাদ্দাদ - ২৬শ চরণ।
৬) হিলাল - ৩১তম চরণ।
৭) ইশারা - ৩১তম চরণ।
৮) কাফেলা - ৪১তম চরণ।
৯) মিনার - ৪১তম চরণ।
১০)মিনার - ৪১তম চরণ।
১১)মুয়াজ্জিন - ৪১তম চরণ।
১২)আলা - ৪২তম চরণ।
১৩)ইবাদাত - ৪৩তম চরণ।
১৪)আজান - ৪৪তম চরণ।
১৫)তাকিদ - ৪৫তম চরণ।
১৬)ইনসান - ৮৫তম চরণ।
১৭)আলা - ৮৬তম চরণ।
১৮)আলম - ৮৬তম চরণ।
১৯)মখলুক - ৮৬তম চরণ।
২০)সিতারা - ৮৭তম চরণ।
২১)মাহতাব - ৮৭তম চরণ।
২২)আফতাব - ৮৮তম চরণ।
২৩)এলাহি - ৯০তম চরণ।
২৪)ইনসান - ৯০তম চরণ।
২৫)খিদমত - ৯১তম চরণ।
২৬)সাইমুম - ১০১তম চরণ।
২৭)ইনসান - ১১১তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২৮)দুনিয়া - ১১৪তম চরণ।
২৯)তানান - ১১৭তম চরণ।
৩০)আলা - ১১৮তম চরণ।
৩১)মজলুম - ১২৭তম চরণ।
৩২)দুনিয়া - ১২৮তম চরণ।
৩৩)বনি - ১২৮তম চরণ।
৩৪)জুলুম - ১৩৩তম চরণ।
৩৫)তাজ - ১৩৫তম চরণ।
৩৬)সালতানাত - ১৩৬তম চরণ।
৩৭)মঞ্জিল - ১৫২তম চরণ।
৩৮)ইশারা - ১৫৪তম চরণ।
৩৯)বনি - ১৬০তম চরণ।
৪০)মদদ - ১৬৪তম চরণ।

হুসনা বানুর প্রতি বৃদ্ধা ধাত্রী

ছওয়াল ও খাতির (উপক্রমনিকার)

১) জাহিল - চতুর্থ চরণ।
২) সওয়াল - দশম চরণ।
৩) জওয়াব - ১৪শ চরণ।

চিত্রকরের প্রতি মুনীর শামী

হুরত - উপক্রমণিকা

১) তসবির - প্রথম চরণ।
২) হেরেম - পঞ্চম চরণ।
৩) সিতারা - অষ্টম চরণ।
৪) আদম - ১১শ চরণ।

হুসনা বানুর স্বগতোক্তি

১) দুনিয়া - দ্বিতীয় চরণ।
২) জওয়াব - নবম চরণ।
৩) ইশারা - ১৫শ চরণ।
৪) সিতারা - ১৬শ চরণ।
৫) সওয়াল - ২০শ চরণ।
৬) জওয়াব - ২০শ চরণ।
৭) জমা - ২৪শ চরণ।
৮) এতিম - ২৬শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৯) খাদিম - ৩০শ চরণ ।
১০) খাদিম - ৩৩তম চরণ ।
১১) আজব - ৩৩তম চরণ ।
১২) ইনসান - ৩৫তম চরণ ।
১৩) কামিল - ৩৭তম চরণ ।
১৪) ফকির - ৩৭তম চরণ ।
১৫) উজির - ৩৮তম চরণ ।
১৬) নাজির - ৩৮তম চরণ ।
১৭) হাজির - ৩৮তম চরণ ।
১৮) দাওয়াত - ৩৯তম চরণ ।
১৯) ফকীর - ৩৯তম চরণ ।
২০) ইন্তেজার - ৩৯তম চরণ ।
২১) ছুফী - ৪০তম চরণ ।
২২) জওয়াহের - ৪১তম চরণ ।
২৩) নসীহত - ৪৩তম চরণ ।
২৪) হুজরা - ৪৩তম চরণ ।
২৫) ফকীর - ৪৫তম চরণ ।
২৬) ছুরত - ৪৬তম চরণ ।
২৭) মুনাফেক - ৪৬তম চরণ ।
২৮) শয়তান - ৪৬তম চরণ ।
২৯) সিফত - ৪৬তম চরণ ।
৩০) খাদিম - ৪৭তম চরণ ।
৩১) সূফী - ৫১তম চরণ ।
৩২) লেবাস - ৫১তম চরণ ।
৩৩) ফকির - ৫১তম চরণ ।
৩৪) জিকির - ৫২তম চরণ ।
৩৫) আদালত - ৫৫তম চরণ ।
৩৬) জওয়াব - ৫৬তম চরণ ।
৩৭) ফকীর - ৫৭তম চরণ ।
৩৮) জালিম - ৬০তম চরণ ।
৩৯) কিসমত - ৬২তম চরণ ।
৪০) সফর - ৬৯তম চরণ ।
৪১) রহমত - ৭১তম চরণ ।
৪২) রহমত - ৭২তম চরণ ।
৪৩) মকাম - ৭৩তম চরণ ।
৪৪) ফকীর - ৭৭তম চরণ ।
৪৫) সওয়াল - ৮৬তম চরণ ।
৪৬) খবর - ৯৮তম চরণ ।
৪৭) সওয়াল - ১০৩তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৮)তাজ - ১০৯তম চরণ।
৪৯)ইজ্জৎ - ১০৯তম চরণ।
৫০)সওয়াল - ১১১তম চরণ।
৫১)তসবির - ১১৩তম চরণ।
৫২)ফকীর - ১১৫তম চরণ।
৫৩)আশিক - ১১৭তম চরণ।
৫৪)সওয়াল - ১২০তম চরণ।
৫৫)খেলাফ - ১২১তম চরণ।
৫৬)জওয়াব - ১২৩তম চরণ।
৫৭)সওয়াল - ১২৩তম চরণ।
৫৮)ইন্তেজার - ১২৬তম চরণ।

মুনীর শামীর কথা

মোরাদ ও হাতেম - পটভূমিকা
১) সওয়াল - প্রথম চরণ।
২) ইন্তেজার - চতুর্থ চরণ।
৩) আলম - ১১শ চরণ।
৪) সূরাত - ১১শ চরণ।
৫) তসবির - ১৫শ চরণ।
৬) সওয়াল - ২৩শ চরণ।
৭) তাজ - ২৭শ চরণ।
৮) সওয়াল - ৩৩তম চরণ।
৯) শরিক - ৩৪তম চরণ।
১০)সওয়াল - ৩৫তম চরণ।
১১)গরীব - ৫৪তম চরণ।
১২)তাজ - ৬৫তম চরণ।
১৩)সওয়াল - ৬৬তম চরণ।

হাতেম তা'য়ী ও মুনীর শামীর আলাপ
১) খিদমত - দ্বিতীয় চরণ।
২) সূরাত - চতুর্থ চরণ।
৩) তসবির - পঞ্চম চরণ।
৪) তসবির - নবম চরণ।
৫) তসবির - ১৩শ চরণ।
৬) ফকীর - ১৬শ চরণ।
৭) সওয়াল - ১৯শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৮) দুনিয়া - ২৩শ চরণ।
৯) হাসিল - ২৩শ চরণ।
১০)আওরত - ২৩শ চরণ।
১১)সওয়াল - ২৪শ চরণ।
১২)জওয়াব - ২৪শ চরণ।
১৩)খিদমত - ২৮শ চরণ।
১৪)দোওয়া - ৩০শ চরণ।
১৫)খিদমত - ৩৩তম চরণ।
১৬)আশিক - ৩৯তম চরণ।
১৭)দুনিয়া - ৪২তম চরণ।
১৮) হায়াত - ৪৩তম চরণ।
১৯)মওত - ৪৩তম চরণ।
২০) জেহাদ - ৪৬তম চরণ।
২১)খিদমত - ৪৯তম চরণ।
২২) ইনসান - ৫০তম চরণ।
২৩) আশিক - ৫১তম চরণ।
২৪) সওয়াল - ৫৮তম চরণ।
২৫) রহন - ৫৯তম চরণ।
২৬) জওয়াব - ৫৯তম চরণ।
২৭) আশিক - ৬০তম চরণ।
২৮) সওয়াল - ৬২তম চরণ।

পহেলা সওয়াল

শাহাবাদে

১) সাকী - দ্বিতীয় চরণ।
২) জুলমাত - ষষ্ঠ চরণ।
৩) নূহ - অষ্টম চরণ।
৪) সফর - ১৩শ চরণ।
৫) সিতারা - ১৩শ চরণ।
৬) মুনীর - ১৭শ চরণ।
৭) আশিক - ১৮শ চরণ।
৮) মুনীর - ২১শ চরণ।
৯) ইমারত - ৩৩তম চরণ।
১০)আশিক - ৩৯তম চরণ।
১১) মুনীর - ৩৯তম চরণ।
১২) খবর - ৪৩তম চরণ।
১৩)হুসনা - ৪৬তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৪)সওয়াল - ৪৭তম চরণ।
১৫)সওয়াল - ৪৯তম চরণ।
১৬)সওয়াল - ৫২তম চরণ।
১৭)হাসিল - ৫৩তম চরণ।
১৮)সওয়াল - ৫৩তম চরণ।
১৯)জওয়াব - ৫৪তম চরণ।
২০)মুখতাসার - ৫৯তম চরণ।
২১)সওয়াল - ৫৯তম চরণ।
২২)জওয়াব - ৬০তম চরণ।
২৩)সফর - ৬০তম চরণ।
২৪)সূফি - ৭০তম চরণ।
২৫)লেবাস - ৭০তম চরণ।
২৬)কামালাৎ - ৮৩তম চরণ।
২৭)কামিল - ৮৪তম চরণ।
২৮)ইনসান - ৮৪তম চরণ।
২৯)জওয়াব - ৯১তম চরণ।
৩০)সওয়াল - ৯১তম চরণ।
৩১)সওয়াল - ৯৩তম চরণ।
৩২)খবর - ৯৮তম চরণ।

দূরের পথে

১) সওয়াল - প্রথম চরণ।
২) বিদায় - দ্বিতীয় চরণ।
৩) আলা - চতুর্থ চরণ।
৪) কাফেলা - অষ্টম চরণ।
৫) আলা - ১৪শ চরণ।
৬) এলাহি - ১৪শ চরণ।
৭) রহমত - ১৯শ চরণ।
৮) দুনিয়া - ২২শ চরণ।
৯) আলা - ২২শ চরণ।
১০)আলা - ২৫শ চরণ।
১১) হাওয়া - ৩২তম চরণ।
১২) হাওয়া - ৩৪তম চরণ।
১৩) রহম - ৫১তম চরণ।
১৪) মহব্বত - ৫২তম চরণ।
১৫) মখলুক - ৫৬তম চরণ।
১৬) শোকর - ৭৪তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৭) মূলুক - ৭৫তম চরণ।
১৮) সওয়াল - ৭৯তম চরণ।
১৯) ইশারা - ৭৯তম চরণ।
২০) আশিক - ৭৯তম চরণ।
২১) সওয়াল - ৮১তম চরণ।
২২) খবর - ৮৪তম চরণ।
২৩) হাওয়া - ৮৮তম চরণ।
২৪) হাওয়া - ৯৯তম চরণ।
২৫) খবর - ১০১তম চরণ।
২৬) দোওয়া - ১০২তম চরণ।
২৭) আলা - ১০২তম চরণ।

আরো দূরে

১) বিলায় - প্রথম চরণ।
২) সফর - ১২শ চরণ।
৩) খবর - ১৮শ চরণ।
৪) মোহরা - ২৭শ চরণ।
৫) কিস্মৎ - ২৭শ চরণ।
৬) হিম্মৎ - ২৮শ চরণ।
৭) মোহরা - ৩০শ চরণ।
৮) নজর - ৩২তম চরণ।
৯) আলা - ৩৬তম চরণ।
১০) ইয়াদ - ৩৬তম চরণ।
১১) সুরাহি - ৩৭তম চরণ।
১২) গায়েবী - ৩৯তম চরণ।
১৩) মদদ - ৩৯তম চরণ।
১৪) শোকরানা - ৩৯তম চরণ।
১৫) গায়েবী - ৫২তম চরণ।
১৬) মোহরা - ৫২তম চরণ।
১৭) মোহরা - ৫৭তম চরণ।
১৮) মুসীবাত - ৫৮তম চরণ।
১৯) রহন - ৬১তম চরণ।
২০) মুসাফির - ৬২তম চরণ।
২১) সুরাৎ - ৬৬তম চরণ।
২২) আদন - ৭৩তম চরণ।
২৩) সুরাৎ - ৭৩তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২৪)নহর - ৮২তম চরণ।
২৫)দুনিয়া - ৮৪তম চরণ।
২৬)সাদিক - ৯২তম চরণ।
২৭)সালাম - ৯৩তম চরণ।
২৮)সালাম - ৯৪তম চরণ।
২৯)খবর - ৯৮তম চরণ।
৩০)সাওয়াল - ৯৯তম চরণ।
৩১)সওয়াল - ১০৪তম চরণ।

পহেলা সওয়াল প্রসঙ্গে

১) খবর - চতুর্থ চরণ।
২) জুলমাত - ১৮শ চরণ।
৩) ঈমান - ২০শ চরণ।
৪) সূরাত - ২১শ চরণ।

পহেলা সওয়ালের রহস্যভেদ

এক

১) মুসাফির - তৃতীয় চরণ।
২) আজব - ষষ্ঠ চরণ।
৩) হাসিন - সপ্তম চরণ।
৪) সূরত - সপ্তম চরণ।
৫) আওরত - অষ্টম চরণ।
৬) নজর - ১৩শ চরণ।
৭) জুলমাত - ১৬শ চরণ।
৮) তামান - ১৬শ চরণ।
৯) সূরাত - ১৯শ চরণ।
১০)সূরাত - ২৮শ চরণ।
১১)হাসিন - ২৯শ চরণ।
১২)সূরাত - ২৯শ চরণ।

দুই

১) জওয়াহের - চতুর্থ চরণ।
২) গায়েব - দশম চরণ।
৩) সূরাত - ১৭শ চরণ।
৪) গায়েব - ২০শ চরণ।
৫) ময়দান - ২০শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

তিন

১) ময়দান - প্রথম চরণ ।
২) ময়দান - প্রথম চরণ ।
৩) ময়দান - সপ্তম চরণ ।

চার

১) খবর - প্রথম চরণ ।
২) সবর - দ্বিতীয় চরণ ।
৩) ময়দান - সপ্তম চরণ ।
৪) মাহতাব - নবম চরণ ।
৫) সূরাত - নবম চরণ ।
৬) হাওয়া - ১৬শ চরণ ।

পাঁচ

১) জুলমাত - সপ্তম চরণ ।
২) হাওয়া - দশম চরণ ।
৩) জওয়াব - ১২শ চরণ ।
৪) ইশারা - ২০শ চরণ ।

ছয়

১) হাওয়া - দ্বিতীয় চরণ ।
২) হাওয়া - ১১শ চরণ ।
৩) জুলমাত - ১৫শ চরণ ।
৪) জুলমাত - ২১শ চরণ ।
৫) হাসিল - ২১শ চরণ ।
৬) সূরাত - ২১শ চরণ ।

সাত

১) জুলমাত - প্রথম চরণ ।
২) এলাহি - চতুর্থ চরণ ।
৩) হাওয়া - পঞ্চম চরণ ।
৪) সওয়াল - ১৪শ চরণ ।
৫) জওয়াব - ১৪শ চরণ ।

হাতেম তা'য়ীর প্রত্যাবর্তন

১) জালালী - প্রথম চরণ ।
২) হুসনা - সপ্তম চরণ ।
৩) সওয়াল - ২২শ চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

দুসরা সওয়াল

সওয়াল ও সফর

এক

১) সফর - চতুর্থ চরণ।
২) মঞ্জিল - ষষ্ঠ চরণ।
৩) মুসাফির - সপ্তম চরণ।

দুই

১) সওয়াল - প্রথম চরণ।
২) আদম - ১৩শ চরণ।
৩) আউলাদ - ১৫শ চরণ।

তিন

১) হিকমত - ষষ্ঠ চরণ।

চার

১) আরশি - প্রথম চরণ।
২) আরশি - তৃতীয় চরণ।
৩) আরশি - ১৬শ চরণ।

পাঁচ

১) হিকমৎ - তৃতীয় চরণ।
২) আরশি - চতুর্থ চরণ।
৩) শোকর - পঞ্চম চরণ।
৪) আরশি - দশম চরণ।
৫) ইনসান - ১২শ চরণ।
৬) আরশি - ১৩শ চরণ।
৭) ইনসান - ২০শ চরণ।
৮) মঞ্জিল - ২২শ চরণ।
৯) মঞ্জিল - ২২শ চরণ।

খরজনের গোরস্তানে

১) জোকের - প্রথম চরণ (ভূমিকা)।
২) ময়দান - প্রথম চরণ (ভূমিকা)।
৩) জিকির - দ্বিতীয় চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৪) ময়দান - দ্বিতীয় চরণ ।
৫) তাজ - সপ্তম চরণ ।
৬) লেবাস - অষ্টম চরণ ।
৭) রূহ - নবম চরণ ।
৮) জামাত - নবম চরণ ।
৯) সূরাত - দশম চরণ ।
১০) কবর - ১১শ চরণ ।
১১) জামাত - ১৩শ চরণ ।
১২) জান্নাত - ২১শ চরণ ।
১৩) নেয়ামত - ২১শ চরণ ।
১৪) হাওয়া - ২৪শ চরণ ।
১৫) জয়ীফ - ২৪শ চরণ ।
১৬) ইনসান - ২৫শ চরণ ।
১৭) মিসকিন - ২৫শ চরণ ।
১৮) জান্নাতী - ৩৪তম চরণ ।
১৯) শহীদ - ৩৪তম চরণ ।
২০) জান্নাতী - ৩৫তম চরণ ।
২১) গায়েব - ৩৭তম চরণ ।
২২) খালিদ - ৩৭তম চরণ ।
২৩) শহীদ - ৪৫তম চরণ ।
২৪) মজলিশ - ৪৫তম চরণ ।
২৫) মুসাফির - ৪৫তম চরণ ।
২৬) লেবাস - ৪৭তম চরণ ।
২৭) জয়ীফ - ৪৮তম চরণ ।
২৮) জান্নাতী - ৪৯তম চরণ ।
২৯) ইনসান - ৫০তম চরণ ।
৩০) শহীদ - ৫১তম চরণ ।
৩১) জান্নাতী - ৫৭তম চরণ ।
৩২) জামাত - ৫৭তম চরণ ।
৩৩) ইনসান - ৫৮তম চরণ ।
৩৪) তফসির - ৬০তম চরণ ।
৩৫) ইজ্জত - ৬২তম চরণ ।
৩৬) খবর - ৬৩তম চরণ ।
৩৭) জালালী - ৬৪তম চরণ ।
৩৮) নাকান - ৬৫তম চরণ ।
৩৯) সফর - ৬৬তম চরণ ।
৪০) ইনসান - ৬৭তম চরণ ।
৪১) দৌলত - ৬৭তম চরণ ।
৪২) আখেরাত - ৬৮তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩)বখিল - ৭০তম চরণ ।
৪৪)খিদমত - ৭৩তম চরণ ।
৪৫)বখিল - ৭৪তম চরণ ।
৪৬)গরীব - ৭৫তম চরণ ।
৪৭)জাকাত - ৭৮তম চরণ ।
৪৮)খিদমত - ৮১তম চরণ ।
৪৯)রহমত - ৮২তম চরণ ।
৫০)মুনাফা - ৮৮তম চরণ ।
৫১)মুনাফা - ৯১তম চরণ ।
৫২)তেজারত - ৯১তম চরণ ।
৫৩)দিনার - ৯২তম চরণ ।
৫৪)দিরহাম - ৯২তম চরণ ।
৫৫)কাফেলা - ৯৫তম চরণ ।
৫৬)শহীদ - ৯৮তম চরণ ।
৫৭)নসীব - ৯৯তম চরণ ।
৫৮)জান্নাত - ৯৯তম চরণ ।
৫৯)বখিল - ১০০তম চরণ ।
৬০)তকদির - ১০০তম চরণ ।
৬১)কাশফ - ১০৩তম চরণ ।
৬২)তকসির - ১০৬তম চরণ ।
৬৩)নাজাত - ১০৮তম চরণ ।
৬৪)আউলাদ - ১০৯তম চরণ ।
৬৫) হুজরা - ১১০তম চরণ ।
৬৬)মাল - ১১১তম চরণ ।
৬৭)আউলাদ - ১১২তম চরণ ।
৬৮)এলাহি - ১১৩তম চরণ ।
৬৯) মূলুক - ১১৬তম চরণ ।
৭০)রহম - ১১৭তম চরণ ।
৭১)জান্নাত - ১১৮তম চরণ ।
৭২)কবর - ১২২তম চরণ ।
৭৩)সাদিক - ১২৩তম চরণ ।
৭৪)সফর - ১২৪তম চরণ ।

সফরের পথে

১) শহীদ - দ্বিতীয় চরণ ।
২) জান্নাত - তৃতীয় চরণ ।
৩) নেয়ামত - তৃতীয় চরণ ।
৪) আলামত - চতুর্থ চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৫) শহীদ - ষষ্ঠ চরণ।
৬) লেবাস - ষষ্ঠ চরণ।
৭) সিয়াহি - ১১শ চরণ।
৮) বখিল - ১৩শ চরণ।
৯) নূরানী - ১৪শ চরণ।
১০) জান্নাত - ১৫শ চরণ।
১১) নেয়ামত - ১৫শ চরণ।
১২) শহীদ - ১৫শ চরণ।
১৩) ইনসান - ১৬শ চরণ।
১৪) বখিল - ১৭শ চরণ।
১৫) বখিল - ২১শ চরণ।
১৬) নাজাত - ২৪শ চরণ।
১৭) দুনিয়া - ২৮শ চরণ।
১৮) আউলাদ - ৩৫তম চরণ।
১৯) রহমত - ৪০তম চরণ।
২০) রেজা - ৪০তম চরণ।
২১) দুনিয়া - ৪১তম চরণ।
২২) ইবলিস - ৪৩তম চরণ।
২৩) মজলুম - ৫৮তম চরণ।
২৪) মঞ্জিল - ৫৮তম চরণ।
২৫) মজলুম - ৬৫তম চরণ।
২৬) ইনসান - ৬৫তম চরণ।
২৭) আউলাদ - ৬৬তম চরণ।
২৮) ইবলিস - ৭০তম চরণ।

সওদাগরজাদার প্রতি হাতেম তা'য়ী

১) বনি - প্রথম চরণ।
২) ইনসান - দ্বিতীয় চরণ।
৩) দৌলত - দ্বিতীয় চরণ।
৪) দৌলৎ - পঞ্চম চরণ।
৫) এলাহি - অষ্টম চরণ।
৬) নাজাত - ১৩শ চরণ।

গোরস্তানের অভিজ্ঞতা

১) মাল - তৃতীয় চরণ।
২) জুমা - ষষ্ঠ চরণ।
৩) শহীদ - অষ্টম চরণ।
৪) রূহ - অষ্টম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৫) লেবাস - নবম চরণ ।
৬) জান্নাত - ১১শ চরণ ।
৭) নেয়ামত - ১১শ চরণ ।
৮) শহীদ - ১৩শ চরণ ।
৯) জামাত - ১৩শ চরণ ।
১০) সামানা - ১৩শ চরণ ।
১১) হাল - ১৫শ চরণ ।
১২) হকিকত - ১৫শ চরণ ।
১৩) শোকরিয়া - ১৫শ চরণ ।
১৪) মজলুম - ১৭শ চরণ ।
১৫) ইনসান - ১৭শ চরণ ।
১৬) শোকরিয়া - ২১শ চরণ ।
১৭) সওয়াল - ২২শ চরণ ।

বেদাদ শহরের শাহজাদী

এক

১) সওয়াল - দ্বিতীয় চরণ ।
২) সফর - পঞ্চম চরণ ।
৩) জওয়াব - অষ্টম চরণ ।
৪) সওয়াল - অষ্টম চরণ ।
৫) মুসাফির - দশম চরণ ।
৬) দ্বারী - ১১শ চরণ ।
৭) হাল - ১১শ চরণ ।
৮) মুলুক - ১২শ চরণ ।
৯) সূরাত - ১২শ চরণ ।
১০)জামাল - ১২শ চরণ ।
১১)সওয়াল - ১৬শ চরণ ।
১২)জওয়াব - ১৬শ চরণ ।
১৩)মওত - ২০শ চরণ ।
১৪)সাদিক - ২২শ চরণ ।
১৫)খবর - ২২শ চরণ ।
১৬)মূলুক - ২৭শ চরণ ।
১৭)আদল - ৩৫তম চরণ ।
১৮) তকসির - ৩৬তম চরণ ।
১৯)তামাম - ৩৬তম চরণ ।
২০) খবর - ৩৭তম চরণ ।
২১)মুসাফির - ৩৮তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

দুই

১) মহল - দ্বিতীয় চরণ।
২) সওয়াল - নবম চরণ।
৩) জওয়াব - দশম চরণ।
৪) মুসাফির - দশম চরণ।

তিন

১) মহল - প্রথম চরণ।

চার

১) দ্বার - প্রথম চরণ।
২) নেকাব - তৃতীয় চরণ।
৩) তাজ্জব - চতুর্থ চরণ।
৪) আবর - অষ্টম চরণ।
৫) মওত - ২০শ চরণ।
৬) সওয়াল - ২১শ চরণ।
৭) জওয়াব - ২২শ চরণ।
৮) সওয়াল - ২৩শ চরণ।
৯) দুয়ার - ২৪শ চরণ।
১০) জওয়াব - ২৬শ চরণ।
১১) এলাহি - ২৬শ চরণ।

সওয়াল - জওয়াব

১) ওজুদ - দ্বিতীয় চরণ।
২) আলম - দ্বিতীয় চরণ।
৩) দুনিয়া - সপ্তম চরণ।
৪) মখলুকাত - নবম চরণ।
৫) কুল - ১১শ চরণ।
৬) মখলুক - ১১শ চরণ।
৭) কুওত - ১১শ চরণ।
৮) আযল - ১২শ চরণ।
৯) মওত - ১২শ চরণ।

পাঁচ

১) জ্বিন - সপ্তম চরণ।
২) সওয়াল - অষ্টম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

ছয়

১) আজান - প্রথম চরণ।
২) সুবে - দ্বিতীয় চরণ।
৩) সালিক - দ্বিতীয় চরণ।
৪) দওলত - সপ্তম চরণ।
৫) রহমৎ - অষ্টম চরণ।
৬) গায়েবী - দশম চরণ।
৭) মদদ - দশম চরণ।
৮) মওত - দশম চরণ।
৯) উজীর - ১১শ চরণ।
১০) শয়তান - ১২শ চরণ।
১১) সওয়াল - ১৩শ চরণ।
১২) রহমত - ১৫শ চরণ।
১৩) ইবলিস - ১৬শ চরণ।
১৪) জ্বিন - ১৯শ চরণ।
১৫) শোকর - ২২শ চরণ।

সাত

১) মুবারক - প্রথম চরণ।
২) লানৎ - দ্বিতীয় চরণ।
৩) সওয়াল - দ্বিতীয় চরণ।
৪) খিদমত - তৃতীয় চরণ।
৫) মহল - পঞ্চম চরণ।
৬) সওয়াল - ষষ্ঠ চরণ।

পরীর প্রেম

বর্ণনা

১) সওয়াল - প্রথম চরণ।
২) উজীর - অষ্টম চরণ।
৩) বনি - ১১শ চরণ।

কাহিনী

১) বনি - প্রথম চরণ।
২) জাহেরী - দ্বিতীয় চরণ।
৩) সূরাত - দ্বিতীয় চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৪) বনি - তৃতীয় চরণ।
৫) ঈশক - চতুর্থ চরণ।
৬) সফর - সপ্তম চরণ।
৭) বরাত - ১৪শ চরণ।
৮) খবর - ১৫শ চরণ।
৯) বনি - ১৯শ চরণ।
১০)মহল - ৩৪তম চরণ।
১১)দুনিয়া - ৪৪তম চরণ।
১২)খবর - ৪৬তম চরণ।
১৩)বনি - ৪৯তম চরণ।
১৪)বনি - ৪৯তম চরণ।
১৫)জাহেরী - ৫০তম চরণ।
১৬)সূরাত - ৫০তম চরণ।
১৭)বনি - ৫১তম চরণ।
১৮) ঈশক - ৫২তম চরণ।
১৯)হাসনা - ৫৪তম চরণ।
২০) হাসনা - ৫৭তম চরণ।
২১)ঈশক - ৫৮তম চরণ।
২২) হাসনা - ৬০তম চরণ।
২৩) উজীর - ৬৩তম চরণ।
২৪) দাওয়া - ৬৫তম চরণ।
২৫) হাসনা - ৬৬তম চরণ।
২৬) বনি - ৬৯তম চরণ।
২৭) হাসনা - ৭২তম চরণ।
২৮) আরক - ৭৫তম চরণ।
২৯) আরক - ৭৬তম চরণ।
৩০) এলাজ - ৭৬তম চরণ।
৩১)হাসনা - ৭৮তম চরণ।
৩২) জুলমাত - ৮১তম চরণ।
৩৩) হাসনা - ৮৪তম চরণ।
৩৪) হিম্মত - ৮৬তম চরণ।
৩৫) হাসনা - ৯০তম চরণ।
৩৬) হাল - ৯১তম চরণ।
৩৭) নসীব - ৯৩তম চরণ।
৩৮) গরীব - ৯৪তম চরণ।
৩৯) হাসনা - ৯৬তম চরণ।
৪০) মজলিস - ৯৯তম চরণ।
৪১)হাসনা - ১০২তম চরণ।
৪২) মওত - ১০৩তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩) হাসনা - ১০৪তম চরণ ।
৪৪) মজলিস - ১০৫তম চরণ ।
৪৫) হাসনা - ১০৮তম চরণ ।
৪৬) হাসনা - ১১৪তম চরণ ।
৪৭) হাসনা - ১১৬তম চরণ ।
৪৮) হাওয়া - ১১৬তম চরণ ।
৪৯) হাসনা - ১২০তম চরণ ।
৫০) আশিক - ১২৩তম চরণ ।
৫১)হাসনা - ১২৬তম চরণ ।
৫২) হাসনা - ১৩২তম চরণ ।
৫৩) এলাজ - ১৩৫তম চরণ ।
৫৪) হাসনা - ১৩৮তম চরণ ।
৫৫) বনি - ১৩৯তম চরণ ।
৫৬) জাহেরী - ১৪০তম চরণ ।
৫৭) সূরাত - ১৪০তম চরণ ।
৫৮) বনি - ১৪১তম চরণ ।
৫৯) ঈশক - ১৪২তম চরণ ।
৬০) হাসনা - ১৪৪তম চরণ ।

হাতেম তা'য়ী ও হাসনা পরী

১) হাসনা - চতুর্থ চরণ ।
২) হাওয়া - সপ্তম চরণ ।
৩) হাসনা - অষ্টম চরণ ।
৪) বিদায় - অষ্টম চরণ ।

দুসরা সওয়ালের পথে

১) মহল - প্রথম চরণ ।
২) মুসাফির - প্রথম চরণ ।
৩) ইমারত - তৃতীয় চরণ ।
৪) মহল - পঞ্চম চরণ ।
৫) দওলত - ষষ্ঠ চরণ ।
৬) সফর - সপ্তম চরণ ।
৭) মুনাজাত - অষ্টম চরণ ।
৮) শোকরানা - অষ্টম চরণ ।
৯) খাদিম - নবম চরণ ।
১০)মহল - দশম চরণ ।
১১)লোবান - ১৫শ চরণ ।
১২)হাওয়া - ১৬শ চরণ ।
১৩)তাজিম - ১৭শ চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

দুসরা সওয়ালের জওয়াব

১) সওয়াল - তৃতীয় চরণ।
২) খিদমত - ষষ্ঠ চরণ।
৩) কুল - ১১শ চরণ।
৪) মখলুক - ১১শ চরণ।
৫) আমীর - ১১শ চরণ।
৬) ফকীর - ১১শ চরণ।
৭) মিনার - ১৫শ চরণ।
৮) মহল - ১৫শ চরণ।
৯) বাহার - ১৮শ চরণ।
১০)দুয়ার - ২৮শ চরণ।
১১)ইবলিস - ৩০শ চরণ।
১২)দৌলত - ৩৩তম চরণ।
১৩)জমা - ৩৩তম চরণ।
১৪)ইনসান - ৪১তম চরণ।
১৫)খিদমত - ৪১তম চরণ।
১৬)কুল - ৪২তম চরণ।
১৭)মখলুক - ৫২তম চরণ।
১৮) সুফী - ৮০তম চরণ।
১৯)দুনিয়া - ৮২তম চরণ।
২০) ইলৎ - ৮৫তম চরণ।
২১)গলীজ - ৮৬তম চরণ।
২২) খবিস- ৮৬তম চরণ।
২৩) মিলত - ৮৬তম চরণ।
২৪) মুলুক - ৯১তম চরণ।
২৫) জাহান্নাম - ৯৯তম চরণ।
২৬) লানত - ১০৩তম চরণ।
২৭) রহমত - ১১৪তম চরণ।
২৮) নূরানী - ১১৫তম চরণ।
২৯) সূরত - ১১৫তম চরণ।
৩০) জুলমাত - ১১৬তম চরণ।
৩১)জান্নাত - ১১৭তম চরণ।
৩২) লেবাস - ১১৯তম চরণ।
৩৩) রূহ - ১২১তম চরণ।
৩৪) দুনিয়া - ১২১তম চরণ।
৩৫) হায়াত - ১২২তম চরণ।
৩৬) দুনিয়া - ১২৫তম চরণ।
৩৭) খিদমত - ১২৫তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৮) তকদির - ১২৬তম চরণ।
৩৯) রহমত - ১৩০তম চরণ।
৪০) রহমত - ১৩১তম চরণ।
৪১)দৌলত - ১৩২তম চরণ।
৪২) রিজিক - ১৩৩তম চরণ।
৪৩) দৌলৎ - ১৩৩তম চরণ।
৪৪) শোকর - ১৩৪তম চরণ।
৪৫) মখলুক - ১৩৪তম চরণ।
৪৬) খিদমত - ১৩৪তম চরণ।
৪৭) মুসাফির - ১৩৯তম চরণ।
৪৮) মজলুম - ১৩৯তম চরণ।
৪৯) ইনসান - ১৩৯তম চরণ।
৫০) খিদমত - ১৪০তম চরণ।
৫১)মখলুক - ১৪৪তম চরণ।
৫২) খিদমত - ১৪৪তম চরণ।
৫৩) রহম - ১৪৫তম চরণ।
৫৪) দৌলত - ১৪৭তম চরণ।
৫৫) সওয়াল - ১৫০তম চরণ।
৫৬) হিকমত - ১৫৩তম চরণ।

হুসনা বানুর মন্তব্য ও নূতন সওয়াল

১) খালিক - তৃতীয় চরণ।
২) মখলুক - চতুর্থ চরণ।
৩) মুহব্বত- চতুর্থ চরণ।
৪) হিকমত - পঞ্চম চরণ।
৫) সওয়াল - দশম চরণ।
৬) খবর - ১৪শ চরণ।

তিসরা সওয়াল

ভ্রাম্যমাণ

১) সওয়াল - প্রথম চরণ।
২) হুসনা - প্রথম চরণ।
৩) মুসাফির - প্রথম চরণ।
৪) ইনসান - সপ্তম চরণ।
৫) আজব - ১১শ চরণ।
৬) খেয়াল - ১৪শ চরণ।
৭) হাল - ১৯শ চরণ।
৮) সালাম - ২০শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৯) খবর - ২০শ চরণ।
১০)খেয়াল - ২১শ চরণ।
১১)হাওয়া - ২৬শ চরণ।
১২)হাল - ২৮শ চরণ।
১৩)রহম - ৩০শ চরণ।
১৪)সফর - ৩০শ চরণ।
১৫)খবর - ৩০শ চরণ।

হাতেম তা'য়ী ও আশিক সওদাগর

১) সফর - দ্বিতীয় চরণ।
২) সওয়াল - পঞ্চম চরণ।
৩) হুসনা - পঞ্চম চরণ।
৪) আজিম - ১১শ চরণ।
৫) ঈমান - ১৫শ চরণ।
৬) মূলুক - ১৮শ চরণ।
৭) খাদিম - ২০শ চরণ।
৮) রহম - ২২শ চরণ।
৯) দুনিয়া - ২৩শ চরণ।
১০)জাহের - ২৩শ চরণ।
১১)ইনসানিয়াত - ২৭শ চরণ।
১২)হিম্মৎ - ২৭শ চরণ।
১৩)বনি - ২৮শ চরণ।
১৪)ইজ্জত - ২৮শ চরণ।
১৫)আজাদ - ২৮শ চরণ।
১৬)তারিফ - ২৯শ চরণ।
১৭)মকাম - ৩৬তম চরণ।
১৮) কাফেলা - ৩৭তম চরণ।
১৯)জামাল - ৫১তম চরণ।
২০) সূরাত - ৫১তম চরণ।
২১)নজর - ৫১তম চরণ।
২২) ইশারা - ৫৩তম চরণ।
২৩) দুনিয়া - ৫৩তম চরণ।
২৪) মুহাব্বত - ৫৪তম চরণ।
২৫) কাফেলা - ৬০তম চরণ।
২৬) ঈশক - ৬১তম চরণ।
২৭) দৌলত - ৬৫তম চরণ।
২৮) রাজী - ৬৭তম চরণ।
২৯) রাজী - ৬৯তম চরণ।
৩০) হাওয়া - ৭২তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৩১)হাওয়া - ৭৭তম চরণ।
৩২) বাহার - ৭৮তম চরণ।
৩৩) হাওয়া - ৭৯তম চরণ।
৩৪) হাওয়া - ৭৯তম চরণ।
৩৫) দুনিয়া - ৮৫তম চরণ।

পরীর দেশে

১) হুসন্না - তৃতীয় চরণ।
২) সওয়াল - তৃতীয় চরণ।
৩) বাহার - পঞ্চম চরণ।
৪) আশিক - ১৩শ চরণ।
৫) মূলুক - ১৪শ চরণ।
৬) হুসন্না - ১৫শ চরণ।
৭) সওয়াল - ১৫শ চরণ।

আলগুন পরী

১) আশিক - সপ্তম চরণ।

হাতেম তা'য়ীর প্রতি আলগুন পরী

১) ইনতেহান - পঞ্চম চরণ।
২) আশিক - সপ্তম চরণ।
৩) মুবারক - অষ্টম চরণ।
৪) ইনসান - অষ্টম চরণ।
৫) সওয়াল - ১১শ চরণ।
৬) তুফান - ১৩শ চরণ।

তিসরা সওয়ালের পথে

১) ইশারা - চতুর্থ চরণ।
২) হাওয়া - ১২শ চরণ।
৩) সওয়াল - ১৪শ চরণ।

হাতেম তা'য়ীর প্রতি পিঞ্জরের অন্ধ কয়েদী

১) সওয়াল - প্রথম চরণ।
২) জওয়াব - প্রথম চরণ।
৩) হুকুম - সপ্তম চরণ।
৪) নারঙ্গী - ১৫শ চরণ।
৫) নসীব - ২১শ চরণ।
৬) দৌলত - ২১শ চরণ।
৭) মশহুর - ২২শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৮) ওয়ারিশ - ২২শ চরণ।
৯) আমীর - ২২শ চরণ।
১০)তকদির - ২৩শ চরণ।
১১)রইস - ২৮শ চরণ।
১২)আউলাদ - ২৮শ চরণ।
১৩)ওয়ারিশ - ২৯শ চরণ।
১৪)ইন্তেকাল - ৩০শ চরণ।
১৫)দৌলত- ৩১তম চরণ।
১৬)জওয়াহের - ৪৩তম চরণ।
১৭)নজ্জুম - ৪৪তম চরণ।
১৮) দৌলত - ৪৫তম চরণ।
১৯)নজ্জুম - ৬৩তম চরণ।
২০) নজ্জুম - ৬৪তম চরণ।
২১)নজ্জুম - ৬৭তম চরণ।
২২) শারাব - ৭৪তম চরণ।
২৩) এতিম - ৭৯তম চরণ।
২৪) মুদ্দত - ৮৬তম চরণ।
২৫) নজ্জুম - ৮৬তম চরণ।
২৬) দুনিয়া - ৮৭তম চরণ।
২৭) মাল - ৯০তম চরণ।
২৮) নজ্জুম - ৯২তম চরণ।
২৯) নজ্জুম - ৯৫তম চরণ।
৩০) মজলিস - ৯৮তম চরণ।
৩১)রাজী - ৯৮তম চরণ।
৩২) নজ্জুম - ৯৮তম চরণ।
৩৩) হকিকত - ১০১তম চরণ।
৩৪) জওয়াব - ১০২তম চরণ।
৩৫) কুল - ১০৪তম চরণ।
৩৬) মখলুক - ১০৪তম চরণ।
৩৭) তামাম - ১০৫তম চরণ।
৩৮) আলম - ১০৫তম চরণ।
৩৯) দুনিয়া - ১০৬তম চরণ।
৪০) মওত - ১০৬তম চরণ।
৪১)আলামত - ১০৬তম চরণ।
৪২) হাভিয়া - ১১০তম চরণ।
৪৩) নজ্জুম - ১১৬তম চরণ।
৪৪) কিস্মত - ১২৫তম চরণ।
৪৫) দুনিয়া - ১২৫তম চরণ।
৪৬) বাহার - ১২৮তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭) আদল - ১৪৫তম চরণ।
৪৮) জাহান্নাম - ১৬২তম চরণ।
৪৯) মজলিশ - ১৬৮তম চরণ।
৫০) জান্নাত - ১৭৪তম চরণ।
৫১)নেকাব - ১৮২তম চরণ।
৫২) দুনিয়া - ১৯৮তম চরণ।
৫৩) মুসীবত - ২০৩তম চরণ।
৫৪) আলম - ২০৯তম চরণ।
৫৫) লানত - ২১৪তম চরণ।
৫৬) দৌলত - ২৩০তম চরণ।
৫৭) কুদরত - ২৪০তম চরণ।
৫৮) তুফান - ২৫০তম চরণ।
৫৯) সাইমুন - ২৬৬তম চরণ।
৬০) কাফেলা - ২৭৫তম চরণ।
৬১)দৌলত - ৩০১তম চরণ।
৬২) ইজ্জত - ৩০১তম চরণ।
৬৩) ইনসান - ৩০২তম চরণ।
৬৪) ইন্তেজার - ৩০৫তম চরণ।
৬৫) তুফান - ৩০৭তম চরণ।
৬৬) ইনসান - ৩২২তম চরণ।
৬৭) ইশারা - ৩২৫তম চরণ।
৬৮) ইন্তেজার - ৩৩৮তম চরণ।

নূররেজ ফুলের সন্ধানে

এক

১) শহীদ - চতুর্থ চরণ।
২) কাফন - পঞ্চম চরণ।
৩) কুঅত - ১৪শ চরণ।
৪) হিম্মত - ১৪শ চরণ।
৫) ইনসান - ১৫শ চরণ।
৬) খিদমত - ১৫শ চরণ।

দুই

১) মুনাজাত - প্রথম চরণ।
২) দোওয়া - ষষ্ঠ চরণ।
৩) সাদিক - দশম চরণ।

তিন

Dhaka University Institutional Repository

১) মজলিস - সপ্তম চরণ।

চার

১) মহল - তৃতীয় চরণ।
২) জালিম - ১২শ চরণ।
৩) খান্নাস - ১৪শ চরণ।
৪) অসওয়াসা - ১৪শ চরণ।
৫) ইনসান - ১৫শ চরণ।
৬) মদদ - ১৫শ চরণ।

পাঁচ

১) মদদ - ১৪শ চরণ।
২) মুসীবত - ১৪শ চরণ।
৩) তুফান - ১৮শ চরণ।

নূররেজ ফুল

১) জ্বিন - পঞ্চম চরণ।
২) বখিল - পঞ্চম চরণ।
৩) ইনসান - পঞ্চম চরণ।
৪) দৌলত - ষষ্ঠ চরণ।
৫) জমা - ষষ্ঠ চরণ।
৬) হাওয়া - ১৩শ চরণ।

পুষ্প চয়ন

১) ঈমান - নবম চরণ।
২) তুফান - দশম চরণ।
৩) ইনসান - ১২শ চরণ।

সৃষ্টি

১) কাযিব - তৃতীয় চরণ।
২) সাদিক - অষ্টম চরণ।
৩) আলম - ১৪শ চরণ।

শোকরিয়া

১) কুদরত - প্রথম চরণ।
২) শোকরিয়া - দ্বিতীয় চরণ।
৩) মুবারক - নবম চরণ।
৪) খালিক - ১১শ চরণ।
৫) মখলুক - ১২শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৬) শোকর - ১৫শ চরণ।
৭) খালেক - ১৬শ চরণ।
৮) মালেক - ১৬শ চরণ।
৯) রব - ১৬শ চরণ।
১০) তামাম - ১৬শ চরণ।
১১) আলম - ১৬শ চরণ।
১২) মাখলুক - ১৯শ চরণ।
১৩) খিদমত - ১৯শ চরণ।

শাহাবাদে

১) জুমা - প্রথম চরণ।
২) সফর - প্রথম চরণ।
৩) মঞ্জিল - তৃতীয় চরণ।
৪) আশিক - পঞ্চম চরণ।
৫) হাল - পঞ্চম চরণ।
৬) তুফান - ষষ্ঠ চরণ।
৭) মাহতাব - সপ্তম চরণ।
৮) হিম্মৎ - নবম চরণ।
৯) মুসাফির - দশম চরণ।
১০) মহল - ১২শ চরণ।
১১) মহল - ১৪শ চরণ।
১২) হকিকত - ১৪শ চরণ।
১৩) সওয়াল - ১৮শ চরণ।

চাহারম সওয়াল

মালেকা জরিন পোশের কিসসা

এক

১) মুসাফির - দ্বিতীয় চরণ।
২) নহর - ১২শ চরণ।

দুই

১) নহর - তৃতীয় চরণ।
২) নহর - দশম চরণ।

তিন

১) মুসাফির - প্রথম চরণ।
২) মসনদ - ১২শ চরণ।
৩) মুসাফির - ১৪শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৪) জওয়াব - ১৮শ চরণ।

পাঁচ

১) মসনদ - নবম চরণ।
২) সামান - ১২শ চরণ।
৩) জওয়াব - ১৫শ চরণ।

যাদুর ময়দানে

১) ময়দান - সপ্তম চরণ।
২) হাওয়া - অষ্টম চরণ।
৩) রহম - ১২শ চরণ।
৪) ফকীর - ১২শ চরণ।
৫) নূরানী - ১৩শ চরণ।
৬) ফকীর - ১৫শ চরণ।
৭) মালেকা - ১৭শ চরণ।
৮) জালিম - ১৯শ চরণ।
৯) জালিম - ২৮শ চরণ।
১০)ফকীর - ৩৩তম চরণ।
১১)এছমে - ৩৬তম চরণ।
১২)আজম - ৩৬তম চরণ।
১৩)মদদ - ৩৯তম চরণ।

যাদুর লড়াই

এক

১) ইবলিস - নবম চরণ।
২) মওত - দশম চরণ।
৩) ইবলিস - ১১শ চরণ।
৪) ফিকির - ১১শ চরণ।
৫) মদদ - ১৪শ চরণ।
৬) নফসানিয়াত - ২৪শ চরণ।
৭) আজাল - ২৪শ চরণ।

চার

১) জুলমাত - ষষ্ঠ চরণ।
২) মূলুক - অষ্টম চরণ।

জরিনপোশ

১) ইশারা - প্রথম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২) ইশারা - সপ্তম চরণ।
৩) আজিন - নবম চরণ।
৪) ইশারা - ১৩শ চরণ।
৫) নহর - ১৮শ চরণ।
৬) ইশারা - ১৯শ চরণ।
৭) ইশারা - ২৫শ চরণ।
৮) হাওয়া - ৩০শ চরণ।
৯) হাওয়া - ৩০শ চরণ।
১০)ইশারা - ৩১তম চরণ।
১১)কামিয়াবি - ৩৬তম চরণ।
১২)ইশারা - ৩৭তম চরণ।

কোরন শহরে হাতেম তা'য়ী

১) খবর - তৃতীয় চরণ।
২) বিদায় - নবম চরণ।
৩) সওয়াল - ১৪শ চরণ।
৪) সওয়াল - ১৯শ চরণ।
৫) মহল - ২৩শ চরণ।
৬) দুনিয়া - ২৪শ চরণ।
৭) দৌলত - ২৫শ চরণ।
৮) খাদিম - ২৬শ চরণ।
৯) তাজিম - ২৭শ চরণ।
১০)মহল - ২৮শ চরণ।
১১)মহল - ৩০শ চরণ।
১২)মসনদ - ৩০শ চরণ।
১৩)উম্মী - ৩২তম চরণ।
১৪)ইশারা - ৩৪তম চরণ।
১৫)খাদিম - ৩৪তম চরণ।
১৬)দৌলত - ৩৭তম চরণ।
১৭)মুসাফির - ৩৯তম চরণ।
১৮) মঞ্জিল - ৩৯তম চরণ।
১৯)মহল - ৪৯তম চরণ।
২০) সওয়াল - ৫০তম চরণ।
২১)হকিকত - ৫০তম চরণ।

চাহারম সওয়ালের জওয়াব

১) মঞ্জিল - দ্বিতীয় চরণ।
২) নবী - চতুর্থ চরণ।
৩) সিদ্দিক - চতুর্থ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৪) ইশারা - সপ্তম চরণ ।
৫) ইবলিস - ১৫শ চরণ ।
৬) হকিকত - ১৯শ চরণ ।
৭) হারাম - ২২শ চরণ ।
৮) মুহব্বত - ৩১তম চরণ ।
৯) লানত - ৪৩তম চরণ ।
১০)হারাম - ৪৬তম চরণ ।
১১)হালাল - ৫৩তম চরণ ।
১২)হারাম - ৫৫তম চরণ ।
১৩)মুনাফা - ৫৬তম চরণ ।
১৪)নেহনাত - ৫৬তম চরণ ।
১৫)তসবির - ৬২তম চরণ ।
১৬)মুসাল্লা - ৬২তম চরণ ।
১৭)সিজদা - ৬৩তম চরণ ।
১৮) তাহাজ্জুদ - ৬৩তম চরণ ।
১৯)জিকির - ৬৪তম চরণ ।
২০) কিস্মত - ৬৮তম চরণ ।
২১)কিস্মত - ৭১তম চরণ ।
২২) ময়দান - ৭৪তম চরণ ।
২৩) মোহর - ৭৫তম চরণ ।
২৪) জওয়াহের - ৭৫তম চরণ ।
২৫) হাল - ৭৭তম চরণ ।
২৬) হকিকত - ৭৭তম চরণ ।
২৭) কিস্মত - ৭৯তম চরণ ।
২৮) গায়েব - ৮১তম চরণ ।
২৯) মাল - ৮৩তম চরণ ।
৩০) তামান - ৮৬তম চরণ ।
৩১)হাল - ৮৬তম চরণ ।
৩২) গায়েবী - ৯৪তম চরণ ।
৩৩) হারাম - ৯৯তম চরণ ।
৩৪) মুনাজাত - ১২৪তম চরণ ।
৩৫) ইন্তেকাল - ১২৭তম চরণ ।
৩৬) দুনিয়া - ১৩৬তম চরণ ।
৩৭) দুনিয়া - ১৪১তম চরণ ।
৩৮) কিস্মত - ১৪৭তম চরণ ।
৩৯) ঈনাম - ১৫০তম চরণ ।
৪০) তাজীম - ১৫১তম চরণ ।
৪১)ইজ্জত - ১৫৯তম চরণ ।
৪২) তাজ - ১৫৯তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩) তেজারত - ১৬৬তম চরণ।
৪৪) দৌলত - ১৬৬তম চরণ।
৪৫) নূরানী - ১৭১তম চরণ।
৪৬) সফর - ২০৬তম চরণ।
৪৭) মঞ্জিল - ২১১তম চরণ।
৪৮) বিদায় - ২১৭তম চরণ।
৪৯) আমানত - ২১৮তম চরণ।
৫০) খেয়ানত - ২১৮তম চরণ।
৫১)আমানত - ২১৯তম চরণ।
৫২) ঈমান - ২২০তম চরণ।
৫৩) আমানত - ২২০তম চরণ।
৫৪) ইবাদত - ২২২তম চরণ।
৫৫) হাওয়া - ২৪০তম চরণ।
৫৬) রহমত - ২৪৩তম চরণ।
৫৭) সওয়াল - ২৪৫তম চরণ।
৫৮) মঞ্জিল - ২৪৯তম চরণ।
৫৯) নবী - ২৫০তম চরণ।
৬০) ইশারা - ২৬৬তম চরণ।
৬১)মঞ্জিল - ২৬৯তম চরণ।
৬২) ইশারা - ২৭০তম চরণ।
৬৩) দৌলত - ২৭৪তম চরণ।
৬৪) ইয়াকুত - ২৭৮তম চরণ।
৬৫) জওয়াহের - ২৭৮তম চরণ।
৬৬) সামান - ২৭৯তম চরণ।
৬৭) জুলমাত - ২৮৯তম চরণ।
৬৮) আমীর - ২৯৭তম চরণ।
৬৯) জহর - ৩০২তম চরণ।
৭০) নবী - ৩০৪তম চরণ।
৭১)সিদ্দিক - ৩০৪তম চরণ।
৭২) মঞ্জিল - ৩০৫তম চরণ।
৭৩) কিস্মত - ৩০৯তম চরণ।
৭৪) মুসাফির - ৩১৩তম চরণ।
৭৫) সুবহে - ৩২৪তম চরণ।
৭৬) উম্মী - ৩২৪তম চরণ।
৭৭) তুফান - ৩৩৫তম চরণ।
৭৮) মঞ্জিল - ৩৪১তম চরণ।
৭৯) নবী - ৩৪৩তম চরণ।
৮০) সিদ্দিক - ৩৪৩তম চরণ।
৮১) মুসাফির - ৩৪৬তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

হাতেম তা'য়ীর উক্তি

১) মঞ্জিল - দ্বিতীয় চরণ।
২) জেহাদ - ১২শ চরণ।
৩) রহমত - ১৪শ চরণ।

সওয়াল

১) সুবে - প্রথম চরণ।
২) কাবিব - প্রথম চরণ।
৩) সওয়াল - তৃতীয় চরণ।
৪) সওয়াল - চতুর্থ চরণ।
৫) জওয়াব - পঞ্চম চরণ।
৬) কামিয়াব - পঞ্চম চরণ।
৭) সওয়াল - অষ্টম চরণ।
৮) নেদা - নবম চরণ।

পঞ্চম সওয়াল

সফর-নামা

১) সওয়াল - প্রথম চরণ।
২) মুসাফির - অষ্টম চরণ।
৩) আলম - নবম চরণ।
৪) নেকাব - ১১শ চরণ।
৫) সাকী - ১৬শ চরণ।
৬) বাহার - ১৬শ চরণ।
৭) জমা - ২০শ চরণ।
৮) সাইমুন - ২৩শ চরণ।
৯) রসন - ৩৩তম চরণ।
১০) সফর - ৪১তম চরণ।
১১) মৌজুদ - ৪৭তম চরণ।
১২) সামান - ৪৮তম চরণ।
১৩) জয়ীফ - ৪৯তম চরণ।
১৪) আজিন - ৫১তম চরণ।
১৫) আজিম - ৫১তম চরণ।
১৬) দৌলত - ৫২তম চরণ।
১৭) হাশমত - ৫২তম চরণ।
১৮) মূলুক - ৬৬তম চরণ।
১৯) সালামত - ৬৮তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

শিকার কাহিনী

১) মুসীবত - পঞ্চম চরণ।
২) নবী - ৩১তম চরণ।
৩) উম্মত - ৩১তম চরণ।
৪) কুঅত - ৩৬তম চরণ।
৫) আল বোর্জ - ৪৬তম চরণ।
৬) বনি - ৬৪তম চরণ।
৭) লানত - ৬৪তম চরণ।
৮) মুহব্বত - ৬৯তম চরণ।
৯) জালিম - ৭০তম চরণ।
১০)জুলুম - ৭০তম চরণ।

বিরান শহরে হাতেম তা'য়ী

১) মাল - তৃতীয় চরণ।
২) আসবাব - চতুর্থ চরণ।
৩) ইশারা - ১৩শ চরণ।
৪) আওরত - ১৯শ চরণ।
৫) হাসিন - ১৯শ চরণ।
৬) সওয়ার - ২৬শ চরণ।
৭) মূলুক - ৩৪তম চরণ।
৮) সুরাত - ৩৫তম চরণ।
৯) বনি - ৪১তম চরণ।
১০)মুসাফির - ৪৫তম চরণ।
১১)খাদিম - ৫৬তম চরণ।
১২)হুজুর - ৫৬তম চরণ।
১৩)তরফ - ৬১তম চরণ।
১৪)লানত - ৬২তম চরণ।
১৫)মদদ - ৬৭তম চরণ।
১৬)শোকর - ৬৮তম চরণ।
১৭)খাদিম - ৭০তম চরণ।
১৮) মুসাফির - ৭১তম চরণ।
১৯)মহল - ৭২তম চরণ।
২০) জালিম - ৭৬তম চরণ।
২১)মুনাজাত - ৯৪তম চরণ।
২২) ফকীর - ৯৭তম চরণ।
২৩) এলাহি - ৯৭তম চরণ।
২৪) বিদায় - ১০০তম চরণ।
২৫) ইনসান - ১০০তম চরণ।
২৬) হুকুম - ১০২তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২৭) রাহবার - ১০২তম চরণ।

বিচ্ছিন্ন নেশে হাতেম তা'য়ী

১) মুসাফির - সপ্তম চরণ।
২) দুনিয়া - অষ্টম চরণ।
৩) সওয়াল - ১২শ চরণ।
৪) মঞ্জিল - ১৩শ চরণ।
৫) সওয়াল - ১৫শ চরণ।
৬) শরীক - ৩০শ চরণ।
৭) বনি - ৩১তম চরণ।
৮) মহব্বত - ৩২তম চরণ।
৯) দৌলত - ৩৪তম চরণ।
১০)হাশমত - ৩৪তম চরণ।
১১)দুনিয়া - ৪২তম চরণ।
১২)তকদির - ৪৪তম চরণ।
১৩)দোওয়া - ৪৭তম চরণ।
১৪)বরকত - ৪৭তম চরণ।
১৫)মুসাফির - ৫০তম চরণ।
১৬)নসীব - ৫০তম চরণ।
১৭)মালেকুল মুলক - ৫১তম চরণ।
১৮) মালিক - ৫১তম চরণ।
১৯)এলাহি - ৫৩তম চরণ।
২০) বনি - ৫৪তম চরণ।
২১)কামালাত - ৫৫তম চরণ।
২২) শামিল - ৭০তম চরণ।
২৩) দোওয়া - ৮৭তম চরণ।
২৪) শোকর - ৯৭তম চরণ।
২৫) সওয়াল - ১০১তম চরণ।
২৬) জওয়াব - ১০২তম চরণ।

পাহাড়ের নিশানা

১) মঞ্জিল - প্রথম চরণ।
২) মজলিস - তৃতীয় চরণ।
৩) ময়দানে - তৃতীয় চরণ।
৪) ইশারা - ষষ্ঠ চরণ।

কোহে-নেদা

এক

১) সওয়াল - ১৫শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২) জওয়াব - ১৫শ চরণ।
৩) মুসাফির - ২১শ চরণ।
৪) তলব - ২৬শ চরণ।
৫) শারাব - ২৯শ চরণ।
৬) সাকী - ২৯শ চরণ।
৭) নজর - ৩৬তম চরণ।

তিন

১) জওয়াব - দ্বিতীয় চরণ।
২) তকদির - ১৪শ চরণ।
৩) ইমারত - ১৯শ চরণ।
৪) দুনিয়া - ২১শ চরণ।
৫) তলব - ২৩শ চরণ।

চার

১) তলব - প্রথম চরণ।
২) মজলিস - দ্বিতীয় চরণ।
৩) মজলিস - সপ্তম চরণ।
৪) মুহব্বত - অষ্টম চরণ।
৫) মুসাফির - ১৩শ চরণ।
৬) মৌজুদ - ২৬শ চরণ।
৭) জওয়াহের - ২৬শ চরণ।
৮) সফর - ২৮শ চরণ।
৯) মোতাকারিব - ২৮শ চরণ।
১০)সওয়াল - ৩৩তম চরণ।
১১)দুনিয়া - ৩৯তম চরণ।
১২)তলব - ৪৭তম চরণ।
১৩)নেদা - ৪৭তম চরণ।
১৪)তলব- ৫২তম চরণ।
১৫)নেদা - ৫২তম চরণ।
১৬)দুনিয়া - ৫৩তম চরণ।

পাঁচ

১) ময়দান - দ্বিতীয় চরণ।
২) জুলমাত - তৃতীয় চরণ।
৩) ময়দান - সপ্তম চরণ।
৪) মহল - অষ্টম চরণ।
৫) মওত - দশম চরণ।
৬) নেদা- ২০শ চরণ।
৭) তামান - ২৫শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৮) মখলুকাত - ২৫শ চরণ।
৯) মওত - ২৬শ চরণ।
১০)বনি - ৩৪তম চরণ।

কোহে-নেদায় হাতেম তা'য়ীর স্বগতোক্তি

১) কুল - প্রথম চরণ।
২) মখলুক - প্রথম চরণ।
৩) উসিলা - দ্বিতীয় চরণ।
৪) মাহতাব - ষষ্ঠ চরণ।
৫) আবল - নবম চরণ।
৬) মহল - ১১শ চরণ।
৭) নেদা - ১৫শ চরণ।
৮) দুয়ার - ৩৩তম চরণ।
৯) জুলমাত - ৪৪তম চরণ।
১০)জালিম - ৪৯তম চরণ।
১১)নেদা - ৫৬তম চরণ।
১২)মওত - ৬০তম চরণ।
১৩)কামিল - ৬৮তম চরণ।
১৪)ইনসান - ৬৮তম চরণ।
১৫)মাহতাব - ৭০তম চরণ।
১৬)মওত - ৭২তম চরণ।
১৭)মুমিন - ৭৬তম চরণ।
১৮) নেদা - ৭৭তম চরণ।
১৯)নেদা - ৮০তম চরণ।
২০) মদদ - ৮০তম চরণ।

হাতেম তা'য়ীর প্রত্যাবর্তন

১) মওত - প্রথম চরণ।
২) মুসাফির - অষ্টম চরণ।
৩) ময়দান - নবম চরণ।
৪) তাকিদ - ১৯শ চরণ।
৫) তকদির - ২১শ চরণ।
৬) হাওয়া - ২৫শ চরণ।
৭) দুনিয়া - ২৬শ চরণ।
৮) মওত - ২৭শ চরণ।
৯) হুসনা - ২৮শ চরণ।
১০)সওয়াল - ২৯শ চরণ।
১১)দোওয়া - ৩২তম চরণ।
১২)কুলরত - ৩৭তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩)এলাহি - ৪২তম চরণ।
১৪)আজব - ৪৩তম চরণ।
১৫)সামান - ৪৩তম চরণ।
১৬)শোকর - ৪৫তম চরণ।
১৭)আজব - ৪৯তম চরণ।
১৮) মূলুক - ৪৯তম চরণ।
১৯)আজিম - ৫০তম চরণ।
২০) গায়ের - ৫৬তম চরণ।
২১)আজব - ৫৮তম চরণ।
২২) মূলুক - ৫৮তম চরণ।
২৩) মঞ্জিল - ৬৬তম চরণ।

শশম সওয়াল

সফর কাহিনী

১) মুসাফির - প্রথম চরণ।
২) সওয়াল - দ্বিতীয় চরণ।
৩) নেদা - তৃতীয় চরণ।
৪) আজাদ - চতুর্থ চরণ।
৫) দুনিয়া - চতুর্থ চরণ।
৬) নেদা - ষষ্ঠ চরণ।
৭) নেদা - সপ্তম চরণ।
৮) মওত - নবম চরণ।
৯) দুনিয়া - ১১শ চরণ।
১০)মুসাফির - ১৩শ চরণ।
১১)নেদা - ১৪শ চরণ।
১২)দুনিয়া - ১৪শ চরণ।
১৩)হাশর - ১৬শ চরণ।
১৪)তলব - ১৭শ চরণ।
১৫)নেদা - ১৭শ চরণ।
১৬)মওত - ১৭শ চরণ।
১৭)হকিকত - ১৭শ চরণ।
১৮) ময়দান - ১৯শ চরণ।
১৯)হাওয়া - ২০শ চরণ।
২০) দুনিয়া - ২০শ চরণ।
২১)মওত - ২২শ চরণ।
২২) নেদা - ২৫শ চরণ।
২৩) হাল - ২৬শ চরণ।
২৪) মওত - ২৭শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২৫) মুসাফির - ২৭শ চরণ।
২৬) আশিক - ৩৩তম চরণ।
২৭) মাশুক - ৩৩তম চরণ।
২৮) জওয়াব - ৩৪তম চরণ।
২৯) আজিম - ৩৬তম চরণ।
৩০) আজিম - ৩৭তম চরণ।
৩১) মুসাফির - ৩৭তম চরণ।
৩২) সফর - ৩৮তম চরণ।
৩৩) রহন - ৪২তম চরণ।

লোহু দরিয়া

১) মূলুক - প্রথম চরণ।
২) হিম্মত - অষ্টম চরণ।
৩) ময়দান - নবম চরণ।
৪) গায়েব - ১৮শ চরণ।
৫) দুনিয়া - ২৩শ চরণ।
৬) জমা - ২৪শ চরণ।
৭) লানত - ৩৭তম চরণ।
৮) খবর - ৩৮তম চরণ।

সফেদ দরিয়া

১) আজম - তৃতীয় চরণ।
২) গায়েব - নবম চরণ।
৩) সাদিক - ১৮শ চরণ।
৪) মাহতাব - ২৩শ চরণ।
৫) হাওয়া - ২৮শ চরণ।
৬) আজব - ৩২তম চরণ।

হীরা জহরতের দেশ

১) দুনিয়া - পঞ্চম চরণ।
২) কিস্মত - পঞ্চম চরণ।
৩) ময়দান - নবম চরণ।
৪) কিস্মত - ১২শ চরণ।
৫) দৌলত - ১২শ চরণ।
৬) জওয়াহের - ১৪শ চরণ।
৭) জওয়াহের - ১৮শ চরণ।
৮) মাল - ১৯শ চরণ।
৯) খনি - ২০শ চরণ।
১০) আজব - ২৩শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১১)সফর - ২৫শ চরণ।
১২)আজব - ২৬শ চরণ।
১৩)মূলুক - ২৬শ চরণ।
১৪)কসম - ২৭শ চরণ।
১৫)রহম - ২৮শ চরণ।
১৬)ময়দান - ২৯শ চরণ।

সোনার পাহাড়
১) জ্বিন - প্রথম চরণ।
২) মূলুক - প্রথম চরণ।
৩) মূলুক - চতুর্থ চরণ।
৪) ময়দান - ষষ্ঠ চরণ।
৫) সাদিক - দশম চরণ।
৬) বিসায় - ২৫শ চরণ।
৭) ময়দান - ২৬শ চরণ।
৮) হাওয়া - ২৮শ চরণ।

আতশী দরিয়া
১) মুনাজাত - নবম চরণ।
২) মালিক - দশম চরণ।
৩) দুনিয়া - ১২শ চরণ।
৪) জাহান্নাম - ১৩শ চরণ।
৫) জিকির - ১৯শ চরণ।
৬) জাহান্নাম - ২২শ চরণ।
৭) রহম - ২৯শ চরণ।
৮) হাওয়া - ৩১তম চরণ।

হুসনা বানু
১) মুসাফির - প্রথম চরণ।
২) তলব- দ্বিতীয় চরণ।
৩) নেদা - দ্বিতীয় চরণ।

হাতেম তা'য়ী
১) সওয়াল - প্রথম চরণ।

হুসনা বানু
১) মুসাফির - প্রথম চরণ।
২) সওয়াল - দ্বিতীয় চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

হাতেম তা'য়ী

১) দুনিয়া - দ্বিতীয় চরণ।
২) দুনিয়া - চতুর্থ চরণ।

হুসনা বানু

১) সওয়াল - প্রথম চরণ।

পাখীর আলাপ

১) সওয়াল - প্রথম চরণ।
২) বিদায় - সপ্তম চরণ।
৩) শহীদ - সপ্তম চরণ।
৪) সফর - দশম চরণ।
৫) আশিক - ২১শ চরণ।
৬) সফর - ২১শ চরণ।
৭) ঈমান - ২২শ চরণ।
৮) ইনসানিয়াত - ২২শ চরণ।
৯) হিম্মত - ২২শ চরণ।
১০)আজব - ২৩শ চরণ।
১১)কামিল - ২৪শ চরণ।
১২)ইনসান - ২৪শ চরণ।
১৩)মুখতাসার - ২৭শ চরণ।
১৪)নহর - ২৮শ চরণ।
১৫)জওয়াব - ২৯শ চরণ।
১৬)আশিক - ৩০শ চরণ।
১৭)সওয়াল - ৩০শ চরণ।
১৮) সওয়াল - ৩১তম চরণ।
১৯)খবর - ৩৪তম চরণ।
২০) ইনসানিয়াত - ৩৬তম চরণ।
২১)মূলুক - ৩৭তম চরণ।
২২) জ্বিন - ৩৮তম চরণ।
২৩) মুসাফির - ৪১তম চরণ।
২৪) মূলুক - ৪২তম চরণ।
২৫) জিকির - ৫৫তম চরণ।
২৬) সফর - ৫৮তম চরণ।

পথচারী

১) সূরত - ২৮শ চরণ।
২) হাফিজ - ৩৬তম চরণ।
৩) নেয়ামত - ৩৭তম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৪) মুদ্দৎ - ৩৮তম চরণ ।
৫) সূরৎ - ৩৯তম চরণ ।
৬) ময়দান - ৩৯তম চরণ ।
৭) বনি - ৪০তম চরণ ।
৮) মঞ্জিল - ৪১তম চরণ ।
৯) মিনার - ৪২তম চরণ ।
১০)নহর - ৪৩তম চরণ ।
১১)আজব - ৪৪তম চরণ ।
১২)মহল - ৪৬তম চরণ ।
১৩)মঞ্জিল - ৪৬তম চরণ ।
১৪)ইন্তেজার - ৫০তম চরণ ।

প্রতীক্ষা

১) মঞ্জিল - দ্বিতীয় চরণ ।
২) শওকত - ষষ্ঠ চরণ ।
৩) আমীর - ষষ্ঠ চরণ ।
৪) নজর - ১১শ চরণ ।
৫) সালাম - ১২শ চরণ ।
৬) তাজিম - ১২শ চরণ ।
৭) খিদমত - ১২শ চরণ ।
৮) জ্বিন - ১৩শ চরণ ।
৯) জ্বিন - ১৫শ চরণ ।
১০)কায়দা - ১৬শ চরণ ।
১১)জ্বিন - ১৬শ চরণ ।
১২)সালাম - ১৬শ চরণ ।
১৩)আদব - ১৬শ চরণ ।
১৪)জওয়াব - ১৭শ চরণ ।
১৫)সালাম - ১৭শ চরণ ।
১৬)আজব - ২০শ চরণ ।
১৭)খবর - ২০শ চরণ ।
১৮) মঞ্জিল - ২১শ চরণ ।
১৯)খবর - ২২শ চরণ ।

প্রশ্ন

১) জওয়াব - চতুর্থ চরণ ।
২) হাওয়া - ষষ্ঠ চরণ ।
৩) খবর - সপ্তম চরণ ।
৪) মঞ্জিল - দশম চরণ ।
৫) জওয়াব - ১৩শ চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৬) জ্বিন - ১৫শ চরণ ।

হাতেম তা'য়ী ও জ্বিনের বাদশা

১) আওলাদ - দ্বিতীয় চরণ ।
২) মঞ্জিল - পঞ্চম চরণ ।
৩) আজিম - ২০শ চরণ ।
৪) বনি - ২১শ চরণ ।
৫) দাওয়াত - ২২শ চরণ ।
৬) তাজিম - ২৩শ চরণ ।
৭) মেওয়া - ৩৯তম চরণ ।
৮) নকান - ৩৯তম চরণ ।
৯) সূরত - ৪৩তম চরণ ।
১০)আলম - ৪৪তম চরণ ।
১১)রহম - ৪৬তম চরণ ।
১২)সবর - ৪৭তম চরণ ।
১৩)সওয়াল - ৪৮তম চরণ ।
১৪)আলম - ৪৮তম চরণ ।
১৫)জ্বিন - ৫১তম চরণ ।
১৬)শামস - ৫১তম চরণ ।
১৭)মূলুক - ৫১তম চরণ ।
১৮) ইজ্জত - ৫২তম চরণ ।
১৯)কিস্মত - ৫৩তম চরণ ।
২০) দুনিয়া - ৫৩তম চরণ ।
২১)মুহব্বত - ৬২তম চরণ ।
২২) ইয়াসমিন - ৬৯তম চরণ ।
২৩) দুনিয়া - ৭৭তম চরণ ।
২৪) আশরাফ - ৮১তম চরণ ।
২৫) মখলুকাত - ৮১তম চরণ ।
২৬) ইনসান - ৮২তম চরণ ।
২৭) গজব - ৯৪তম চরণ ।
২৮) সূরাত - ৯৫তম চরণ ।
২৯) ওয়ারিশ - ৯৯তম চরণ ।
৩০) হাভিয়া - ১০৫তম চরণ ।
৩১)নাজাৎ - ১০৮তম চরণ ।
৩২) সূরাত - ১০৯তম চরণ ।
৩৩) গায়েব - ১১৩তম চরণ ।
৩৪) খবর - ১১৩তম চরণ ।
৩৫) জ্বিন - ১১৬তম চরণ ।
৩৬) কামিল - ১১৬তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭) ইনসান - ১১৬তম চরণ।
৩৮) সূরৎ - ১২৫তম চরণ।
৩৯) জাহান্নাম - ১২৭তম চরণ।
৪০) দুনিয়া - ১২৮তম চরণ।
৪১)আরজ - ১২৯তম চরণ।
৪২) দোওয়া - ১৩০তম চরণ।
৪৩) মুহব্বত - ১৩০তম চরণ।
৪৪) সূরত - ১৩১তম চরণ।
৪৫) খালেস - ১৩৭তম চরণ।
৪৬) মুহব্বত - ১৩৭তম চরণ।
৪৭) দুনিয়া - ১৩৮তম চরণ।
৪৮) জ্বিন - ১৩৮তম চরণ।
৪৯) আশরাফ - ১৩৮তম চরণ।
৫০) মুখলুকাত - ১৩৯তম চরণ।
৫১)মুনাজাত - ১৪১তম চরণ।
৫২) ফকীর - ১৪২তম চরণ।
৫৩) সূরত - ১৪৩তম চরণ।
৫৪) আলম - ১৪৪তম চরণ।

শেষ আলাপ

১) তকসির - প্রথম চরণ।
২) দোওয়া - প্রথম চরণ।
৩) বিদায় - দ্বিতীয় চরণ।
৪) জ্বিন - তৃতীয় চরণ।
৫) শামস - সপ্তম চরণ।
৬) জ্বিন - সপ্তম চরণ।
৭) হালাল - ১১শ চরণ।
৮) মূলুক - ১৪শ চরণ।
৯) মদদ - ২০শ চরণ।

কোকা'ফ

১) মূলুক - দ্বিতীয় চরণ।
২) হাওয়া - নবম চরণ।
৩) মওত - ১৮শ চরণ।
৪) ইকমাল - ২৫শ চরণ।
৫) আজম - ২৭শ চরণ।
৬) মূলুক - ২৮শ চরণ।
৭) হাওয়া - ২৯শ চরণ।
৮) তামাম - ৩০শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৯) নবী - ৩৪তম চরণ।
১০)মূলুক - ৩৫তম চরণ।
১১)ইনসান - ৩৬তম চরণ।

কোকাফ সীমান্তে

১) ইকমাল - দ্বিতীয় চরণ।
২) দীওয়ানা - ষষ্ঠ চরণ।
১) তুফান - সপ্তম চরণ।
২) জ্বিন - সপ্তম চরণ।
৩) তখলুস - অষ্টম চরণ।
৪) তুফান - অষ্টম চরণ।
৫) সূরত - ১৩শ চরণ।
৬) তাজিন - ১৫শ চরণ।
৭) মঞ্জিল - ১৫শ চরণ।
৮) হাল - ১৬শ চরণ।
৯) হকিকত - ১৬শ চরণ।
১০)জওয়াব - ২০শ চরণ।
১১)বিদায় - ২১শ চরণ।
১২)আশিক - ২৭শ চরণ।
১৩)মুখতাসার - ২৮শ চরণ।
১৪)বর্জখ - ২৯শ চরণ।
১৫)বর্জখ - ৩১তম চরণ।

বরজখ দ্বীপের পথে

১) বরজখ - দ্বিতীয় চরণ।
২) সুলতান - দ্বিতীয় চরণ।
৩) মজলিশ - দ্বিতীয় চরণ।
৪) তুফান - তৃতীয় চরণ।
৫) বরজাখ - চতুর্থ চরণ।
৬) মাহতাব - ষষ্ঠ চরণ।
৭) তুফান - নবম চরণ।
৮) বরজখ - ১১শ চরণ।
৯) তুফান - ১৩শ চরণ।
১০)তুফান - ২৫শ চরণ।
১১)বরজখ - ৫৮তম চরণ।

হাতেম তা'য়ী ও মাহেয়ার সুলেমানী

১) আহাদ - প্রথম চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

২) কুল - প্রথম চরণ ।
৩) মখলুক - প্রথম চরণ ।
৪) রাজ্জাক - দ্বিতীয় চরণ ।
৫) রহমান - দ্বিতীয় চরণ ।
৬) রব - দ্বিতীয় চরণ ।
৭) নেয়াজ - দ্বিতীয় চরণ ।
৮) জব্বার - দ্বিতীয় চরণ ।
৯) জলিল - দ্বিতীয় চরণ ।
১০)লা - তৃতীয় চরণ ।
১১)শরীক - তৃতীয় চরণ ।
১২)রিজিক - পঞ্চম চরণ ।
১৩)নৌলৎ - পঞ্চম চরণ ।
১৪)ইশারা - পঞ্চম চরণ ।
১৫)এজাজৎ - অষ্টম চরণ ।
১৬)মুসীবত - ১১শ চরণ ।
১৭)মুহব্বত - ১১শ চরণ ।
১৮) সূরত - ১২শ চরণ ।
১৯)শামস - ১২শ চরণ ।
২০) জ্বিন - ১৩শ চরণ ।
২১)হালাল - ১৪শ চরণ ।
২২) আজব - ১৫শ চরণ ।
২৩) কুর্সী - ১৫শ চরণ ।
২৪) আজব - ২৫শ চরণ ।
২৫) তুফান - ২৭শ চরণ ।
২৬) সওয়ার - ৩০শ চরণ ।
২৭) মূলুক - ৩১তম চরণ ।
২৮) আজব - ৩২তম চরণ ।
২৯) সফর - ৩২তম চরণ ।
৩০) মুসালা - ৩৩তম চরণ ।
৩১)মাল - ৩৯তম চরণ ।
৩২) খলিল - ৪৯তম চরণ ।
৩৩) উম্মৎ - ৪৯তম চরণ ।
৩৪) সূরৎ - ৫০তম চরণ ।
৩৫) এতিম - ৫২তম চরণ ।
৩৬) রমজান - ৫২তম চরণ ।
৩৭) ঈদ - ৫৫তম চরণ ।
৩৮) মাল - ৫৮তম চরণ ।
৩৯) এতিম - ৫৮তম চরণ ।
৪০) মুখতাসার - ৫৯তম চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪১)আজব - ৬২তম চরণ।
৪২) মজলিস - ৬৯তম চরণ।
৪৩) আশিক - ৭১তম চরণ।
৪৪) আরজ - ৭২তম চরণ।
৪৫) সাওয়াল - ৭৭তম চরণ।
৪৬) আরিফ - ৮০তম চরণ।
৪৭) সওয়াল - ৮২তম চরণ।
৪৮) হাম্মাম - ৮৩তম চরণ।
৪৯) হাওয়া - ৮৪তম চরণ।
৫০) হাওয়া - ৮৪তম চরণ।
৫১)হাম্মাম - ৮৪তম চরণ।
৫২) মকাম - ৮৭তম চরণ।
৫৩) হাম্মাম - ৮৯তম চরণ।
৫৪) তামাম - ৯১তম চরণ।

আখেরী সওয়াল

শেষ সওয়ালের পথে

১) হাম্মাম - প্রথম চরণ।
২) হাম্মাম - পঞ্চম চরণ।
৩) ময়দান - ষষ্ঠ চরণ।
৪) মুসাফির - ১৫শ চরণ।
৫) মূলুক - ১৭শ চরণ।
৬) কওম - ২১শ চরণ।
৭) মূলুম - ২২শ চরণ।
৮) এলাহি - ৩৩তম চরণ।
৯) সূরৎ - ৩৯তম চরণ।

হাতেম তা'য়ী ও পলাতক শাহজাদা

১) মূলুক - প্রথম চরণ।
২) জওয়াব - পঞ্চম চরণ।
৩) সওয়াল - পঞ্চম চরণ।
৪) এলাহি - পঞ্চম চরণ।
৫) জওয়াব - ষষ্ঠ চরণ।
৬) জওয়াব - দশম চরণ।
৭) দুনিয়া - ১১শ চরণ।
৮) জওয়াব - ১৩শ চরণ।
৯) সওয়াল - ১৩শ চরণ।
১০)হাম্মাম - ১৩শ চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১১)মূলুক - ১৭শ চরণ ।
১২)ঈশক - ২৪শ চরণ ।
১৩)জয়ীফ - ৩৬তম চরণ ।
১৪)মুসাফির - ৪৩তম চরণ ।
১৫)ইশারা - ৬৪তম চরণ ।
১৬)কওম - ৬৫তম চরণ ।
১৭)তকদির - ৬৫তম চরণ ।
১৮) দুনিয়া - ৬৯তম চরণ ।

রাহাগির

১) হাম্মান- দ্বিতীয় চরণ ।
২) জয়ীফ - চতুর্থ চরণ ।
৩) মুসাফির - পঞ্চম চরণ ।
৪) দৌলৎ - অষ্টম চরণ ।
৫) খবর - দশম চরণ ।
৬) হাম্মাম - ১২শ চরণ ।
৭) হাম্মান - ১৬শ চরণ ।
৮) হাম্মাম - ১৭শ চরণ ।
৯) হাম্মাম - ১৯শ চরণ ।
১০)মুসীবত - ১৯শ চরণ ।
১১)হারিস - ১৯শ চরণ ।
১২)মূলুক - ২০শ চরণ ।
১৩)সামান - ২১শ চরণ ।
১৪)হাম্মাম - ২১শ চরণ ।
১৫)হাম্মান - ২৩শ চরণ ।
১৬)হকিকত - ২৬শ চরণ ।
১৭)মুখতাসার - ২৬শ চরণ ।
১৮) সূরাত - ২৭শ চরণ ।
১৯)জামাল - ২৭শ চরণ ।
২০) মুহব্বত - ২৮শ চরণ ।
২১)হাম্মান - ৩০শ চরণ ।
২২) মওত - ৩৪তম চরণ ।
২৩) আশিক - ৩৬তম চরণ ।
২৪) মাশুক - ৩৬তম চরণ ।
২৫) হাম্মাম - ৪০তম চরণ ।

ভেক দম্পতির কাহিনী

১) মুহব্বত - ষষ্ঠ চরণ ।
২) লানৎ - ১৪শ চরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩) খবর - ১৪শ চরণ।
৪) ওয়াতান - ১৫শ চরণ।
৫) মূলুক - ১৭শ চরণ।
৬) গোলাম - ১৮শ চরণ।
৭) তকদির - ১৮শ চরণ।
৮) গোলাম - ১৯শ চরণ।
৯) গোলাম - ২০শ চরণ।
১০)ইজ্জৎ - ২৪শ চরণ।
১১)ওয়াতান - ৪৩তম চরণ।
১২)হাম্মাম - ৪৫তম চরণ।
১৩)ওয়াতান - ৪৬তম চরণ।
১৪)দুনিয়া - ৫১তম চরণ।
১৫)জায়াত - ৫১তম চরণ।
১৬)ওয়াতান - ৫৩তম চরণ।
১৭)আশিক - ৬২তম চরণ।
১৮) ঈমান - ৬৪তম চরণ।
১৯)এলাহি - ৬৫তম চরণ।
২০) মখলুক - ৬৭তম চরণ।
২১)খিদমত - ৬৭তম চরণ।
২২) হিম্মৎ - ৭১তম চরণ।
২৩) খাস - ৭২তম চরণ।
২৪) ইনসান - ৭২তম চরণ।
২৫) ইজ্জৎ - ৭২তম চরণ।
২৬) ঈমান - ৭৩তম চরণ।
২৭) মদদ - ৭৫তম চরণ।
২৮) মুসিবত - ৭৬তম চরণ।
২৯) দোওয়া - ৮০তম চরণ।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ উপসংহার

কবি ফররুখ আহমদ ইসলামী রেঁনেসাঁ বা ইসলামী পুনঃজাগরণের কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাঁর কবিতায় যেমনিভাবে মানবিক দিকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে; তেমনি মুসলীম জাহানের স্বাধীকার আন্দোলনের প্রতি বিশেষভাবে জোরারোপ করা হয়েছে। তিনি ঘুমন্ত মুসলীম জাতিকে বিশেষকরে বাঙালী মুসলীম সমাজকে জাগ্রত করার প্রয়াশ পেয়েছেন। কেননা, তাঁর লেখনীতে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। আর এই ইতিহাস ও ঐতিহ্য ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ফররুখ আহমদ এক অভূতপূর্ব পন্থা অবলম্বন করেছেন; তা হলো তাঁর কবিতায় তিনি প্রচুর আরবী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষার সমাহার ঘটিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আর প্রচুর আরবী শব্দের ব্যবহারে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করায় বাংলা ভাষাও ব্যাপক সমৃদ্ধ হয়েছে। কেননা, এসব আরবী ও ইসলামী পরিভাষা শব্দ ধীরে ধীরে বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়েছে। তাই ফররুখ আহমদ বাঙ্গালী সমাজে বিশেষকরে বাঙ্গালী মুসলীম সমাজে অমর হয়ে আছেন।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

গ্রন্থের নাম / শিরোনাম (প্রকাশকাল)	গ্রন্থকার / লেখক / সম্পাদক
১) ফররুখ আহমদ ঃ ব্যক্তি ও কবি (১৯৮৪)	সাহাবুদ্দীন আহমদ।
২) কবি ফররুখ আহমদ ঃ ঐতিহ্যেও নবরূপায়ন(১৯৮০)	গোলাম মইনুদ্দিন।
৩) ফররুখ আহমদ (১৯৮৮)	আব্দুল মান্নান সৈয়দ।
৪) ফররুখ প্রতিভা (১৯৯১)	মুহাম্মদ মতিউর রহমান।
৫) কবি ফররুখ আহমদ (১৯৬৯)	সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়।
৬) আরবী-বাংলা অভিধান (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড)	বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৭) চিরসংগ্রামী কবি ফররুখ	মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ।
৮) ফররুখ আহমদ ঃ জীবন ও সাহিত্য	আব্দুল মান্নান সৈয়দ।
৯) ফররুখ আহমদ রচনাবলী	আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত।
১০) ছোটদের ফররুখ আহমদ	অনীক মাহমুদ।
১১) আধুনিক কাব্য সংগ্রহ	সৈয়দ আলী আহসান।
১২) আরবী - বাংলা অভিধান	মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আযহারী।
১৩) আরবী - বাংলা ব্যবহারিক অভিধান	ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান।
১৫) ইসলামী বিশ্বকোষ (দ্বাদশ খন্ড)	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

পত্রিকা পঞ্জিঃ

১) সওগাত - ফররুখ সংখ্যা (আশ্বিন-কার্তিক-১৩৮১)
২) মিছিল - ফররুখ সংখ্যা (নভেম্বর-ডিসেম্বর-১৯৭৪)
৩) সূর্য সারথি - ফররুখ সংখ্যা (১০জুন-১৯৭৫)
৪) বিবর্তন - ফররুখ সংখ্যা (অক্টোবর -১৯৮৫)
৫) অগ্রপথিক - ফররুখ স্মরণ সংখ্যা (১৬ অক্টোবর ১৯৮৬)
৬) উষালোকে - ফররুখ সংখ্যা (অক্টোবর ১৯৮৯)
৭) শিল্পতরু - (অক্টোবর-১৯৮৮)
৮) ফররুখ একাডেমী পত্রিকা - ১০ম সংখ্যা (অক্টোবর-২০০৪)